স্বামী-শিষ্য-প্রসঙ্গ

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ প্রণীত

৪র্থ সংস্করণ

মূল্য :—~~তিন টাকা মাত্র~~।
২০/—

হরিদ্বার, লালতারাবাগ হইতে
শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত

উৎসর্গ

পরম আরাধ্যতম গুরুদেব মহারাজ
শ্রীশ্রীভোলানন্দ স্বামীজীর শ্রীশ্রীচরণ-
কমলে নিবেদিত।

হরিদ্বার ধ্রুবানন্দ

বি. জি. প্রেস
মণিরামপুর, বারাকপুর
২৪ পরগণা।

নিবেদন

শ্রী১০৮ শ্রীমান্ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নাম বঙ্গদেশে সুপরিজ্ঞাত। তাঁহার শ্রীশ্রীচরণতলে উপবেশন করিয়া তদীয় মুখারবিন্দ-নিঃসৃত যে সকল মধুর ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি তাহার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এই উপদেশাবলী সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। কথাপ্রসঙ্গে উক্ত হইলে বক্তার হৃদগত ভাব ও বাক্যসমূহের লক্ষ্যার্থ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়; সেইজন্য কথোপকথনচ্ছলে উপদেশাবলী যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি অবিকল সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু শ্রবণমাত্রই বাক্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, ফলতঃ স্মৃতির সাহায্যেই লিখিত হইয়াছে; অধিকন্তু হিন্দীভাষায় উক্ত উপদেশাবলী আমাকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া লিখিতে হইয়াছে—এই সকল কারণে অথবা আমার অনভিজ্ঞতাবশতঃ যদি গ্রন্থের কোথায়ও ত্রুটি বা অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইয়া থাকে সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব, এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করিতে প্রয়াস করিব।

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের যে সকল উপদেশাবলী নিবদ্ধ হইল সাধারণের দৃষ্টিতে উহারা অদ্বৈতবাদ

ও দ্বৈতবাদ উভয় মতেরই পোষাক সুতরাং পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। তাহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই যে, দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত অখণ্ড-চৈতন্যে বিরাজমান ব্রহ্মসমুদ্রে নিমগ্ন মহাপুরুষগণের বাক্যাবলী অজ্ঞান-তিমিরাবৃত দেহাধ্যাসী অল্পবুদ্ধি মানবগণের নিকট অসংলগ্ন বা পরস্পর বিরোধী প্রতীয়মান হওয়াই সম্ভব, কারণ ভগবানের প্রিয়সখা অর্জ্জুনেরও গীতা শ্রবণকালে কখনও জ্ঞান কখনও বা কর্ম্মের প্রশংসা করায় তদীয় বাক্যে সংশয় হইয়াছিল ; কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য—মহাপুরুষগণ দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া যে সকল রত্নরাজি আরহণ করিয়া লোকহিতার্থে বিতরণ করেন মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্ব স্ব রুচি ও শক্তি অনুসারে তন্মধ্যে যতগুলি সম্ভব শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তঃকরণে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ঃ—

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

মতবাদীগণ অনেক সময় দ্বৈতবাদ সত্য অথবা অদ্বৈতবাদ সত্য এই লইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হন। দ্বৈতবাদীদিগের মতে জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না জীব ভগবানের চিরদাস এবং যাহারা আপনাদিগকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মনে করে তাহারা ভণ্ড বা নাস্তিক। অপর পক্ষে অদ্বৈতবাদীরা বলেন—"জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু—অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হইলেই জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, সাধনা দ্বারা এই

অজ্ঞানাবরণ দূর করিতে হয় ; আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করা অল্পবুদ্ধিতার লক্ষণ ; কিন্তু এই পরস্পর বিরোধী মতেরও একতা প্রতিপাদন করা সম্ভব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৬শ এবং ১৭শ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই পরম শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি (ভগবান) জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। পুনরায় ৯ম অধ্যায়ের একত্রিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"

অর্থাৎ, হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ইহা তুমি জানিও। কর্ম্মযোগাদি দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম যথা নিয়মে অনুষ্ঠিত না হইলে সুফল প্রদান করে না। তদ্রূপ জ্ঞানমার্গেও (১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ (২) ইহামুত্রার্থ ফলভোগবিরাগঃ (৩) শমাদি ষট্‌সম্পত্তিঃ (৪) মুমুক্ষুত্বং এই সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে একটিরও অভাব থাকিলে জ্ঞানের বিকাশ হয় না। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পর্য্যন্তও অঙ্গহীন হইলে কর্ম্মকর্ত্তাকে সুফল প্রদান করে না ; কিন্তু ভক্তি সেরূপ নয়। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে না পারিলেও আপন শক্তি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করিতে থাকিলে ভক্তবৎসল ভগবান ধীরে ধীরে তাহাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া ভক্তের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন।

কখনও জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ বলায় এবং কখনও বা ভক্তের স্তুতিবাদ করায় অর্জ্জুনের মনে সংশয় উদিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন ভাবিলেন, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ অথবা ভক্ত শ্রেষ্ঠ, অথবা আমি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব? সংশয়ে দোদুল্যমান-হৃদয় অর্জ্জুন ভগবানের নিকট গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে প্রশ্ন করিলেন, 'হে ভগবন্! যে ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমার সাকার রূপের উপাসনা করেন এবং যে ব্যক্তি তোমার অব্যক্ত নির্গুণ রূপের ধ্যান করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ভগবান তদুত্তরে উক্ত অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সাকার রূপের উপাসনা করেন সেই ব্যক্তিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ।' তবে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর) কি মুক্তিলাভ হয় না? তদুত্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে বলিলেন, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকসণও ব্রহ্মকে (ভগবানকে) প্রাপ্ত হন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি উভয়েই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন তাহা হইলে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই সমানভাবে স্তুতিবাদ করা উচিৎ ছিল, কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলার তাৎপর্য্য কি? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ অন্তর্যামী ভগবান উক্ত অধ্যায়েরই ৫ম শ্লোকে বলিতেছেন—"নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, কারণ দেহাধ্যাস বর্ত্তমান থাকিতে "আমি ব্রহ্ম" এ প্রকার অদ্বৈতভাব উপলব্ধি হইতে পারে না এবং দেহাধ্যাস (দেহে আত্মবুদ্ধি) দূর করাও যত্নসাপেক্ষ। স্বদেহে বিতৃষ্ণবুদ্ধি উত্তমাধিকারীই নির্গুণ

ব্রহ্মের উপাসনার যোগ্য, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও অদ্বৈতভাবে উপাসনা করার অধিকার নাই। যাহারা শরীরকেই আত্মা বলিয়া জানেন এইরূপ মধ্যম ও অধম অধিকারী যদি অদ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে যান তাহা হইলে তাঁহারা 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া ক্ষণিকের জন্যও সুখবৃক্ষের শীতল ছায়ায় অবস্থান করিতে পারেন না। সাধারণতঃ উত্তম অধিকারী সাধক ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগের সংখ্যা অতিশয় বিরল, অধম ও মধ্যমাধিকারীদের সংখ্যাই বেশী। অতএব যাহাতে জনসাধারণ (অর্থাৎ মধ্যম ও অধম অধিকারীগণ) অব্যক্ত, নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মপথ অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ না করেন তদুদ্দেশ্যেই ভগবান সগুণ ব্রহ্মের (দ্বৈতবাদের) প্রশংসা করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু বুঝিতে হইবে এই শ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ সহজসাধ্য। বস্তুতঃ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও যুক্ততম। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে চিত্ত একাগ্র হইলে ও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই সাধক নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার অধীকারী হয়েন, এবং ক্রমশঃ বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁহার নিকট প্রতিভাসিত হ'ন। সুতরাং দ্বৈতপথাবলম্বী রজঃ ও তমো গুণ পরাভূত করতঃ ধীরে ধীরে মুক্তপথেই অগ্রসর হইতেছেন এবং অদ্বৈতপথাবলম্বীও সেই পথেই যাইতেছেন। ফলতঃ অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যাহার যে পন্থার উপর নিষ্ঠা

আছে তিনি সেইটিকেই অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে থাকিলে সময়ে তাঁহার নিকট সকল ধর্ম্ম-রহস্যই প্রকাশমান হইবে। তখন দ্বৈতাদ্বৈতের পরপারে যাইয়া তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিতে পারিবেন ও তাঁহার মনুষ্যজন্ম সফল হইবে।

প্রকৃত কথা তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধন এই দুইটীর সমন্বয়েই অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে যে কোন একটি পন্থার উপর নিষ্ঠা রাখিয়া ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য; সাধনাই তীব্র বৈরাগ্য উৎপাদন ও কঠোরতর সাধনায় উদ্যুক্ত করিবার মূল উপায়। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিবার জন্য কলিকাতা ভবানীপুর, ৫বি মহেন্দ্র রোড নিবাসী পরমপ্রীতিভাজন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন; এবং এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত করিবার জন্য পরম-প্রীতিভাজন স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গিরি মহারাজ বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া-ছেন। আমি সেজন্য তাঁহাদের তিনজনের নিকটই কৃতজ্ঞ রহিলাম। জনসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান সংস্করণে স্বামী-শিষ্য-প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড একত্রে মুদ্রিত করা হইল।

অলমধিকেন

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি—

মঙ্গলাচরণম্

গুরুর চরণে নমি
কৃপার নিধান।
প্রকাশ করি এ গ্রন্থ
লওহে ধীমান॥
মাতা, পিতা, সুহৃদাদি
দেব, নৃপ, প্রাণ॥
সদ্‌গুরু সবার শ্রেষ্ঠ
যিনি দেন জ্ঞান॥

—০—

ধর্ম্মের সোপান আদি মরণ ভাবনা।
মৃত্যুকে স্মরিতে কভু ভুল না ভুল না॥
মৃত্যুচিন্তা বৈরাগ্যেরে উদিত করাবে।
অসার সংসার প্রতি স্পৃহা তেয়াগিবে॥
দম্ভ অহঙ্কার আদি মহামোহদলে।
ভস্মসাৎ করাইবে বৈরাগ্য অনলে॥
তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মে করাবে প্রবৃত্তি।
যাহা হ'তে হ'বে তব জ্ঞানের উৎপত্তি॥
জ্ঞানালোকে দেখা যাবে আত্মা সর্ব্বময়।
আত্মতত্ত্ব পরিপক্কে ব্রহ্মজ্ঞ নিশ্চয়॥

৪র্থ সংস্করণের নিবেদন

স্বামি-শিষ্য প্রসঙ্গ ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে উল্লিখিত "শিষ্য" কে তাহা জানিবার জন্য অনেকে আমার কাছে প্রশ্ন করিতেন। এই পুস্তক পাঠে সূক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই "শিষ্য" কে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় তাহাদের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে "শিষ্য" ও গ্রন্থকার একই ব্যক্তি।

ইতি—
গ্রন্থকার

স্বামি-শিষ্য প্রসঙ্গ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্বার আশ্রম

"ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" গীতা; ১৮,৬১।

[ধ্যান কাহার করিতে হইবে এবং কোথায়? জপাৎ সিদ্ধি!]

শিষ্য। বাবা ধ্যান কর্‌বো কোথায়,—হৃদয়ে না শিরোদেশে?

স্বামীজী। ধ্যান কর্‌বি হৃদয়ে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো-ঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"—হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বাস করেন, সুতরাং হৃদয়েই ধ্যান কর্‌বি।

শিষ্য। ধ্যান কর্‌ব কার,—আত্মার না কোনও মূর্ত্তির?

স্বামীজী। মূর্ত্তির ধ্যান করাই উচিত; প্রথমে কল্পনার সাহায্যে হৃদয়ে এক বৃহৎ মন্দির রচনা করবি, তা'রপর সেই মন্দিরের মধ্যে আপন ইষ্টদেবের মূর্ত্তি স্থাপন ক'রে তা'র সম্মুখে ধূপ দীপ প্রভৃতি পূজার সামগ্রী উপহার দিয়ে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে আনন্দ উৎপাদন ক'রে পূজা করবি। তা'রপর সেই ইষ্টদেবের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে করতে অবশেষে চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী ধ্যান করবি। এইরূপে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করতে করতে কেবলমাত্র একটি জ্যোতিঃই দৃষ্ট হয়, মূর্ত্তি

প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্হিত হয়ে যায়, এবং ক্রমশঃ উপাস্য উপাসক ভেদ পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়ে অন্তরে বাহিরে কেবলমাত্র এক জ্যোতিঃই বর্ত্তমান থাকে—সেই জ্যোতিঃই তুই। *

শিষ্য। কার ধ্যান করা কর্ত্তব্য—শিবের না বিষ্ণুর না গুরুর ?

স্বামীজী। যা'র যে মূর্ত্তির উপর নিষ্ঠা তা'র সেই মূর্ত্তিরই ধ্যান করা কর্ত্তব্য †. সব সময়ে এক মূর্ত্তিরই ধ্যান ক'রতে হয়, কখনও শিব, কখনও বিষ্ণু কখনও বা গুরু—এইরূপভাবে ধ্যান করলে বিশেষ কোন ফললাভ হয় না।

শিষ্য। প্রায় দুই বৎসর হ'ল আমার দীক্ষা হ'য়েছে কিন্তু সাধনে অগ্রসর হ'তে পাচ্ছি না।

স্বামীজী। তোরা চাস্—

"সাধন টাধন জানিনা
আমার গাঁজা ভিজ্‌বে কি না ?"

সাধন না করলে বেটা কিছুই হবে না।

শিষ্য। সাধন কি ভাবে করব ? একটা আসন শিখিয়ে দিবেন ?

*ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥" পঞ্চদশী ; ১,৫৫
"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূত ভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্বৈতৎ॥" কঠ ; ২,১৩
† "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" (পতঞ্জলিঃ ; যোগসূত্র, ১,৩৯।)

স্বামীজী। আসনে কোনও প্রয়োজন নাই, যে কোনও প্রকারে জপ ক'র্‌তে পারলেই হয়—"জপাৎ সিদ্ধিঃ,'—জপ কর্‌তে কর্‌তে সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে। *

[ভগবানের দয়ায় পক্ষপাতিত্ব নাই]

শিষ্য। ভগবান্ দয়াময়, তিনি ইচ্ছা করলেই জীবকে মুক্তি দিতে পারেন, তবে আবার সাধন ভজনের কি প্রয়োজন ? তিনি কাহাকেও মুক্তি দিচ্ছেন, কাহাকেও বা দিচ্ছেন না, তবে ত' তিনি পক্ষপাতী ?

স্বামীজী। ভগবান্ দয়াময় সত্য, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ভজনা না ক'রলে তিনি কাহাকেও দয়া করেন না ঃ—

"সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

[অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান, আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কেহ নাই, কিন্তু যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে তাহারা (স্বভাবতঃ) আমাতেই অবস্থান করে, এবং আমিও (স্বভাবতঃ) তাহাদের মধ্যে অবস্থান করি।] ইহাতে বলা হ'ল যে ভগবানের কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই, যেমন কল্পবৃক্ষের। কল্পবৃক্ষের কাছে যে কেহ যে কোনও বস্তু কাতরভাবে প্রার্থনা করে কল্পবৃক্ষ তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান

* "স্থিরসুখমাসনং (পতঞ্জলিঃ, যোগসূত্র, ২, ৪৬।) অর্থাৎ যে আসন স্থৈর্য্য সম্পাদক ও সুখাবহ (অনুদ্বেজক) তাহাই যোগাসন।

করে। এখন মনে কর, এক ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের কাছে প্রার্থনা করে বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রেছে, অপর এক ব্যক্তি উহার কাছে কিছুই প্রার্থনা না ক'রে দীনভাবে কালযাপন ক'রছে, —এই দুই ব্যক্তির অবস্থাবৈষম্যের জন্য যেমন কল্পবৃক্ষকে পক্ষপাতী বলা যায় না, সেইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তির বলে যাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ ভক্তের প্রার্থনার ফলে কল্পবৃক্ষস্বরূপ ভগবান হ'তে ব্রহ্মানন্দ লাভ কোনও কোনও ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটিলে ভগবানকে সেজন্য পক্ষপাতী বলা যায় না।*

[ঈশ্বরচিন্তা মুক্তিলাভের উপায়—শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রথম সোপান]

শিষ্য। বাবা পাপের হাত হ'তে মুক্তিলাভের উপায় কি?

স্বামীজী। ভগবানে মন লাগাতে চেষ্টা কর†। পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ মন বিষয়ের দিকে ধাবমান হ'লে জোর ক'রে তা'কে ভগবানে লাগাতে হয়। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর্‌তে থাক্‌লে সন্তাপহারী ভক্তবৎসল ভগবান্ করুণার্দ্র হ'য়ে ভক্তকে দুর্ব্বল দেখে নিজেই তা'কে সকল পাপ হ'তে রক্ষা করেন; তখন পাপ হয় পিপীলিকার ন্যায় (অল্পশক্তি) এবং ভক্তের মনে হয় প্রকাণ্ড জাহাজের ন্যায় (বলবান্); পিপীলিকা যেমন জাহাজের কোনও প্রকার ক্ষতি ক'রতে পারে না,

* "অগ্নিবদহং, দূরস্থানাং যথাগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি সমীপমুপসর্পতামপনয়তি তথাহং ভক্তাননুগৃহ্নামি নেতরান্"। গীতা, শাংভাষ্য।

† "মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" গীতা; ১৮,৬৫

সেইরূপ পাপও তখন ভক্তের মন বিন্দুমাত্র বিচলিত ক'রতে পারে না। প্রথমতঃ একটু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস চাই:—

"শ্রদ্ধাবাল্লঁভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"

[অর্থাৎ—যিনি শ্রদ্ধাবান্ তৎপর অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি জ্ঞানলাভের উপায়ের অনুষ্ঠানে নিরত এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভ করেন এবং জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্রই শান্তি অর্থাৎ কৈবল্যমুক্তি প্রাপ্ত হন।]

শিষ্য। শ্রদ্ধা কাহাকে বলে?

স্বামীজী। ব্রহ্মবেত্তা গুরুর বাক্যে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে স্থির বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"
কৈবল্যোপনিষৎ।

কলিকাতা সিটী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় জনৈক বৈশ্য জমিদার যজমান সহ আশ্রমে আসিয়াছেন। জমিদার স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন:—

জমিদার। কিছু উপদেশ দিন। বৃদ্ধ হয়েছি পরকালের জন্য কিছু কর্‌তে পারি এমন কোন উপায় আছে কি?

স্বামীজী। তোমার উপযুক্ত পুত্র আছে?

জমিদার। আজ্ঞে, হাঁ আছে।

স্বামীজী। তোমার ষ্টেটের (অর্থাৎ বিষয় সম্পত্তির) ভার সে বুঝে নিতে পারে?

জমীদার। আজ্ঞে, হাঁ, তা পারে বৈ কি।

স্বামীজী। তা হ'লে তুমি তা'র উপর সকল ভার অর্পণ ক'রে আলগ্ হ'য়ে যাও (অর্থাৎ বিষয়সংসর্গ ত্যাগ কর)। দেখ, আর কতকাল এই বিষয় সুরায় মত্ত থাক্‌বে? জীবনে ত' কতই আমোদ প্রমোদ ক'রেছে! এখন ওসব ছেড়ে দাও। ভেবে দেখ ত' তোমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ আজ কোথায় আছেন? তাঁহারাও তোমার ন্যায়ই ভোগসুখে রত ছিলেন, কিন্তু পরিণাম কি হ'ল? ধন, সম্পদ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু সব এখানেই প'ড়ে রইল, আর তাঁরা কোথায় চলে গেলেন তার কোন খবরই নাই; এইরূপ তোমাকে আমাকেও একদিন সব ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হবে।

[শরীরের মলিনতা ও জীবের জন্মান্তরীন মোহ]

এই শরীর কি কদর্য্য জিনিস একবার ভেবে দেখ, হাড় মাংস প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র; এর জন্য নিত্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে অনিত্য পার্থিব বিষয়ে মগ্ন থাকা কি বুদ্ধিমানের কাজ? ফোড়া দেখেছ ত'?

জমিদার। আজ্ঞে হাঁ, দেখেছি।

স্বামীজী। তা'র মধ্যে কি আছে?

জমিদার। পূঁয, রক্ত।

স্বামীজী। হাঁ, ঠিক ব'লেছ, পূঁয ও রক্ত মিশে ফোড়া হয়; তার মধ্যে দেখ পূঁয শাদা ও রক্ত লাল, আর ফোড়ার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য তাহার উপর প্রথম দেওয়া হয় মলম, তারপর পট্টি (অর্থাৎ বস্ত্রখণ্ড) দ্বারা বাঁধা হয়। এই প্রকার পিতার শুক্র শাদা এবং মাতার রজঃ লাল—এই দুই জিনিসের সংযোগে এই দেহরূপ ফোড়া উৎপন্ন হ'য়েছে। এই দেহরূপ ফোড়ার যাতনা নিবারণের জন্য তদুপযোগী মলম ও পট্টি (অর্থাৎ শরীর ধারণোপযোগী অন্ন ও বস্ত্র) পর্য্যাপ্ত, কিন্তু তথাপি ইহাকে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কত রকম খাদ্য এবং কাপড় জামা প্রভৃতি কতরকম বস্ত্র দেওয়া হচ্ছে!* জন্ম-জন্মান্তরে এই রকম অসংখ্য শরীর ধারণ ক'রেছে—১১ লক্ষ কীটযোনি, ৯ লক্ষ জলচরযোনি, ১০ লক্ষ পক্ষীযোনি, ২০ লক্ষ বৃক্ষাদি স্থাবরযোনি, ৩০ লক্ষ পশুযোনি ও ৪ লক্ষ মনুষ্যযোনির মধ্যে কতবার ঘুরেছ তার কোনই ঠিকানা নাই; আবার প্রত্যেক যোনিতেই তোমার পিতা মাতা প্রভৃতি বহু আত্মীয় ছিল; তা'দের সকলকেই পরিত্যাগ ক'রে আসতে হ'য়েছে; সেইরূপ বর্ত্তমান জন্মের স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকেও ত্যাগ ক'রে যেতে হবে? সুতরাং এই শরীর ও পুত্রাদির মমতায়

* "মাংসাসৃক্‌পূঁযবিন্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ॥
স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।
বৈরাগ্যকারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে॥" বিষ্ণুপুরাণ।

বন্ধ থেকে আর বৃথা কালপেক্ষ না ক'রে তোমার পুত্রের উপর সমস্ত ভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে হরিভজনে মন দাও।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বিদ্যার্ণব মহাশয় ও জমিদারটি আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশুর আত্মানন্দ ভোগ

"অতিবালস্তনং পীত্বা মৃদু শয্যাগতো হসন্।
রাগদ্বেষাদ্যনুৎপত্তেরানন্দৈকস্বভাবভাক্।" পঞ্চদশী ; ১১ ; ৫০।

হরিদ্বার আশ্রম, ৫ই অগ্রহায়ণ—১৩৩০ সাল, রাত্রি ৭৷৷০টা

আরতি ও মহিম্নস্তবাদি পাঠের পর শিষ্য স্বামিজীর নিকট ব'সে আছে। নানা কথার পর স্বামিজী বললেন ঃ—

স্বামীজী। আচ্ছা বল্‌ত লোকে হাসে কেন?

শিষ্য। আনন্দ পেলেই লোকে হেসে থাকে।

স্বামীজী। আচ্ছা, বিষয়ী লোক ত' বিষয় (ধন জন স্ত্রী প্রভৃতি) লাভ ক'রে হেসে থাকে, কিন্তু তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষেরা হাসেন কেন? তাঁ'রা ত' বিষয়ে কোনই সুখ পান না,—ধন যশঃ স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ী-লোকের লোভনীয় বস্তু সমূহকে ত' তাঁ'রা বিষবৎ পরিত্যাগ ক'রেছেন, তবে তাঁ'রা হাসেন কেন?

স্বামীজী শিষ্যের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই উত্তর দিলেন ঃ—

স্বামীজী। তাঁরা হাসেন এই মনে করে যে আহা! পূর্ব্বে এমন মধুরতম ব্রহ্মানন্দে বঞ্চিত হ'য়ে তুচ্ছ ও অনিত্য বিষয়সুখে মগ্ন হ'য়ে কি মূর্খতার পরিচয়ই দিয়াছিলাম!—(কিছুক্ষণ চুপ করিয়া)—আচ্ছা তাঁ'রা ত' এই প্রকার পূর্ব্বের অজ্ঞানতার কথা স্মরণ ক'রে হেসে থাকেন, এখন বলত শিশুরা হাসে কেন?

শিষ্য কিছুকাল চিন্তা ক'রে ঠিক্ করতে না পেরে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তাই'ত,' শিশু হাসে কেন? শিষ্যকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন ঃ—

স্বামীজী। ব্যস্, উপনিষদ্ প'ড়্‌ছিস, গীতা পড়্‌ছিস, আর এই সামান্য প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারিস্ না? বাঃ তোদের বেদান্ত পড়া!

শিষ্য চুপ ক'রে রহিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—

স্বামীজী। শিশুকে যদি ইন্দ্র এসে ইন্দ্রত্ব দিতে চায়, শিশু তা গ্রহণ করে কি?

শিষ্য। না, শিশুর বিষয়-বাসনা লেশমাত্রও নাই, সুতরাং ইন্দ্রত্ব নিতে লালায়িত হবে কি করে?

স্বামীজী। উর্ব্বশী অপ্সরা এ'সে যদি শিশুকে বিবাহ করতে চায়, শিশু তাতে স্বীকৃত হয় কি এবং তাহাতে আনন্দ লাভ করে কি?

শিষ্য। না, কারণ শিশুর মন কামগন্ধবর্জ্জিত।

স্বামীজী। তবে শিশু কেন হাসে? কি সুখ পেয়ে শুয়ে শুয়ে একাকী হাত পা নাড়ে, এবং ঊর্দ্ধে চেয়ে নিজে নিজে হাসে?

শিষ্য চিন্তা ক'রতে লাগল—তাইত' শিশু কি সুখ পেয়ে একাকী হাসে আর খেলা করে?

স্বামীজী। শিশু হাসে আত্মানন্দ অনুভব ক'রে! তা'র মন সর্ব্বদাই আত্মানন্দভোগে তৎপর থাকে।*

শিষ্য। কতকাল পর্য্যন্ত শিশুর ঐ ভাব থাকে?

স্বামীজী। চারি পাঁচ মাস পর্য্যন্ত। তারপর ক্রমে ক্রমে তা'র 'এই আমি' 'ইনি আমার মাতা' 'উনি আমার পিতা' 'ইনি আমার ভ্রাতা' ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হ'তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা'র বুদ্ধিবৃত্তি আত্মাভিমুখতা পরিত্যাগ ক'রে বিষয়ধ্যানে ধাবিত হয়ঃ—এইরূপে বিষয় ধ্যান ক'রতে ক'রতে জীব মোহজালে জড়িত হ'য়ে পড়ে, তখন তার আত্মসুখভোগের স্মৃতি লোপ পায় সুতরাং অবশেষে প্রকৃত আনন্দের কণা-লাভেও বঞ্চিত হ'য়ে পড়ে।

---

* স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণোবাতিগ্লীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমে বৈষ এতচ্ছেতে। উপনিষদ্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" গীতা; ৬, ৩৫।

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" গীতা; ৮, ২২।

হরিদ্বার আশ্রম, ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সাল

আহারান্তে শিষ্য স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিল। স্বামীজী চারপায়ার উপর শুয়ে আছেন, পদশব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে?

শিষ্য। আজ্ঞে আমি।

স্বামীজী। মহাভারত এনেছ?

শিষ্য। শ্রীশদা নিয়ে আস্‌ছে

স্বামীজী। আজ শ্রীশই' পড়্‌বে; তা একজন পড়লেই হ'লো। এ বুড়ার উদ্দেশ্য মহাভারত শুনা, তা যে কেহই শুনাক, খাওয়াই উদ্দেশ্য তা সোনার থালাতে হউক আর মাটির থালাতেই হউক, থালা ত' আর খাব না!

শিষ্য চুপ ক'রে রহিল। স্বামীজী পুনরায় বল্‌তে লাগ্‌লেন—

স্বামীজী। পাঠকের চেয়ে শ্রোতার লাভ বেশী।

শিষ্য। হাঁ।

স্বামীজী। দেখ্‌, আমি ত' চাষা, সারাদিন কাজেই লেগে থাকি। কেমন, আমি চাষা নয় কি?

শিষ্য। হাঁ, আপনি ত চাষাই, চাষা না হ'লে কি আর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর্‌তে পারতেন? বাবা, রামপ্রসাদের একটি গান আছে:—

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমি রইল পতিত
আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত সোনা॥"

আশীর্ব্বাদ করুণ আমরা যেন ঐরূপ চাষা হ'তে পারি।

স্বামীজী। না, এই দেখনা অনেক সাধু মহাত্মা আছেন তাঁহারা প্রায় অধিকাংশ সময়ই শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন।* তাঁদের কাছে থাক্‌লে তোদের আর এখানকার মতন শারীরিক কষ্টভোগ কর্‌তে হ'ত না আসি বঙ্গদেশে গিয়ে সকলকেই ব'লে থাকি,—"হাম্ চাষা হ্যায়"—তা তোদের এই চাষার উপর ভক্তি হ'য়ে গে'ছে। তা যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। একটা গল্প বলি শোন্—

[শিবের বিবাহ ও অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ]

পার্ব্বতী শিবকে বিবাহ ক'র্‌বেন স্থির করেছেন এমন সময় একদিন নারদমুনি এসে বল্‌লেন—"দেখ, পার্ব্বতী তুমি শিবকে বিবাহ কর্‌ছ কেন? শিবের না আছে রূপ না আছে ঐশ্বর্য্য, থাকেন শ্মশানে মশানে, শরীরে মাখেন চিতাভস্ম, ভূত-প্রেতগণ তাঁর অনুচর, আবার তিনি বৃদ্ধ, তুমি বরং

* "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্‌শব্দান্বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥" বৃহদা, ৪, ৪, ২১।

বিষ্ণুকে বিবাহ কর। বিষ্ণুর বয়সও অল্প রূপও অতুলনীয় আর ঐশ্বর্য্যেরও অভাব নেই।" পার্ব্বতী নারদের কথায় বল্‌লেন, "দেখুন নারদ ঠাকুর! আমার ঐ ভস্মলেপিত, ভূতপ্রেতাধিপতি বৃদ্ধ শিবকেই ভাল লাগে, আমি অন্য কা'কেও বিবাহ কর্‌ব না।" পার্ব্বতী শিবের মাহাত্ম্য জানতেন, তাই প্রাকৃত দৃষ্টিতে শিব কুরূপী ব'লে প্রতীয়মান হলেও দিব্যদৃষ্টিতে তিনি তাঁকে সকল রূপের আধার ও সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বলে জান্‌তেন। বিবাহের দিন ঠিক হ'ল। পার্ব্বতীর পিতা হিমাচল বহুবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, শিবের সহিত যে সকল বরযাত্রী আস্‌বেন তাঁহারা ভোজন করবে ব'লে। শিবজী পার্ব্বতীকে পরীক্ষা করবেন মনে ক'রে অস্থিচর্ম্মসার আশী বৎসরের বৃদ্ধ হ'য়ে শুক্র ও শনিকে সঙ্গে নিয়ে হিমাচলের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন। হিমাচল প্রভৃতি পার্ব্বতীর আত্মীয়গণ বরকে এইরূপ কদাকার দেখে পার্ব্বতীকে বল্‌লেন,—"পার্ব্বতি! এ কেমন বরকে তুমি পছন্দ ক'রেছ?' তখন পার্ব্বতী হেসে বল্‌লেন—"ইনিই আমার মনের মত বর। তোমরা এঁর মহাত্ম্য জান না, তাই এই রকম ব'লছ। আমি ১০৭ বার এঁর স্ত্রী হয়েছি, তবুও এঁর মহিমার অন্ত পাই নাই।" * পার্ব্বতীর এই কথা শুনে সকলকে নিরস্ত্র হ'তে হ'ল।

* "স এব গুণরূপেণহ্যবতীর্ণো হরঃ স্বয়ং।
তস্য তত্ত্বং ন জানীমো ন জানীমো বয়ং প্রভোঃ॥"
শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা; ১৮,১৫

তারপর হিমাচল মনে মনে ভাব্‌তে লাগলেন—আমি এত ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, কিন্তু বরের সঙ্গে ত' মাত্র দুইজন বরযাত্রী এসেছে। এ সব জিনিস এখন কে খায়? শিবের কোন আত্মীয় স্বজন কি নাই?—শিবজী হিমাচলের মনে অহঙ্কার হয়েছে বুঝতে পেরে শুক্র ও শনিকে আহার কর্‌বার জন্য আদেশ কর্‌লেন। শুক্র ও শনি আহার ক'রতে বস্‌লে হিমাচল একটি পাত্রে ক'রে আহারীয় দ্রব্যাদি নিয়ে এলেন। পাত্র দেখে শুক্র ও শনি হিমাচলকে বল্‌লেন—"এতে কি হবে, আমাদের আপনার ভাণ্ডার দেখান।" হিমাচল বল্‌লেন—"ভাণ্ডার দেখার কি প্রয়োজন? আপনারা যত পারেন এই পাত্র হ'তে আহার করুন। অথচ শুক্র ও শনি ভাণ্ডার দেখ্‌বার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করায় হিমাচল অগত্যা বরযাত্রীদের অনুযোগ রাখতেই হবে এই ভেবে শুক্রকে এক দ্বার দিয়ে এবং শনিকে অন্য দ্বার দিয়ে ভাণ্ডার গৃহের মধ্যে নিয়ে গেলেন। তখন শুক্র ও শনি বেশ ক'রে একে একে ভাণ্ডারের সমস্ত জিনিসই গলাধঃকরণ ক'রে ফেল্‌লেন; তারপর হিমাচলকে বল্‌লেন,—"আমাদের এখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই, আরও খাদ্য সামগ্রী চাই।" তখন হিমাচল আর কি করবেন, তাঁর দর্প চূর্ণ হ'ল, অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং শিবজী তাঁর সঙ্গে এরূপ বরযাত্রী আরও দুই একজন ল'য়ে আসেন নাই এইজন্য মনে মনে তাঁর খুব প্রশংসা করতে লাগলেন; ভাবলেন মাত্র এই দুইজনকেই আহার করাইয়ে পরিতুষ্ট করতে পারলাম না, না জানি আরও

এইরূপ দুই চারিজনকে তিনি আন্‌লে আমার কি দুর্দ্দশাই হ'ত? তখন শুক্র ও শনি ভোজন ব্যাপার হতে নিরস্ত হ'য়ে শিবজীর নিকট গিয়ে যথাস্থানে উপবেশন কর্‌লেন। তারপর বিবাহের সময় উপস্থিত হ'লে পার্ব্বতী সভায় আনীতা হ'লেন এবং শিবজীও বিবাহ সভায় প্রবেশ কর্‌লেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য হঠাৎ অশীতি বৎসরের অস্থি-চর্ম্মসার বৃদ্ধ বর নবযৌবন-সম্পন্ন দিব্য মনোহর কলেবর ধারণ কর্‌লেন, তাঁর বয়স তখন পার্ব্বতীর চেয়ে মাত্র ৪ বৎসরের বেশী ব'লে মনে হ'ল! তখন তাঁর রূপ হ'ল—

"শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটম্ পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপিবরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি।"*

শিবজীর এই প্রকার দিব্যমূর্ত্তি দেখে সকলেই চমৎকৃত হ'ল ও পার্ব্বতীকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগ্‌ল। এই আখ্যায়িকা দ্বারা বুঝা যায় যে কোন্ ব্যক্তির মধ্যে কি গুণ

* শিবের সেই সময়ের মূর্ত্তি শিবপুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

"সূর্যকোটিপ্রতীকাশং সুনেত্রৈর্ভূষণৈর্যুতম্।
মুকুটেন বিরাজং বিচিত্রবসনান্তং শুভম্।
বাহনস্য তথা শোভা বর্ণিতুং নৈব শক্যতে॥
সুপ্রসন্নং সুহাসঞ্চ সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্যুতম্।"

আছে তা তার বাহ্যিক রূপ বা ব্যবহার দেখে অনেক সময়ই বুঝা যায় না।

প্রচ্ছন্ন বেশধারী সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক ক্রিয়া

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

স্বামীজী। দেখ্, আমাকেও অনেক সময় বড় বড় মহাত্মা (সিদ্ধপুরুষ) এসে ঠকিয়ে যান্। অনেক সময় তাঁহারা ছদ্মবেশে বিচরণ করে থাকেন।* তাঁদের চিন্‌বার উপায় থাকে না। পাঞ্জাবে লুধিয়ানা সহরের পার্শ্বস্থিত একটী জঙ্গলের মধ্যে একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি একদিন কুলির মত কাপড় পরিধান ক'রে জঙ্গল থেকে এক বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে সহরের দিকে যাত্রা করলেন। সহরে পঁহুছিলে লোকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—"কি হে কাঠ বেচবে নাকি?" মহাত্মা হুঁ হুঁ করতে করতে সহরের ভিতরে চ'লে গিয়ে সকল স্থান ঘুরে ঘুরে দেখে এক স্থানে ঐ বোঝাটি ফেলে দিয়ে পুনরায় জঙ্গলে ফিরে গেলেন। এর দুই এক দিন পরেই লুধিয়ানা সহরের নিকটবর্ত্তী জলন্ধর নগর হ'তে বিসূচিকা দেবী (Cholera) স্ত্রীরূপ ধারণ ক'রে একটী এক্কা গাড়ীতে বসে লুধিয়ানা নগরের দিকে যাচ্ছিলেন।

*"গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বানজ্ঞাতচরিতং চরেৎ।
সংদিগ্ধঃ সর্ব্বভূতানাং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ।
অন্ধবজ্জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ"

উক্ত মহাত্মা সেই সময় পথিমধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি গাড়ীটা দেখে যোগবলে বিসূচিকা দেবীকে (Cholera) চিন্‌তে পারলেন, এবং বিসূচিকা দেবী যে লুধিয়ানা সহর ধ্বংস করতে যাচ্ছেন তাও মনে মনে বুঝতে পারলেন। তা'রপর সহরটী বিসূচিকা দেবীর কবল হ'তে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা ক'রে তাঁকে সম্বোধন করে বল্‌লেন—"জলন্ধর নগর খেয়ে এসেছ তাতে তোমার উদর পূর্ণ হয় নাই কি? এখন আবার লুধিয়ানা সহরের দিকে যাচ্ছ? খবরদার ওদিকে যেও না।" তখন বিসূচিকা দেবী বল্‌লেন—"মহারাজ! আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।" মহাত্মা বল্‌লেন—"ক্ষুধা পেয়েছে, আচ্ছা এই এক্কা গাড়ীর ঘোড়াটীকে খেয়ে যাও।" এইরূপ কথাবার্ত্তা শেষ হলে বিসূচিকা দেবী অন্তর্হিতা হলেন ও দেখতে দেখতে ঘোড়াটিও হঠাৎ ছট্‌ফট্ ক'রে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তারপর মহাত্মা শকটচালককে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিরে, এই যে স্ত্রীলোকটী তোর গাড়ীতে এসেছিল, এটি কে?" শকটচালক বল্‌লে—"মহারাজ! আমি ত' উঁহাকে জলন্ধর নগরের শেঠানী (ব্যবসায়ী ধনীর স্ত্রী) বলে জান্‌তাম; ইনি আমাকে এই প্রকার পরিচয়ই দিয়াছিলেন।" তখন মহাত্মা তা'র সম্মুখে কতকগুলি টাকা রেখে শকট-চালককে বল্‌লেন—"তোর ঘোড়ার যা দাম হয় এই টাকা থেকে তুলে নে, বেশী নিস্ না; আর এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিস্‌নে।" —এই ব'লে মহাত্মা সেখান হ'তে অন্তর্হিত হ'লেন, শকট চালকও টাকা নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

শিষ্য। আপনি কি ঐ মহাত্মাকে দেখেছেন ?

স্বামীজী। হাঁ, আমি লুধিয়ানা সহরে গিয়েছিলাম, তিনি জান্‌তে পেরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুই তিন দিন কাঠের ও ঘাষের বোঝা মাথায় ক'রে সহরে এসেছিলেন। আমি তখন একজন উকিলের বাসায় দোতলায় থাক্‌তাম। তিনি সেই বাড়ীর পাশে এসেছিলেন, কিন্তু উপরে উঠ্‌লেন না; দুই তিন দিন এসে সাক্ষাৎ না করেই চ'লে গেলেন। ত'ারপর আমার হঠাৎ ঐ মহাত্মার কথা স্মরণ হ'ল; তখন আমি উক্ত জঙ্গলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লাম। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি আমার কাছে পূর্ব্বোক্ত বিসূচিকার গল্প বল্‌লেন; আমি তা শুনে বল্‌লাম—"এ কাজ ভাল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ একের রক্ষা ক'রতে গিয়ে অপরের প্রাণহানি করা হ'ল। ভগবান্ তাঁর রাজ্যে যে ব্যবস্থা করেছেন তার উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বলে আমার মনে হয়" মহাত্মা বল্‌লেন—"তা দেখুন বিসূচিকার আগমন দেখে লুধিয়ানা সহরবাসীদের উপর তখন আমার একটু মোহ এসে পড়্‌ল—ঐ সহরের পাশে থাকি সে জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক। যাক্, সে জন্য আমার দোষ গ্রহণ করবেন না।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উভয়ের মিলনে আমরা খুব আনন্দ অনুভব কর্‌লাম, অবশেষে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আমি সহরে ফিরে এলাম।"

তৎপরে শ্রীশচন্দ্র মহাভারত পড়্‌তে লাগল, রাত্রি ৯টা বাজিলে মহাভারত পাঠ শেষ হইল।

[দৃঢ়নিশ্চয়, অভ্যাস, বীর্য্য ও ধৈর্য্য যোগের সাধন]

স্বামীজী। এখন নিদ্রা যা, একটু ঘুমের পর উঠে ব'সে পড়িস্। এখন তোর পেটে ভার রয়েছে এবং দিবসের গণ্ডগোলে তোর মনও শান্ত নাই। একটু ঘুমের পর পেটের ভার ক'মে যাবে এবং দিবসের সমস্ত ক্লান্তি দূর হবে, তখন সাধনে মন বেশী লাগ্‌বে; কিন্তু তখনও মনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। যখন আলস্য ও তন্দ্রা এসে পরাভূত করতে চেষ্টা করে, তখন বীরের ন্যায় মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দৃঢ়নিশ্চয় হ'য়ে আসনে ব'সে থাক্‌তে হয়। *

শিষ্য। ঘুমিয়ে আর কি লাভ? (হতাশভাবে) জ্ঞান ভক্তি ত' কিছুই হ'ল না। দিন গুলি বৃথাই যাচ্ছে।

স্বামীজী। (সস্নেহে) না'রে বেটা! রাত্রে যদি আদৌ নিদ্রা না যাও তবে আমার ন্যায় দশা হ'তে পারে। আমিও তোর মত বয়সে রাত্রে আদৌ নিদ্রা যেতাম না, তা'র ফলে আজ কালও সুনিদ্রা হচ্ছে না।

শিষ্য। আমি আপনার মতই হ'তে চাই।

স্বামীজী। (সস্নেহে) আচ্ছা, ভগবান্ কর্‌লে একদিন হ'তেও বা পার।

---

* "তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা॥" গীতা; ৬; ২৩।

শিষ্য মুক্তি লাভ করা বড়ই কঠিন।

স্বামীজী। না'রে, অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে মুক্তিলাভের উপায়ও সহজ হ'য়ে পড়ে। যেমন প্রথমতঃ বালক স্কুলে যেতে চায় না, পিতা মাতা পীড়ন ক'রে তাকে পাঠায়, কিন্তু তারপর সমপাঠিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'লে আপনা হ'তেই আনন্দের সহিত চলে যায়,—মার ভাত রাধ্‌তে দেরী হ'লে বলে—"মা সময় হয়েছে, এখন আমি চল্‌লাম, স্কুল হ'তে ফিরে এসে ভাত খাব",—খাওয়ার চেয়ে স্কুলের উপর বেশী টান হ'য়ে যায়। সেইরূপ সাধনে প্রথম প্রথম মন লাগে না, সাধন ক'রতে কষ্ট বোধ হয়, মনে হয় মুক্তি লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধন কর্‌তে কর্‌তে সাধনে মন একবার লেগে গেলে মনে হয় মুক্তিলাভ করা খুব সহজ। কিন্তু ধৈর্য্য চাই, ধৈর্য্য ব্যতীত সাধনে উন্নতি লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব।

[বিশুদ্ধ জ্ঞান আত্মরূপই সুতরাং সাধ্য নহে]

আর দেখ্, তুই ত' স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তোর আবার কিসের অভাব? তুই যে কেবল বলিস্—"জ্ঞান হ'ল না, জ্ঞান হ'ল না"—জ্ঞানস্বরূপ অজর অমর আত্মা, সেই আত্মা যে তুই। অগ্নি যদি বলে—"হুঁ হুঁ আমার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে, আমাকে ঠাণ্ডা হ'তে বাঁচাও", জল যদি বলে,—"হুঁ হুঁ আমার বড় পিপাসা লেগেছে, আমার পিপাসা দূর ক'রে দাও", সূর্য্য যদি বলে,—"আমি বড় অন্ধকারে আছি আমাকে একটু আলোক দাও" তা হ'লে অগ্নির ঠাণ্ডা

নিবারণ করা, জলের পিপাসার শান্তি করা এবং সূর্য্যের অন্ধকার দূর করা যে প্রকার কথার কথা, জ্ঞানস্বরূপ, শিবস্বরূপ, তোর অজ্ঞান দূর করাও তেমনই।*

এইরূপ জ্ঞানোপদেশ শুনে শিষ্য একটু চিন্তাপরায়ণ হইল। স্বামীজী তাহাকে জ্ঞানোপদেশের অনধিকারী মনে ক'রেই হোক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক্ পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

(মায়া ও ভক্তি)

স্বামীজী। দেখ স্ত্রী পুরুষকে এবং পুরুষ স্ত্রীকে ভুলাইতে সক্ষম। কিন্তু স্ত্রী স্ত্রীকে এবং পুরুষ পুরুষকে ভুলাইতে পারে না তদ্রূপ মায়া (স্ত্রী) জীবকে (পুরুষকে) ভুলাইয়া এই সংসার সাগরে নিমগ্ন ক'রেছে; কিন্তু জীব যদি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে,—ভক্তিসিন্ধুতে ডুব দেয়—তা হ'লে মায়া আর জীবকে ভুলাতে পারে না; কারণ ভক্তিও স্ত্রী আর মায়াও স্ত্রী, জীব যখন ভক্তিসিন্ধুতে ডুব দেয় তখন তার মনও ভক্তিময় হ'য়ে যায় এবং তার ফলে সে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত হ'তে মুক্ত হ'য়ে যায় এবং আনন্দসাগরে ভাসতে থাকে।

---

*"জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্—গীতা; ৭, ১৮। "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" বৃহ; ২, ৪, ২৪।—'তদ্বিদিতাদথ অবিদিতাদধি"—কেন; ১, ৪।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ভক্তিকে আশ্রয় ক'রে থাকে।*

শ্রীশচন্দ্র অন্য ঘরে শয়ন করিত। প্রতিদিন মহাভারত পাঠান্তেই চ'লে যেত, কিন্তু আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর কথা শুনিতেছে। স্বামীজী তা জানতে পেরে শ্রীশকে বলিলেন—"কিরে, এখনও দেখি যাস্ নাই? এখন যেয়ে নিদ্রা যা।"

শ্রীশ। যাই, আপনার উপদেশ শুনে নি।

স্বামীজী। এ ত গল্প হচ্ছে। আমার এবং ওর (শিষ্যের) মধ্যে এ প্রকার গল্প ত' অনেকক্ষণ পর্য্যন্তই চ'লে থাকে। এ শুনে আর কি হবে? এখন গিয়ে নিদ্রা যা, নচেৎ শেষ রাত্রে উঠ্‌তে পারবি না।—(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া)—এখন যাহা গল্প হচ্ছে, ইহাই একদিন তোদের (অর্থাৎ তাঁহার শিষ্যদিগের) কাছে অমৃত ব'লে মনে হবে।

স্বামীজীর এই কথায় শিষ্য বুঝিল যে এখনও তা'দের তীব্র মুমুক্ষা হয় নাই, তাই স্বামীজীর উপদেশাবলী সাধারণ গল্পের ন্যায় মনে হ'চ্ছে; কিন্তু যখন তাহাদের পর-বৈরাগ্য উদয় হবে এবং জ্ঞান লাভের জন্য মহতী ত্বরা ও প্রকৃত ব্যাকুলতা হবে তখন সেই সকল উপদেশাবলীই অমৃততুল্য বোধ হবে; কারণ তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হ'লেই সাধনে রুচি জন্মে, এবং সাধনে রুচি হ'লে সাধক সাধন পথে অগ্রসর

* "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" গীতা; ৭, ১৫।

হ'য়ে ক্রমশঃ গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে যথার্থ মর্ম্ম ও উপকারীতা হৃদঙ্গয়ম ক'রতে সক্ষম হন, ও কালে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ ক'রে কৃতার্থ হতে পারেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ গীতা; ৬, ৩৬

[বাসনাত্যাগ, সৎসঙ্গ, প্রাণায়াম, ব্যায়াম, যুক্তিকৌশল প্রভৃতি চিত্তজয়ের উপায়]*

হরিদ্বার আশ্রম, ৬ই পৌষ, ১৩৩০ সাল, রাত্রি ৮৷৷০টা।

শিষ্য স্বামীজীর ঘরে বসে আছে, শিষ্যের মন আজ একটু চঞ্চল হ'য়েছিল এবং অতিকষ্টে সে সেই চঞ্চলতা দূর

* ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাং।
অঙ্কুশেন বিনা মত্তং যথা দুষ্টমাতঙ্গজম্।
অধ্যাত্মবিদ্যাবিগমঃ সাধু-সঙ্গম এব চ॥
বাসনাসম্পরিত্যাগঃ প্রাণসম্পন্দনিরোধনম্।
এতস্তা যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥
যোগবাশিষ্ঠ, উপ প্র, ৯২ সর্গ, ৩৪-৩৬।
"উদ্ধরেদাত্মমাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥" গীতা; ৬,৫॥

ক'রেছিল! সেই বিষয় উত্থাপন ক'রে শিষ্য স্বামীজীকে বলিল;—"বাবা! আজ আমার মন চঞ্চল হ'য়েছিল, অতি কষ্টে দমন ক'রেছি।"

স্বামীজী। (আনন্দের সহিত) বেশ ক'রছে বেটা। **মনের কথা কখনও শুন্‌বি না।** মনের কথা শুন্‌লেই দুঃখ অনিবার্য্য।* আমার মনও একদিন চঞ্চল হ'য়েছিল, কিন্তু মনের কথা শুন্‌লে নরকে ডুবতে হয় সেই জন্য মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হ'লাম, অমনি কিছুক্ষণ পরেই মন আপনিই শান্ত হ'য়ে গেল; তখন আমি গুরুকৃপা অনুভব করতে লাগলাম এবং তারপর এক বৎসরের মধ্যে মনের ভিতর কোন বাসনা উঠে নাই।

শিষ্য। বাবা! মন জয় করা বড়ই কষ্টকর।

স্বামীজী। হাঁ পুত্র। এ কথা ধ্রুব সত্য। তবে একেবারে অসম্ভব নয়। কোমর বেঁধে লাগতে হয়। আচ্ছা এখানে তোর কিসের কষ্ট হ'চ্ছে যে মন চঞ্চল হ'ল?

শিষ্য। কোনও জিনিসের অভাব নাই,—কাম রিপুর তাড়না একটু অনুভব ক'রেছিলেম।

স্বামীজী। এখনও তোর মধ্যে ও ভাব আসে?—এর কারণ কিরে? এখানে (আশ্রমে) ত' ও সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা হয় না; সর্ব্বদা সৎ প্রসঙ্গেই দিন কাটাচ্ছ।

শিষ্য। হাঁ, বাবা তা ঠিক বটে, কিন্তু বহু জন্মের সংস্কার কি আর সহজে যায়? পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হেতুই হ'য়েছে মনে হয়।

স্বামীজী। তাই হবে। আচ্ছা কি প্রকারে উহা হ'তে রক্ষা পেলি?

শিষ্য। প্রথমতঃ বিচার দ্বারা কামের হাত হ'তে রক্ষা পেতে চেষ্টা ক'রেছিলেম, কিন্তু যখন দেখলাম বিচারের দ্বারা রক্ষা পেতে আমি অসমর্থন হ'চ্ছি, তখন ভগবানের নামও সকাতরে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম, তাতেই কামের উপদ্রব দূরীভূত হ'ল।

স্বামীজী। কোন সময় তোর এরূপ হ'য়েছিল?

শিষ্য। আমি যখন আপনার শয্যা বিছাতে ছিলাম তা'র একটু পূর্ব্বেই হয়েছিল এবং তখন পর্য্যন্তও ছিল। আমি তখন হাতে শয্যা ঠিক করিতেছিলাম এবং মুখে প্রার্থনা করিতেছিলাম।

স্বামীজী। এই প্রকারেই মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মনের বেগ এই প্রকারে সহ্য করতে থাক্‌লে সময়ে মন আপনিই শান্ত হ'য়ে যাবে, আর যদি মনের কথামত চল, তবে কখনই শান্তি পাবে না, কারণ একটী বাসনা পূর্ণ হ'লে অপর একটী বাসনার উদয় হবে। এই প্রকারে বাসনার হাত থেকে কোনও ক্রমেই নিষ্কৃতি হবে না।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামের কখনও শান্তি হয় না। অগ্নি ঘৃতাহুতি পেলে যে প্রকারে দ্বিগুণ তেজে জ্ব'লে উঠে, উপভোগ দ্বারা কামও সেই প্রকার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত

হয়। সেইরূপ আবার অগ্নিতে কোন প্রকার আহুতি না দিলে যেমন অগ্নি আপনিই নিবে যায়, মনের বশবর্ত্তী না হ'লে তেমনি মনও আপনিই শান্ত হয়ে যায়।

শিষ্য। কামরিপু প্রবল বেগে আক্রমণ করলে তার হাত হ'তে রক্ষা পাবার প্রকৃষ্ট উপায় কি?

[কামদমনের উপায়—প্রাণায়াম, ব্যায়াম ও যুক্তকৌশল]

স্বামীজী। যখন কামরিপুর দৌরাত্ম্য অনুভব হবে, তখন প্রাণায়াম ক'রতে আরম্ভ করিস্ * বীর্য্য চঞ্চল হ'য়ে নিম্নাভিমুখী হ'য়ে বহির্গত হ'তে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রাণায়াম করলে উহা (বীর্য্য) পুনরায় ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতাও দূরীভূত হয়। প্রাণায়াম করতে অসুবিধা হ'লে ব্যায়াম ক'রতেও পার। ব্যায়াম করলেও মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। মোটের উপর যখন কামের উপদ্রব অনুভব করবি, তখন যে অবস্থাতেই থাক না কেন সেই অবস্থাতেই ব্যায়াম বা প্রাণায়াম করতে আরম্ভ করবি, তাহা হ'লেই মন শান্ত হবে। প্রত্যেক দিন ব্যায়াম ক'রে শরীর থেকে ঘাম বাহির ক'রবি এতে শরীর অনেকটা নীরোগ হবে এবং মনের চঞ্চলতাও অনেকটা ক'মে যাবে। স্ত্রীলোকের বুক ও চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি দিস্ না, শুধু পায়ের দিকে দৃষ্টি দিবি; এবং স্ত্রীলোকের চরণ দুর্গার চরণ ব'লে মনে করবি। মনে থাকে

* প্রাণান্ প্রপীড্যেহ স যুক্তচেষ্টঃ' ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োঃ ক্ষসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্মনো ধারয়েতা প্রমত্তঃ॥
শ্বেতাশ্বতর ; ২, ৯।

যেন যে, যে বীর্য্য পরিত্যক্ত হবার সময়ও সুখ দিয়ে যায় তাহা যদি ধারণ করা যায় তা' হ'লে যে কি সুখ পাওয়া যায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। দিল্লীতে আমাকে একদিন একটী সুন্দরী স্ত্রী গোপনে বল্‌লে "আমি আপনাকে খুব ভালবাসি, আমার ঘরে আসুন।" আমি বল্‌লাম—"তুমি ত' আমাকে ভালবাস না, তুমি আমার শুক্রকে ভালবাস, আমিও আমার শুক্রকে ভালবাসি, সুতরাং তুমি ও আমি দুজনে যখন এক জিনিসই ভালবাসি, তখন আমরা ত' পরস্পর প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন কি করে সম্ভব হ'তে পারে? আমার এই কথা শুনে স্ত্রীলোকটী লজ্জিত হ'ল এবং সেখান হ'তে প্রস্থান করিল।

ইতিমধ্যে শ্রীশচন্দ্র মহাভারত নিয়ে ঘরে প্রবেশ করিল এবং স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া মহাভারত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। মহাভারত পাঠান্তে রাত্রি ৯টার সময় শ্রীশচন্দ্র চ'লে গেল, শিষ্যও দ্বার বন্ধ করিল। স্বামীজী নিদ্রিত হ'লেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা। গীতা; ১৩, ৮।

হরিদ্বার আশ্রম, ১৬ই পৌষ, ১৩৩০ সাল, অপরাহ্ণ ৫টা।

স্বামীজী আসনে উপবিষ্ট। শিষ্য অদূরে নিমবৃক্ষতলায় উপবেশন করিয়াছিল। স্বামীজী দোক্তা (তামাকের পাতা) মুখে দিবার জন্য দোক্তার থলিয়া খুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। থলিয়ার গ্রন্থি খুলিতে না পারিয়া "শিবোঽহম্" "শিবোঽহম্" বলিতে লাগিলেন। তখন শিষ্য স্বামীজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বামীজী তাহাকে তাহার নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শিষ্য উঠিয়া স্বামীজীর নিকট গিয়া উপবেশন করিল।

স্বামীজী। "এই দেখ আমি এটা খুল্‌তে পারছি না; তুই খুলে দেতো"—এই বলিয়া থলিয়াটী শিষ্যের হাতে দিলেন। শিষ্য খুলিয়া দিল।

স্বামীজী। দেখ বৃদ্ধ হয়েছি, এটী খুলিবার শক্তিটুকুও শরীরে নাই।

শিষ্য। হাঁ, বৃদ্ধ হ'লে ও প্রকার হ'য়েই থাকে।

স্বামীজী। কেন হয় বল্‌ত? যৌবনকালেও পঞ্চভূতের দেহ ছিল এখনও তাহাই আছে, সে সময়ও ডাল ভাত রুটি

প্রভৃতি খাইতাম এখনও তাহাই খাচ্ছি, তবুও শরীরের বলের হ্রাস হ'চ্ছে কেন?

শিষ্য। দেহের ধর্ম্মই এই প্রকার।

স্বামীজী। দেহের ধর্ম্ম বল্‌লেই চল্‌বে না, কেন হয় বল্‌ দেখি, কারণ কি?

শিষ্য। বৃদ্ধকালে শরীরে রক্ত কম হয়।

স্বামীজী। রক্তের উৎপত্তি কোথা হ'তে হয়?

শিষ্য। অন্ন হ'তে।

স্বামীজী। অতিশয় পরিণত বয়স হ'লে অন্ন হ'তে রক্তের উৎপত্তি না হ'য়ে জলের উৎপত্তি হয়—ইহা প্রকৃতির ধর্ম্ম, এবং এই কারণেই বার্দ্ধক্যে শরীরে বলের ক্রমশঃ হ্রাস হয়। পরস্পর কথাবার্ত্তা কর্‌তে হ'লে এই রকম বিষয়ের আলোচনা কর্‌বি তা' হলে মনে আনন্দ পাবি এবং কথোপকথন করাও হবে। বাজে গল্প করায় কোনই লাভ নাই। গল্প কর্‌তে হয় ত' পারমার্থিক গল্প করাই উচিত। কাক এবং কোকিল দেখতে প্রায় এক প্রকার। কিন্তু কাক বসে দুর্গন্ধময় মৃতদেহের উপর, আর কোকিল বসে সুমিষ্ট ফলের উপর; সেইরূপ সজ্জনেরা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করেন, আর অসৎ ব্যক্তি ঐহিক বিষয় ল'য়ে নানা প্রকার জল্পনা ক'রে থাকে। **খুব বৈরাগ্য রাখ্‌বি—আর যেন দেহ ধারণ কর্‌তে না হয়।** দেবশরীর পেয়েই বা কি লাভ? সে শরীরেরও ত নাশ হবে। যখন দেহ ত্যাগ কর্‌তে হবেই তখন এই মনুষ্য জন্ম এমনভাবে

অতিবাহিত করা উচিত যাহাতে দেহান্তে পুনরায় কি দেব কি গন্ধর্ব্ব কি মনুষ্য কোন প্রকার দেহই ধারণ কর্‌তে না হয়—অর্থাৎ বিদেহ মুক্তি লাভ হয়। দেখ্‌ লোকের দোষ কখনও গ্রহণ কর্‌বি না। সকল প্রাণীর গুণ দর্শনের চেষ্টা কর্‌বি। গরু কোন কোন গাছ খায় তা' দেখবার কি প্রয়োজন? আমাদের দুধ পেলেই হ'ল।

এখান হ'তে অন্যত্র যাস্‌ না; গিয়েই বা কি লাভ? যেখানে যাও না কেন সেখানেই থাক্‌বার জন্য ঘর, উদরের জন্য রুটী ও পরিধান করার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন হবে। কেমন নয় কি?

শিষ্য। হাঁ, বাবা।

স্বামীজী। তা দেখ এখানে সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে, কিছুরই অভাব নাই। সৎসঙ্গও হ'চ্ছে গঙ্গার তীরে বাসও হচ্ছে। অতএব এমন সুন্দর স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গিয়ে কি লাভ?

শিষ্য। কোন লাভ নাই, তথাপি মন মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যত্র যেতে বাধ্য হই!

স্বামীজী। মনের কথা মতই যদি চল তবে আর সাধন কি প্রকারে হবে? মনকে পরাজয় করবার জন্য কঠোর যুদ্ধ করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক।

এইবার আরতির সময় উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ কঠ, ৩, ৪।

[লয় রস কষায় প্রভৃতি সমাধিবিঘ্ন]

হরিদ্বার আশ্রম, ২৮ পৌষ, ১৩৩০ সাল ৭টা।

আরতি মহিম্ন-স্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য ও অপর দুই জন ব্রহ্মচারী স্বামীজীর কাছে বসিয়া আছে।

শিষ্য। বাবা রাত্রে আসন ক'রে সাধনে বসা অবস্থায়ও অনেক সময় নিদ্রা আসে। নিদ্রাশেষে জেগে দেখি আমি বসা অবস্থায় আছি; হাতের মালা হাতে র'য়েছে। এ প্রকার হয় কেন?

স্বামীজী। একে 'লয়' বলে—এ একটি সমাধিবিঘ্ন, এইরূপ আরও দুইটি সমাধিবিঘ্ন আছে তা'দের নাম 'রস' ও কষায়।

সোমানন্দ ব্রহ্মচারী। লয়, রস ও কষায় কা'কে বলে?

স্বামীজী। নিদ্রা যাবার প্রবল ইচ্ছা বশতঃ সাধনে মন না বসার জন্য যে তন্দ্রা আসে তা'কে 'লয়' বলে। স্বরূপ অবস্থায় স্থিত না হ'য়ে ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা যে আনন্দের (দ্বৈতানন্দের) আস্বাদ হয় তা'কে 'রসাস্বাদ'

বলে। বিষয়বাসনার জন্য মন সাধনায় না ব'সে যে নিদ্রিত নয় অথচ উন্মীলিত ও স্থগিত অবস্থায় থাকে তা'কে কষায় যুক্ত অবস্থা বলে।* আর আত্মার বা ভগবানের ধ্যান ক'রতে ক'রতে যে তন্দ্রা আসে তা'কে 'তুরীয়' অবস্থা বলে, সে অবস্থা যা'দের হয় তা'রা ত' ভাগ্যবান্ পুরুষ।†

শিষ্য। এই প্রকার তন্দ্রার হাত হ'তে রক্ষা পাবার উপায় কি?

স্বামীজী নিদ্রা হ'তে উত্থিত হ'য়ে একটু ব্যায়াম ক'রে সাধনে ব'স্‌লে ঐ প্রকার মোহজনিত তন্দ্রার হাত হ'তে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্যায়াম ক'রে বস্‌লে শরীরের আলস্য দূর হয়, সুতরাং তখন আর তন্দ্রা আস্‌তে

* সমাধৌ ক্রিয়মাণে তু বিঘ্না আয়ান্তি বৈ বলাৎ।
অনুসন্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্॥
লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা। অপরোক্ষানুভূতিঃ।
লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥
নাস্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ। মাণ্ডুক্য কারিক; ৩।৪৪-৪৫॥

† দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্যে ন বিদ্যতে॥
স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ (বিশ্বতেজসৌ) প্রাজ্ঞস্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ।
অন্যথা গৃহ্যতঃ স্বপ্নো নিদ্রাতত্ত্বমজানতঃ
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে॥ ঐ, ১।১৩-১৫।

পারে না। আমারও সাধন অবস্থায় ঐ প্রকার তন্দ্রা এসে বিঘ্ন উৎপাদন ক'রতো; তোরা যে প্রকার আমাকে এখন এর প্রতিবিধানের উপায় জিজ্ঞাসা ক'রলি, আমিও তদ্রূপ স্বামীজীর কাছে (স্বামীজীর গুরুদেবের কাছে) জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তিনিই আমাকে নিদ্রার পরে একটু ব্যায়াম ক'রে সাধনে বস্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেন।

[হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডের মাহাত্ম্য]

শিষ্য। বাবা! হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য কেন? এ'র নাম ব্রহ্মকুণ্ড বা হ'ল কেন?

স্বামীজী। ইহার প্রকৃত নাম ব্রহ্মকমণ্ডলু, ব্রহ্মকুণ্ড নয়। ব্রহ্মকমণ্ডলুকেই লোকে অপভ্রংশ ক'রে ব্রহ্মকুণ্ড ব'লে থাকে। গঙ্গাদেবী হিমালয় হ'তে আস্‌ছিলেন, রাজা ভগীরথ গঙ্গার আগে আগে গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। হৃষীকেশ বীরভদ্র নামক স্থানে জহ্নুমুনি তপস্যা ক'রছিলেন, গঙ্গাদেবী সেখানে এলে মুনি গঙ্গাপান করে ফেললেন। তখন ভগীরথ পিছনে চেয়ে দেখেন গঙ্গা নাই;—হায়! এত কঠোর তপস্যা ক'রে গঙ্গাকে আন্‌লাম, তিনি এখন কোথায় গেলেন—এই ভেবে তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হ'লেন; তখন সেখানে জহ্নুমুনিকে দেখ্‌তে পেয়ে তিনি মনে ক'র্‌লেন—নিশ্চয়ই এই ঋষি গঙ্গা পান করেছেন, এই ভেবে তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট ক'রে গঙ্গা প্রত্যার্পণ করবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। ভগীরথের

শ্রদ্ধাবিনম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হ'য়ে জহ্নুমুনি তাঁকে নিজের জানু হ'তে বাহির ক'রলেন; তখন গঙ্গাদেবী তাঁর কন্যাত্ব স্বীকার ক'রলেন। এজন্য গঙ্গার অপর একটি নাম হ'ল জাহ্নবী অর্থাৎ জহ্নুর কন্যা। গঙ্গাদেবী সেখান হ'তে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের ওখানে এসে নিজমূর্ত্তি ধারণ ক'রে ব'সে প'ড়লেন। পাহাড়ের উপর দিয়ে এতদূর আস্‌তে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতরা হ'য়েছিলেন, সুতরাং আর চ'লতে না পেরে ওখানেই ব'সে পড়'লেন। ঐ সময় ব্রহ্মা সন্নিকটস্থ পাহাড়ে তপস্যা ক'র্‌ছিলেন, তিনি গঙ্গাকে তাদৃশী কাতরা দেখে দুধ ও ফল এনে তাঁকে প্রদান ক'রলেন। গঙ্গাদেবী ব্রহ্মার প্রদত্ত দুধ ও ফল খেয়ে ক্ষুৎপিপাসার শান্তি ক'র্‌লেন এবং চ'লতে সক্ষম হ'লেন। তা'র পর গঙ্গাদেবী ব্রহ্মার প্রতি সন্তুষ্টা হ'য়ে তাঁকে বর দিতে চাহিলে ব্রহ্মা ব'ললেন "আমার বরের কোনও প্রয়োজন নাই, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হ'য়েছেন এতেই আমার মঙ্গল হবে।" তখন গঙ্গা ব'ললেন—"তোমাকে বর নিতেই হবে।" ব্রহ্মা ব'ললেন—"আপনার যে বর অভিপ্রেত হয় সেই বরই দিন।" গঙ্গাদেবী ব্রহ্মাকে বল্‌লেন—তুমি তোমার কমণ্ডলু হ'তে দুধ পান করিয়ে আমার শ্রান্তি দূর ক'রেছ, সুতরাং এস্থানের নাম আজ হ'তে ব্রহ্মকমণ্ডলু হবে, এবং এখানে যে কেহ স্নান কর'বে তা'রই মুক্তিলাভ হবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"ন কর্ম্মনামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।" গীতা; ৩, ৪,।
[অধিকারীভেদানুসারে কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানের উপযোগিতা]

হরিদ্বার আশ্রম, ২রা মাঘ ১৩৩০ সাল, রাত্রি ৮টা।

আরতি মহিম্নাদি স্তোত্রাবলী পাঠান্তে শিষ্য ও দুইজন ব্রহ্মচারী স্বামীজীর নিকট ব'সে আছেন।

স্বামীজী। তোরা এখন সন্ধ্যা তর্পণাদি কিছুই করিসনে!.....ব্রাহ্মণ, কিন্তু সেও এ সব কর্ম্ম একেবারে ছেড়ে দিয়েছে!

শিষ্য। কর্ম্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক তাই বোধ হয় তিনি তর্পণাদি কর্ম্ম ক'রতে ইচ্ছুক ন'ন।

স্বামীজী। (ব্যঙ্গচ্ছলে) হাঁ এ ঠিক ব'লেছ, আজকাল সকলেই ব্রহ্ম হ'য়ে গিয়েছে, তাই কর্ম্ম ছেড়ে দিয়েছে। সকলেই বলে—"আমি ব্রহ্ম" "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" সুতরাং সন্ধ্যাদি কার্য্যের কি প্রয়োজন? মুখে বলে "আমি ব্রহ্ম" এদিকে ভিতরে বিষয় বাসনা ভরা রয়েছে, দেহাত্মবুদ্ধি ছুটেই না। যদি কেহ একটু কঠোর বাক্য বলে, তৎক্ষণাৎ ক্রোধকম্পিত-কলেবরে তাহাকে প্রহার ক'রতে উদ্যত হয়, বলে—"বেটা! তুই জানিস্ না আমি কে, দাঁড়া তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ইত্যাদি।" তখন সকল জ্ঞান চুলায় যায়, সাড়ে তিন হাত দেহটাই আমি এই ভেবে অন্যের সঙ্গে কলহ করতে প্রস্তুত

হয়। কর্ম্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড এ সবই যদি মিথ্যা হ'ত, এদের যদি কোন প্রয়োজন না থাক্‌ত, তবে যে মুনিঋষিগণ এই সব লিখে গিয়েছেন তাঁ'রা কি পাগল ছিলেন না অজ্ঞ ছিলেন? এদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লেই বেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে এ সকল লেখা হ'য়েছে। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হ'লে তারপর জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হয় এর পূর্ব্বে নয়। মাতা তিন ছেলের মধ্যে কাহাকেও সাগু খেতে দিচ্ছেন কাহাকেও খিঁচুড়ী এবং কাহাকেও বা মিঠাই মিষ্টান্ন; মাতার ইচ্ছা সকলেই মিঠাই মিষ্টান্ন খায়, কিন্তু প্রথমটীর পীড়া হ'য়েছে, মিষ্টান্ন, খিঁচুড়ী দিলে তার অপকার হবে এইজন্য তাকে সাগু দেওয়া হচ্ছে.—উদ্দেশ্য রোগের উপশম হ'লে তাকেও প্রথমতঃ খিঁচুড়ী তা'রপর সকল প্রকার দুর্ব্বলতা সেরে গেলে মিঠাই মিষ্টান্ন দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টী রোগ হ'তে আরোগ্য লাভ ক'রেছে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা এখনও পর্য্যন্ত আছে, তাই তাকে মিঠাই মিষ্টান্ন দিলে পুনরায় পীড়া হ'তে পারে এই ভয়ে খিঁচুড়ী দেওয়া হ'চ্ছে—উদ্দেশ্য শরীর ভাল হ'লে মিঠাই মিষ্টান্ন দেওয়া হবে। তৃতীয়টীর শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ তাই তাকে মিঠাই মিষ্টান্ন দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকার, জ্ঞানই সকলের লক্ষ্য কিন্তু অধিকারী ভেদে কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হ'লে তখনই জ্ঞানের অধিকারী হয়; যেমন রোগী সাগু ও খিচুরী খেয়ে শরীর নীরোগ হ'লে তখনই মিঠাই মিষ্টান্ন খাবার অধিকারী হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

"যথা সুনিপুনঃ সম্যক্ পরদোষেক্ষণে রতঃ।
তথা চেন্নিপুনঃ স্বেষু কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥"
যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্; ৩-২৫।

[দোষ দৃষ্টি]

হরিদ্বার আশ্রম, ২৪শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল, সময় ৬টা।

স্বামীজী আসনে ব'সে আছেন। দুইজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক স্বামীজীর কাছে এসে ব'সেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত। শিষ্য স্বামীজীর কাছে ব'সে আছে, পণ্ডিত স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন;—

পণ্ডিত। স্বামীজী, হৃষীকেশে গিয়েছিলাম, সেখানে অন্নসত্র দেখ্‌লাম অনেক সাধু সত্র হ'তে অন্ন নিয়ে যাচ্ছে। আমার কিন্তু এত সাধু দেখে মনে হ'ল তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভণ্ড। হৃষীকেশে যাবার পূর্ব্বে ভেবেছিলেম যে সেখানে বড় বড় মহাত্মার দর্শন পাব, যাঁরা দিনরাত নির্জ্জন কুটীরে ব'সে তপস্যা করছেন; সাধুদের কুটিরে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম কিন্তু বিশেষ শান্তি পেলাম না। তাঁদের চোখ মুখ সে প্রকার উজ্জ্বলই নয়।

স্বামীজী। তা দেখ, এ বুড়োর চক্ষু ত নাই বল্‌লেই হয়, একস্ চক্ষু ত' নষ্ট হয়েছে, উজ্জ্বলতা আর কোত্থকে আবে?

পণ্ডিত। না মহারাজ! আপনি একজন বড় মহাত্মা, আপনার ন্যায় মহাত্মা খুব কমই মিলে। কিন্তু হৃষীকেশ নিবাসী সাধুদের অনেককেই ভণ্ড ব'লে মনে হ'ল।

স্বামীজী। দেখ পণ্ডিতজী, লোকের দোষের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে গুণ গ্রহণের চেষ্টা ক'রো, তা'তে শান্তি মিলবে। সাধুরা ভণ্ড চোর বেশ্যাসক্ত ইত্যাদি অসৎ কল্পনাকে মনে স্থান না দিয়ে যারা সত্র খুলেছেন তাদের দানের কথা একবার ভেবে দেখ না। কি অযাচিত দান! কতলোক রোজ এই সকল সত্র থেকে অন্ন পাচ্ছে! তুমিও ঐ প্রকার দানশীল হ'তে চেষ্টা কর, তাতে অনেক উপকার হবে। আর তুমি অন্যের দোষ দেখছ, কিন্তু নিজের দোষের দিকে একবারও ত' দৃষ্টিপাত ক'রছ না। আচ্ছা, তুমি কোন জাতি?

পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ।

[ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য—পিতৃমাতৃভক্তি]

("যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।" গীতা, ১৮, ৫।)

স্বামীজী। (একটু গম্ভীরভাবে ও তেজের সহিত) বেশ, এখন তোমাকে আমি জব্দ করব, নারাজ হবে না ত'?

পণ্ডিত। না মহারাজ।

স্বামীজী। আচ্ছা, তুমি ত' ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন কর কি?

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রাহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥"
(গীতা; ১৮, ৪২।)

অর্থাৎ শম দম তপঃ শৌচ ক্ষমা সরলতা জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টী ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম, তোমরা উক্ত ধর্ম্ম সকল পালন কর কি?

পণ্ডিত। (একটু অভিমান সহকারে) অন্যের কথা বল্‌তে পারি না, কিন্তু আমি ঐ সকল ধর্ম্ম পালন ক'রে থাকি।

স্বামীজী। (একটু ক্রোধের ভাব দেখাইয়া) দূর বেটা! মিথ্যা কথা বল্‌ছ; ঐ সকল গুণ যার আছে তার চেহরা অন্য রকম হ'য়ে যায়, (সস্নেহে) না বেটা! এ রকম অভিমান ত্যাগ কর। অন্যের দোষ দেখো না।

শ্রেয়োলাভের উপায় কি শুন ঃ—

প্রাণাঘাতান্নিবৃত্তিঃ পরধনহরণে সংযমঃ সত্যবাক্যং।
কালে শক্ত্যা প্রদানম্ যুবতিজনকথামূকভাবঃ পরেষাম্॥
তৃষ্ণাস্রোতোবিভঙ্গো গুরুষুচ বিনয়ঃ সর্ব্বভূতানুকম্পা।
সামান্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষ্বনুপতবিধিঃ শ্রেয়সামেষঃ পন্থাঃ॥

[অর্থাৎ জীবহিংসা হ'তে নিবৃত্ত থাকা, পরধনহরণ না করা, সত্যবাক্য বলা, বিহিতকালে যথাশক্তি দান করা, যুবতী স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন প্রকার আলাপ না করা, তৃষ্ণাপ্রবাহ প্রশমিত করা, গুরুজনের নিকট বিনয়ী হওয়া সকল প্রাণীর প্রতি দয়া রাখা এবং সকল শাস্ত্রেই প্রবৃত্তি রাখা ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ না কর,—ইহাই মনুষ্যের কল্যাণলাভের পথ।]

তোমার পিতা তোমার জন্য তিন টাকা ব্যয় করেছেন।

এক টাকা সত্ত্বগুণের জন্য এক টাকা রজোগুণের জন্য ও তমোগুণের জন্য এক টাকা। তমো ও রজোগুণের জন্য যে টাকা ব্যয়িত হ'য়েছে তার ফল তিনি তোমার নিকট পেয়েছেন, কিন্তু সত্ত্বগুণের জন্য যে টাকা ব্যয় ক'রেছেন তার জন্য তুমি কি ক'রেছ?

পণ্ডিত। আপনার কথার অর্থ আমি হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারলাম না।

স্বামীজী। তোমাকে প্রথমতঃ যখন স্কুলে যেতে হ'য়েছিল তখন তুমি ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিয়েছিলে। সুতরাং লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে তোমার জন্য যে অর্থব্যয় হয়েছে তা' কি তমোগুণের জন্য হ'ল না?*

পণ্ডিত। হাঁ, মহারাজ।

স্বামীজী। আচ্ছা, আর যখন পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনে সকলে তোমাকে মুকুট প্রভৃতি নানাপ্রকার সাজসজ্জায় বিভূষিত ক'রে উচ্চাসনে ব'সিয়ে মহাসমারোহে

* বর্ত্তমান সময়ে স্কুল পাঠশালায় সাধারণতঃ যে লেখাপড়া শিখান হয় তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থোপর্জ্জন ও ভবিষ্যতে বিষয়সুখলাভ, সেই হেতু ঈদৃশ লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় তমোগুণ অর্জ্জনের জন্য বলা যাইতে পারে। বিবেক বুদ্ধি উন্মেষের পূর্ব্বে অধিকারিতা সম্বন্ধে বিচার না করিয়া শরীর পীড়ন করিয়া ভয় বা মোহপ্রযুক্ত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও তামস কর্ম্ম বলিয়াই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে; যথা—

"মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥" গীতা; ১৭, ১৯।

"অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥" ঐ; ১৮, ২৫।

ব্যাণ্ড বাজিয়ে ল'য়ে গিয়েছিলেন এবং বহু নরনারী অন্যান্য ব্যক্তিকে উপেক্ষা ক'রে কেবল মাত্র তোমাকে দেখ্‌বার জন্য লালায়িত হ'য়েছিল, সেই বিবাহের সময় যে টাকা খরচ হ'য়েছে সে কি রজোগুণের জন্য নয়?*

পণ্ডিত। হাঁ, মহারাজ।

স্বামীজী। আচ্ছা, উপবীত ধারণ কর্‌বার সময় তোমাকে কৌপীন দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ক'রে কি সন্ন্যাসী সাজতে হয় নি?

পণ্ডিত। হাঁ, মহারাজ।

স্বামীজী। তদুদ্দেশ্যে যে টাকা ব্যয়িত হ'য়েছে সেটা কি সত্ত্বগুণের জন্য ব্যয়িত হয় নি?†

পণ্ডিত। হাঁ, মহারাজ।

স্বামীজী। এখন দেখ পুত্র—তুমি এখন অর্থ উপার্জ্জন ক'রে তা'দের দিচ্ছ সুতরাং তমোগুণের জন্য ব্যয়িত অর্থের ফল তোমার পিতা মাতা ভোগ ক'রছেন; রজোগুণের জন্য ব্যয়িত অর্থের ফলে এখন তাঁদের মাথায় নাতি ছাতি ধ'রেছে; তারা

* বিবাহাদি কর্ম্মের রাজসিকতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।" গীতা ১৭, ১৮।

যৎ তু কামেপ্সু না কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ঐ; ১৮, ২৪।

গার্ভৈহোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড় মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গর্ভিকৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥ মনু; ২, ২৭।

† এষ প্রোক্তা দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্য * * *॥ ঐ; ২, ৬॥

তোমার ছেলে মেয়েকে কোলে নিয়ে আনন্দ অনুভব ক'রছেন। কিন্তু সত্ত্বগুণের জন্য যে টাকা ব্যয়িত হ'য়েছে তা'র জন্য তুমি কি ক'রলে ?

পণ্ডিত। তার জন্য আবার কি কর্‌ব ?

স্বামীজী। (একটু উত্তেজনার ভাব দেখাইয়া) তার জন্য আবার কি ক'রব ? ব্রাহ্মণ শরীর পেয়েছ, এই কথা বল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে না ? যে ব্রাহ্মণ একদিন গায়ত্রী মন্ত্রের বলে ইন্দ্রাদি দেবতাদের পর্য্যন্ত ভীতি উৎপাদন ক'র্‌ত, ইন্দ্রাদি দেবতারা হাতজোড় ক'রে যে ব্রাহ্মণের একদিন স্তব স্তুতি ক'র্‌ত, সেই ব্রাহ্মণ শরীর লাভ ক'রে আজ বল্‌ছ—"কি ক'র্‌ব ?"—পিতা মাতা কৌপীন পরিধান করিয়ে হাতে দণ্ড কমণ্ডলু দিয়ে তোমাকে দশ বার দিন রেখেছিলেন, কিন্তু তুমি চাকুরী ক'রে তাঁদের ভরণ পোষণ ক'রবে এই স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণাতে পুনরায় তোমাকে ও সকল ত্যাগ করিয়েছেন সত্য, কিন্তু তোমার এখন বয়স হ'য়েছে, অনেকটা স্বাধীন হ'য়েছ, এখন তোমার উচিত প্রত্যহ অন্ততঃ একবার সেই প্রকার দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ক'রে কৌপীন প'রে অগ্নিতে হোম করা।*

পণ্ডিত। (নম্রভাবে) হাঁ মহারাজ ! এ ঠিক কথা। আজ আমি আপনার নিকট কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ পেয়ে ধন্য হ'লেম। অন্যান্য সাধুদের কাছে যেয়ে অনেক প্রশ্ন ক'রেছি, কিন্তু সকলেই কর্ম্মকাণ্ডকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে। সকলেই

* বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহেহগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্॥ মনু ; ৩, ৮৪ ॥

আমাকে ব্রহ্ম বানিয়ে দেয়। বলে 'তুমিই ব্রহ্ম, ও সকল কর্ম্মকাণ্ড আবার কিসের জন্য ?'

স্বামীজী। (দুঃখের সহিত) হর, হর, হর। দেখ, মাকে বাবাকে ও বড় ভাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রো। নাক মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে নমস্কার ক'রো ; দেখ মা তোমার জন্য কত কষ্ট ক'রেছেন, না খেয়ে তোমায় খাইয়েছেন, শিশুকালে বিষ্ঠা মূত্র যখন মেখে থাক্‌তে তখন তিনি সকল প্রকার ঘৃণা পরিত্যাগ ক'রে সেই সকল পরিষ্কার ক'রে তোমাকে সুস্থ রাখ্‌তে সর্ব্বদাই যত্নশীলা থাক্‌তেন। সেই মাকে আজ বড় হ'য়ে অবহেলা করা কি উচিত ? তাঁর প্রতি কি প্রগাঢ় ভক্তি করা উচিত নয় ? তিনি খেয়ে উঠ্‌লে তুমি স্বয়ং তাঁর থালা ধুয়ে দিও। তোমাকে এই রকম কর্‌তে দেখে তোমার স্ত্রীও তোমার মা'কে ভক্তির চক্ষে দেখ্‌বে এবং তাঁর সেবা শুশ্রূষা কর্‌তে শিখ্‌বে। তোমার ছেলেরাও তোমাকে তোমার মা বাবা এবং বড় ভাইয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'র্‌তে দেখে তোমার ও তোমার স্ত্রীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'র্‌বে। এই প্রকার ভক্তি ও ভালবাসার সূত্রে পরস্পর মধুর ভাবে বদ্ধ হ'লে সাংসারিক জীবনেই শান্তি মিল্‌বে। কেমন মাতার সেবা ক'র্‌বে ত ? *

* মহাভারতে (বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্ব ২১৩ অধ্যায়) কথিত আছে কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ যথার্থ ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইবার অভিপ্রায়ে মিথিলানগরে ধর্ম্মব্যাধের নিকট জিজ্ঞাসা করায় ধর্ম্মব্যাধ তাঁহাকে নিম্নলিখিত বাক্য বলিয়াছিলেন :—

পণ্ডিত। (সন্তোষের সহিত) হাঁ, স্বামীজী! নিশ্চয়ই ক'র্‌ব।

[পরুষ বচন জীবহিংসার ন্যায় বর্জ্জনীয়]

স্বামীজী। আচ্ছা, লোকে সাধুকে কত জিনিস দান ক'রে থাকে তুমি আমাকে কিছু দান কর না?

পণ্ডিতজী মনে মনে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত' আবার ইনি কি চেয়ে বসেন।

স্বামীজী। (পণ্ডিতকে চিন্তা করতে দেখিয়া) কই কিছু দিবে না?

পণ্ডিত। আপনি কি চান?

স্বামীজী। যে জিনিসটি তোমার এবং জগতের অপ্রিয়, সেই জিনিসটিই আমাকে দান কর।

পণ্ডিতজী ভাবিতেছেন—'তাইত' এ ত' বড় অদ্ভুত যাচ্ঞা,

পিতামাতা চ ভগবন্নেতৌ মদ্দৈবতং পরম্।
যদ্দৈবতেভ্যঃ কর্ত্তব্যং তদেতাভ্যাং করোম্যহম্। ১৮
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ যথা দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরোগমাঃ।
সংপূজ্যাঃ সর্ব্বলোকস্য তথা বৃদ্ধাবিমৌ মম। ১৯

* * * *

পঞ্চৈব গুরবো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য বুভূষতঃ।
পিতামাতাগ্নিরাত্মা চ গুরুশ্চ দ্বিজসত্তম॥ ২৭
এতেষু যস্তু বর্ত্তেত সম্যগেব দ্বিজোত্তম
ভবেয়ুরণ্ময়স্তস্য পরিচীর্ণাস্তু নিত্যশঃ।
গার্হস্থ্যে বর্ত্তমানস্য এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ২৮

যে জিনিসটি জগতের অপ্রিয় সেই জিনিসটি ইহাকে দিতে হবে, কিন্তু সে জিনিসটি কি?

স্বামীজী পণ্ডিতকে চিন্তাকুল ও নিরুত্তর দেখে বলিলেন —কি, দিতে পার্‌বে না?

পণ্ডিত। (থতমত হইয়া) মহারাজ! সে জিনিসটি কি? আমার কাছে থাক্‌লে আমি নিয়শ্চই দিব, কারণ যে জিনিসটি জগতের অপ্রিয় তা' রেখে কি হবে?

স্বামীজী। তবে দাও, সে জিনিসটি "কটুভাষণ"। দেখ কসাই ছুরি দিয়ে বিদ্ধ ক'রে জীবকে কত কষ্ট দেয়, আর আমরা আমাদের কটুভাষণের দ্বারা মানুষকে কত কষ্ট দিই! তবে আমরা কসাইয়ের চেয়ে উচ্চ কি ক'রে হ'লেম? এখন হ'তে তুমি আর কখনও কর্কশ বাণী ব্যবহার কর্‌তে পারবে না, কারণ তা'ত' আমাকে দান ক'রে ফেলেছ, তা'র উপর তোমার দাবী নাই।

পণ্ডিত। আচ্ছা স্বামীজী আমি অদ্যাবধি কাহাকেও কর্কশ বাণী বল্‌ব না।*

স্বামীজী। দেখ পণ্ডিতজী! ব্যবহারিক জগতে কর্কশবাণী একেবারে ছাড়া যায় না, কারণ স্ত্রী পুত্র কন্যা চাকর প্রভৃতিকে শাসন কর্‌তেই হবে সে জন্য একটু ক্রোধ দেখাতেই হবে। কিন্তু তা ব'লে তা'দের প্রতি 'গাধা', 'বলদ', 'বদমায়েস', 'হারামজাদা', ইত্যাদি নিন্দনীয় বাক্য প্রয়োগ না ক'রে পুত্র কি

* অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ গীতা ১৭, ১৫।

চাকরকে "এ শিবজীর বাচ্চা তুই কেন এ কুকর্ম্ম কর্‌লি"—"এই বাপ্‌কা বেটা বা মামাকা ভাগিনেয়, কথা শুনিস্ না, শীঘ্র বাজার থেকে এক সের তৈল নিয়ে আয়"—এইরূপ ব'লে, এবং স্ত্রী কন্যা ও দাসী প্রভৃতিকে 'আজ যে বড় দ্রৌপদী হ'য়ে ব'সে আছ, লজ্জা করে না'—"লক্ষ্মী হ'য়েছ নাকি যে আমার কথায় আদৌ ভ্রূক্ষেপ ক'চ্ছ না।"—"এই বিমলে তুই সীতা হয়েছিস্ নাকি যে নিঃসঙ্কোচে সকল স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্"—এইরূপ ব'লে ভর্ৎসনা ক'রো, তা হ'লে ক্রোধের ও শান্তি হবে, অথচ গালাগালি দেওয়া হবে না। আর যদি তুমি তোমার ছেলেকে "গাধা" বল তখন তোমার ছেলে যদি বলে—"বাবা ঘোড়ার ছেলে ত' কখনও গাধা হ'তে পারে না, গাধার ছেলেই গাধা হ'য়ে থাকে", তা হ'লে তুমি কি বল্‌বে? তখন তোমাকে কি জব্দ হ'তে হবে না? সুতরাং বৎস ঐ রকম কটূভাষণ একেবারে ছেড়ে দেও।

পণ্ডিতজী এই কথা শুনে খুব আনন্দিত হ'লেন। তখন সন্ধ্যা হ'ল, আশ্রমে আরতি আরম্ভ হ'ল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। কঠ; ৩, ৩।

হরিদ্বার আশ্রম, ২৯শে চৈত্র, বেলা ৩টা।

[শরীর দ্বারা কাজ আদায় করা চাই,—শরীরে মায়া করিলে সাধন হয় না]

হরিদ্বার ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে আজ ৪টার সময় এক সভা হবে। স্বামীজী সবান্ধবে উক্ত সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন। কাশীর প্রসিদ্ধ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (বাঙ্গালী) আজ বক্তৃতা দিবেন। স্বামীজী বেলা ৩টার সময় উক্ত আশ্রমের দিকে রওনা হ'লেন; সঙ্গে শিষ্য ও একজন পাঞ্জবী সাধু এবং স্বামী ঈশ্বরানন্দ গিরি। আশ্রম হ'তে লালতারার বালির চরে পহুঁছিলে স্বামী ঈশ্বরানন্দজী স্বামীজীকে বলিলেন,—"আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, এই দুপুর বেলা যষ্টি বিনা চল্‌তে কষ্ট হ'তে পারে, এই যষ্টিখানা নিন্" এই বলিয়া স্বামীজীর হাতে লাঠিটা দিতে গেলে স্বামীজী বলিলেন,—"নারে বেটা, লাঠির কোন দরকার নাই। যতদিন এ শরীরে সামর্থ্য থাকে ততদিন এর দ্বারা কাজ নেওয়াই ভাল। যখন খেতে চায় খুব খাবার দাও, আবার যখন কাজে লাগাবে তখন এর কোন কথাই শুন্‌বেনা, এর দ্বারা খুব কাজ আদায় কর্‌বে। এ শরীর ত জড়, এর জন্য আবার এত মায়া কেন?

[দেহাধ্যাস নিবারণের উপায়—অধ্যবসায় সহকারে শরীরাদি হইতে চিত্তের উপসংহার করা]

শিষ্য। বাবা, সে জ্ঞান ত' হয় না। এ শরীর আমি নই একদিন এর ধ্বংস হ'বেই এ প্রকার জ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন। দেহধ্যাস কিছুতেই যেতে চায় না।

স্বামীজী। (একটু তেজের সহিত) কেন হবে না। উঠে পড়ে লেগে যা'ত দেখি কেমন ক'রে না হয়। রাত্রে এক ঘুমের পর উঠে বসে শরীরকে খুব ক'রে রগড়া দেখি।*

শিষ্য। তা পারি না বাবা। আলস্য এসে শরীরকে অবসন্ন ক'রে ফেলে, তখন শুতে ইচ্ছা করে, শুলেই তন্দ্রা আসে, ব্যাস্ তখন সাধন ভজন বিবেক বৈরাগ্য সব ভেসে যায়।

স্বামীজী। (স্নেহের সহিত) নারে বেটা! এক ঘুমের পর শরীরের সহিত কোন সম্পর্ক রাখ্‌বি না† চাই শরীর থাক্ আর যাক্। আমার উদ্দেশ্য এ শরীরের দ্বারা কাজ নেওয়া;—কাজ আদায় কর্ত্তে হবে—এর মতলব মত কেন চল্‌ব?—গাড়ীতে জোড়ার পূর্ব্বে গাড়োয়ান্ বেশ ক'রে ঘোড়াকে খাওয়ায়, গায়ে হাত বুলায়, আরও কত প্রেমের ভাব দেখায়, কিন্তু গাড়ীতে জোড়া হ'য়ে গেল তখন আর সে প্রেম থাকে না, তখন ঘোড়া চল্‌তে না চাহিলে বেশ ক'রে চাবুক মারে, ও পরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে তবে পুনরায়

* "তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেন"—কঠ; ৩য়, ১৭।

†"আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"। গীতা, ৬, ২৫।

তা'কে খাবার দেয় ও তা'র প্রতি প্রেম দেখায়। তদ্রূপ এ শরীরটাকেও বেশ ক'রে খাবার দিবি, এবং নানাবিধ আরামে রাখবি, কিন্তু যখন কোন কাজে বা সাধনে লাগাবি তখন এর কোন কথাই শুন্‌বি না চাই এ থাক্ কিম্বা যাক্। আমার উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাধনে উন্নতি করা—মোক্ষ লাভ করা, সাধনের সময় যদি এ আলস্য করে সাধনে ব্যাঘাত দেয়, তবে একে জোর করে সাধনে লাগাতে হবে, এর কথা কিছুতেই শুন্‌তে নাই; যেমন ঘোড়া গাড়ী টান্‌তে না চাইলে তাকে চাবুক মেরে গাড়ী টানাতে হয়।

[অর্জ্জুনের মোক্ষধর্ম্মে অধিকারিতা]

শিষ্য। বাবা! অর্জুন কি উত্তমাধিকারী ছিলেন? আমাদের……গিরিজী বলেন যে অর্জুন রজঃ ও তমোগুণাক্রান্ত ছিলেন, তিনি অধম অধিকারী ছিলেন।

স্বামীজী। না'রে অর্জুন সত্ত্বগুণী ছিলেন। সত্ত্বগুণে দয়া আসে তাই যুদ্ধে অগ্রসর হ'য়ে যখন দেখ্‌লেন সম্মুখে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, পিতৃব্য ভূরিশ্রবা, মাতুল শল্য, শকুনি প্রভৃতি আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান তখন কৃপাপরবশ হ'য়ে বল্‌লেন ঃ—

"ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

* * * * *

'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন
গুরুনহত্বাহি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষামপীহ-
লোকে" ইত্যাদি।

সত্ত্বগুণের উদয় না হ'লে কি রাজ্য ত্যাগ ক'রে ভিক্ষুক হ'তে চায়?

শিষ্য। তা হ'লে অর্জ্জুন উত্তমাধিকারী ছিলেন?

স্বামীজী। হাঁ, বেটা, সে বিষয়ে আবার সংশয় কেন?

শিষ্য। উত্তম অধিকারী হ'লে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কর্ম্ম (যুদ্ধ) ক'রতে ব'ল্লেন কেন?

স্বামীজী। নর ও নারায়ণ নামে মহর্ষিদ্বয় অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। সেই অর্জ্জুনের মত অধিকারী ক'জন মিলে? তবে যে তাঁহাকে যুদ্ধ কর্‌তে নিযুক্ত করা হ'য়েছিল সে কেবল লোকসংগ্রহের জন্য।

"লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।"
"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"
(গীতা; ৩, ২০, ২১)

এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ ক'র্‌তে ব'লেছিলেন।

[অর্জ্জুনের গীতা বিস্মরণ তদীয় অজ্ঞানিতার পরিচয় নহে]

শিষ্য। অর্জ্জুন যদি উত্তমাধিকারীই হ'বেন তবে যুদ্ধের পূর্ব্বে গীতারূপ অমৃতোপদেশ শ্রবণ ক'রেও যুদ্ধের পর তাহা বিস্মৃত হ'লেন কেন? যুদ্ধান্তে পুনরায় কৃষ্ণকে গীতার কথা

বল্‌তে অনুরোধ করায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে "আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা নাই, আমার কথা তুমি একাগ্র মনে শুন নাই। তখন আমি যোগযুক্ত ছিলাম এখন আর আমার সে কথা মনে নাই,—এই প্রকার একটু তিরস্কার ক'রে তাঁহাকে 'অনুগীতা' উপদেশ করলেন কেন?

স্বামীজী। সে জন্য অর্জ্জুনকে অধম অধিকারী বলা যেতে পারে না। অর্জ্জুন গীতারূপ উপদেশ শুনে যুদ্ধ ক'রেছিলেন এবং যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় উহা বিস্মৃত হ'য়েছিলেন ব'লেই কি তিনি অজ্ঞানী হ'লেন? মনে কর এক ধনী সঙ্গে এক পয়সাও না নিয়ে কোথাও গিয়েছে, পথিমধ্যে এক ভিক্ষুক তা'র কাছে একটি পয়সা যাচ্ঞা কর্‌ল কিন্তু তাহাকে সে পয়সা দিতে পার্‌লে না, তাই ব'লে কি কাঙ্গাল হ'য়ে গেল?

শিষ্য। না।

স্বামীজী আচ্ছা একজন বড় পণ্ডিতকে হঠাৎ একটি শ্লোক জিজ্ঞাসা করা হ'লে যদি তিনি বল্‌তে না পারেন, তবে কি তাকে মূর্খ বলা যাবে?

শিষ্য। না, সাময়িক বিস্মৃতি সকলেরই আস্‌তে পারে।

স্বামীজী। এই প্রকার জ্ঞানীরও কর্ম্মে ব্যাপৃত থাক্‌তে থাক্‌তে একটু বিস্মৃতি আস্‌তে পারে সে জন্য তাঁকে অজ্ঞানী বলা যায় না।*

* "ভোগকালে কদাচিৎ তু মর্ত্তোঽহমিতি ভাসতে॥
নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।
জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতি খলু॥" পঞ্চদশী; ৭, ২৪৫। ২৪৬।

শিষ্য। তা হ'লে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে—"তোমার আমার বাক্যে শ্রদ্ধা নাই, তুমি অনধিকারী" ইত্যাদি ব'লে তিরস্কার করেছিলেন কেন?

স্বামীজী। গুরু চান শিষ্যকে আপনার মত তৈয়ারী ক'র্‌তে। সেই জন্য শিষ্যের সামান্য একটু দোষ দেখ্‌লেও শিষ্যের কাছে সেটাকে একটা প্রকাণ্ড দোষ ব'লে গণনা ক'রে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ অর্জুনের ভগবদ্‌-বাক্যে শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, কারণ যাহার শ্রদ্ধা নাই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন কেন? তবে অর্জুনকে বিশেষভাবে সতর্ক কর্‌বার জন্যই উক্ত প্রকার তিরস্কার ক'রেছিলেন, যেন পুনরায় কর্ম্মের মধ্যে প'ড়ে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি না আসে। যেমন এখন তোরা আমার সেবা ক'রছিস্, কিন্তু সেবার একটু ত্রুটি হ'লে,—"আমার প্রতি তোদের শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, তোদের দ্বারা আমার সেবা হবে না, আমি নিজেই সব ক'রে নেব, তোরা জামাই হ'য়ে ব'সে থাক্"—ইত্যাদি ব'লে তোদের কত তিরস্কার ক'রে থাকি, কিন্তু বাস্তবিক কি তোদের শ্রদ্ধা নাই? তা নয়; শ্রদ্ধা আছে—তবে ঐরূপ তিরস্কার করবার উদ্দেশ্য তোরা আরও বেশী শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে সতর্কতার সহিত কর্ম্ম কর্‌বি।

এই প্রকার স্বামীজীর সহিত কথোপকথন ক'র্‌তে ক'রতে শিষ্য প্রভৃতি স্বামীজীর সহিত ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উপস্থিত হ'লেন। একটী বটবৃক্ষের তলে স্বামীজী ও শিষ্য প্রভৃতি কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম ক'রে সভায় যোগদান কর্‌লেন।

তাহার একটু পূর্ব্বেই সভা আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম বক্তা ছিলেন একজন হিন্দুস্থানী, তাঁহার বক্তৃতা শেষ হ'লে পূজ্যপাদ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শুনে স্বামীজী খুব আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন এবং সভা হ'তে প্রত্যাগমনের সময় উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য দশটী টাকা দিয়ে আসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

[তত্ত্ববিচার প্রসঙ্গে]

সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে॥
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥
শ্বেতাশ্বতর; ১, ৬।

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" গীতা; ৫। ১৫।

[সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ অনির্ব্বচনীয়।]

হরিদ্বার আশ্রম, ৩১শে চৈত্র, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮টা।

আরতি ও মহিম্নাদি স্তব পাঠান্তে স্বামীজী ও শিষ্যবৃন্দ ব'সে আছেন। অবনীনাথ কুণ্ডু নামে এক ব্যক্তি স্বামীজীর দর্শনার্থ এসেছেন! ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হ'য়ে রেলওয়েতে চাকুরী করিতেছেন। অবনীবাবু স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন,—

অবনীবাবু। স্বামীজী! জগতে কেহ সাধু, কেহ বা অসাধু এ প্রকার বিপরীত প্রকৃতির লোক কেন হ'ল? ভগবান সকলকে সমান ভাবে সৃষ্টি না ক'রে কাহাকেও সদিচ্ছা এবং কাহাকেও অসদিচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করলেন কেন?

স্বামীজী। এখানে মহাদেব গিরি আছে কি?

মহাদেবানন্দ গিরি। হাঁ মহারাজ।

স্বামীজী। তুই এর প্রশ্নের উত্তর দে।

তখন স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিজী অবনীবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

মহাদেবানন্দ গিরি। জীব স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করছে; যে যে প্রকার কর্ম্ম ক'রে এসেছে সে সেই প্রকার ফলভোগ করছে।

অবনীবাবু। তাহ'লে সৃষ্টির প্রথমে লোকের মধ্যে এ প্রকার বিভিন্ন ভাব এল কি ক'রে? জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ত' কেহ কোন কর্ম্ম করে নাই। তবে সৃষ্টিমাত্রই এ প্রকার বিভিন্ন ইচ্ছার উৎপত্তির কারণ কি? কেহ সুপথে যাচ্ছে, কেহ বা কুপথে যাচ্ছে।

মহাদেবানন্দ গিরি। এর উত্তর নাই! বীজ পূর্ব্বে হয়েছে না বৃক্ষ পূর্ব্বে হ'য়েছে এ যেমন কেহ ব'লতে পারে না, সেইরূপ সৃষ্টির সর্ব্ব প্রথমে লোকের মধ্যে এ প্রকার বিভিন্ন ভাব কেন আসল তাহাও কেহ বলতে পারে না।

এই জন্যই মায়াকে অনাদি বলে। এ বিষয়ে তর্ক করার নাম কুতর্ক।

স্বামীজী। (মহাদেবানন্দজীকে লক্ষ্য করে) এই মহাদেবগিরি! তুই চুপ্ কর, একে অত উচ্চ কথা বলার প্রয়োজন কি? (অবনীকে লক্ষ্য ক'রে) আচ্ছা, তোমার নাম কি?

[আমি শরীর নই—তবে আমি কে?]

অবনীবাবু। অবনীনাথ কুণ্ডু।

স্বামীজী। তুমি অবনীকে দেখেছ?

অবনীবাবু। বাঃ, আমিই অবনী! অবনীকে দেখেছ এর মানে কি?

স্বামীজী। তুমি ত অবনী, এখন বলত' অবনী কোনটী? হাত, পা, না মাথা? হাতে Injection করলে কি বল যে অবনীকে Injection ক'রেছে?

অবনীবাবু। না, তখন বলি যে আমার হাতে Injection ক'রেছে?

স্বামীজী। তা হ'লে হাত অবনী নয়?

অবনী। না।

স্বামীজী। আচ্ছা, পা মাথা প্রভৃতি কোথাও কোন প্রকার Operation করলে কি অবনীকে Operation ক'রেছে বলা হয়, না পা মাথা প্রভৃতিকে Operation ক'রেছে বলা হয়?

অবনী। হাঁ, তখনও বলি আমার পায়ে মাথায় Operation করা হয়েছে।

স্বামীজী। Injection তা হ'লে অবনীকে করে নাই, অবনীর হাত পা প্রভৃতি অঙ্গে ক'রেছে, নয় কি?

অবনী। হাঁ,

স্বামীজী। বাঃ, বাচ্চাজী! এখন তবে বলত' অবনী কে?

অবনী। হাত পা প্রভৃতির সমষ্টি এই শরীরই অবনী নামে খ্যাত।

স্বামীজী। হাত পা প্রভৃতি সমষ্টির নাম 'অবনী' কি ক'রে হ'ল? ওর নাম ত 'শরীর'। আচ্ছা এখন 'অবনী' নাম নিয়ে কেহ গালি দিলে তোমার ক্রোধের সঞ্চার হয় কি না?

অবনী। হাঁ, তাত' হবেই।

স্বামীজী। আচ্ছা, অবনী নাম কি পূর্ব্বেও ছিল?

অবনী। না, তা কি ক'রে থাক্‌বে? পূর্ব্ব জন্মে কি ছিলেম—মানুষ, না পক্ষী—তারই যখন ঠিক নাই, তখন নাম কি ছিল তা কি ক'রে বল্‌ব?

স্বামীজী। পূর্ব্ব জন্মের কথা তুল্‌ছ কেন? এই জন্মের কথাই বল। তোমার যখন ২০।২২ দিন বয়স ছিল তখন যদি কেহ অবনী নাম নিয়ে গালি দিত, তা হ'লে কি তোমার ক্রোধ হ'ত?

অবনী। না, তখন ত' আমার নাম রাখাই হয় নাই সুতরাং অবনী নাম নিয়ে গালি দিলে আমার ক্রোধ হবে কেন?

স্বামীজী। বেশ, আচ্ছা অবনী নাম কোত্থেকে এল?

অবনী। পিতা মাতা রেখেছেন।

স্বামীজী। পিতা মাতা তোমার নাম অবনী না রেখে অন্য কোন নামও রাখ্‌তে পার্‌তেন?

অবনী। হাঁ, স্বামীজী।

স্বামীজী। তা হ'লে তুমি বাস্তবিক অবনী নও। নাম মিথ্যা কল্পনা নয় কি?*

অবনী। হাঁ তা বৈকি। তবে এখন ত' আমি 'অবনী' হ'য়েছি।

স্বামীজী। আচ্ছা, তোমরা ত' এইরূপ ব'লে থাক—"পূর্ব্ব জন্মে কুকার্য্য ক'রেছি তাই এ জন্মে দুঃখ ভোগ ক'রছি, এ জন্মে সুকার্য্য কর্‌তে পা'র্‌লে পরজন্মে সুখভোগ ক'র্‌তে পা'রব।"

অবনী। হাঁ, মহারাজ এত' সকলেই ব'লে থাকে!

স্বামীজী। তা হ'লে এ জন্মের পরেও তুমি থাক্‌বে?

অবনী। নিশ্চয়ই থাক্‌ব!

স্বামীজী। তবে মাতা বা অন্য কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হ'লে "আমি ত' ম'রে যাব আমি আর বাঁচ্‌বনা" এই প্রকার লোকে বলে কেন? মরে কে?

অবনী। আমি মরি না, দেহ মরে।

স্বামীজী! অবনী নাম কার?

---

* "বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ম্"—ছাঃ ৬। ১। ৪।

অবনী। দেহের।

স্বামীজী। তা হ'লে তুমি অবনী নও?

অবনী। (একটু থতমতভাবে) না স্বামীজী।

স্বামীজী। তবে তুমি কে?

[আমি কি আত্মা ?]

অবনী। আমি আত্মা।

স্বামীজী। আত্মা—অজ, অমর, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম স্বরূপ, তার জন্ম নাই, তবে তোমার জন্ম কি ক'রে হ'ল?*

অবনী। (থতমতভাবে) হাঁ তাইত, আমার জন্ম নাই।

স্বামীজী। এখন পূর্ব্বে যে প্রশ্ন করেছিলে ভগবান্ কাহাকে সৎবুদ্ধি দিয়েছেন কাহাকেও বা অসৎবুদ্ধি দিয়েছেন কেন—তা'র মীমাংসা হ'ল কি?

অবনী। আমার যখন জন্মই নাই এবং আমি যখন ব্রহ্মস্বরূপ তখন আমার মধ্যে সৎ অসৎ ইচ্ছা কোত্থেকে আস্‌বে?

স্বামীজী। (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) বাস্ দেখেছ, ব্রহ্ম হ'য়ে ব'সে আছে। এ অভিমান দূর করবারও ঔষধ আছে। (অবনীকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা তুমি ত' ব্রহ্ম হয়ে বস্‌লে,

* ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে
গীতা; ২, ২০।
অব্যক্তোঽয়ং অচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে। গীতা; ২, ২৪।

আচ্ছা, বলত' তোমার স্ত্রী পুত্রদের উপর এখনও মমতা আছে কি না?

অবনী। তা আছে বৈকি? তা'কি আর সহজে যায়?

স্বামীজী। (ঈষৎ হাস্য ক'রে) বাস্, এই না ব্রহ্ম হ'য়ে গিয়েছিলে, অজ অমর সর্ব্বত্যাগী নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় হ'য়ে গিয়েছিলে—এখন আবার এই দ্বৈতভাব, এ বিকার কোত্থেকে এল?

অবনী। এই জ্ঞান লাভ করবার জন্যই ত আপনার মত মহাপুরুষদের কাছে এসে থাকি; আপনারা যদি একটু কৃপা না করেন তবে আমাদের গতি কি হবে?

স্বামীজী। কৃপা কর্‌তে পারি, আমার কথা শুন্‌বে কি?

অবনী। বলুন।

[আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম উপায়—দান দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি —পঞ্চসূনা।]*

স্বামীজী। আয়ের দশমাংশ দান ক'রবে কি?

অবনী। (একটু চিন্তা করিয়া) তা আমি বল্‌তে পারি না। কোন মাসে ১০০ টাকাও পাই কোন মাসে কমও পাই, কাজেই প্রত্যেক মাসেই যে দিতে পার্‌ব, সে প্রকার প্রতিজ্ঞা করতে পারি না।

স্বামীজী। তোমাকে প্রতিজ্ঞা ক'রতে বল্‌ছি না,

* জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলপ্রেখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥"

রোগী যদি ডাক্তারের কথামত না চলে তবে ঔষধে ফল হয় কি ?

অবনী। না।

স্বামীজী। এই ভবরোগ হ'তে মুক্তি পেতে হ'লে সদ্‌গুরুরূপ ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুসারে চল্‌তে হয়। আমার স্বার্থের জন্য তোমাকে দান করতে বল্‌ছি না। ছেলে যখন রৌদ্রে বাহির হয়, তখন পিতামাতা বলেন,—"ওরে একটা ছাতা নিয়ে যা"—উদ্দেশ্য, ছেলের শরীরে রোদ না লাগে। তাঁদের কি তা'তে ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ আছে, না ছেলের মঙ্গলের জন্যই ছাতা নিতে ব'লে থাকেন ?

অবনী। ছেলের মঙ্গলের জন্যই।

স্বামীজী। (সস্নেহে) তদ্বৎ হে পুত্র, তোমাদের গৃহস্থের পঞ্চসূনা পাপ লেগেই আছে ; যথা—

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদ্‌কুম্ভশ্চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য পঞ্চযজ্ঞাৎ প্রণশ্যতি ॥"

অর্থাৎ, গৃহস্থের উদুখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও ঝাঁটা এই পাঁচটী বস্তুর ব্যবহারে জীবহিংসাজনিত যে পাপ হয় উহাকে পঞ্চসূনা বলে ; 'সূনা' শব্দের অর্থ বধস্থল ; এই হিংসাজনিত পাপের ক্ষয় না হ'লে স্বর্গলাভের সম্ভবনা নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পঞ্চ পাপের নিবৃত্তি হয়।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥"

বেদ অধ্যায়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদির

নাম দেবযজ্ঞ, বৈশ্বদেববলিদান ভূতযজ্ঞ, অন্নাদির দ্বারা অতিথি সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না ক'রে ভোজন করলে পাপ ভোজন ক'রতে হয়।* উক্ত পঞ্চ যজ্ঞ তোমাদের দ্বারা নিত্য অনুষ্ঠিত হ'বার সম্ভাবনা নাই, সেইজন্য যজ্ঞের পরিবর্ত্তে আয়ের দশমাংশ দান দ্বারাই পঞ্চসূনা পাপ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করা উচিত। এখন বলত' তোমাকে কি আমার স্বার্থের জন্য দান করতে বল্‌ছি, না তোমার স্বার্থের জন্য ?

অবনী। (একটু লজ্জিত ভাবে) আমার স্বার্থের জন্যই ব'লেছেন।

স্বামীজী। তবে এখন হ'তে আয়ের দশভাগের একভাগ দান ক'র্‌বে ত' ?

অবনী। আপনার কৃপা হ'লে করতে পারি, কিন্তু দান কা'কে করব ?

(দানের পাত্র কে ?)

স্বামীজী। হাঁ, বাবা ! এ ঠিক প্রশ্ন ক'রেছ।

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥"
(গীতা ; ১৭, ২০)

অর্থাৎ, যে দান কেবল কর্ত্তব্য বোধে দেশ কাল ও পাত্রের

* "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।" গীতা ; ১৩, ৩।

উত্তমতা বিচার-পূর্ব্বক প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না ক'রে করা হয়, তাহাকেই "সাত্ত্বিক দান" বলে। এখন পূণ্য দেশ কাল ও সৎপাত্র অনেক সময়ই ত' মিলে উঠে না;—তারও উপায় আছে। চারি জায়গায় দান করতে পারে; যথা—

প্রথম—তোমাদের জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে হয়ত' কোন বড় লোক গরীব হ'য়ে পড়েছেন, কিন্তু লজ্জায় কা'রও কাছে কিছু যাচ্ঞা করতে পারছেন না। তুমি গোপনে তাঁকে উক্ত দশমাংশ হ'তে সাহায্য কর্‌তে পার। প্রকাশ্যে দান ক'রলে তিনি নিতে নারাজ হ'তে পারেন, সেইজন্য গোপনে করাই উচিত;—

দ্বিতীয়—হয়ত' কোন সতী বিধবা অসহায়া হ'য়ে পড়েছে, অন্ন জুটছে না, তা'কেও উক্ত দশমাংশ অর্থের দ্বারা সাহায্য ক'র্‌তে পার, তা'কে অর্থ দিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে না; তাতে তা'র ক্ষতি হ'তে পারে, সুতরাং সূতাকাটা, জামা কাপড় সেলাই করা প্রভৃতি যথাসম্ভব কাজে তা'কে নিযুক্ত ক'রে রাখবে। ৭টাকা সাহায্য কর্‌লে তা'র দ্বারা ১০ টাকার কাজ আদায় ক'রে নিবে;

তৃতীয়—তোমাদের দেশে (বঙ্গদেশে) জলের কোন অভাব নাই, তবুও যে সকল রাস্তায় ২। ৩ মাইলের মধ্যে কোন স্থানে জল পাওয়া যায় না, সেই প্রকার রাস্তার পাশে কিছু মিষ্টি (মুড়কী, বাতাসা প্রভৃতি) এবং পরিস্কার পানীয় জল রেখে দিবে, এবং একজন লোকের দ্বারা পথশ্রান্ত পথিকেদের ঐ মিষ্টি ও জল দিয়ে তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর ক'রে শান্তি বিধান ক'র্‌বে,

অথবা চতুর্থ—তীর্থস্থানে কত সত্র আছে, রোজ কত সাধু মহাত্মা এবং কাঙ্গালী সেখানে খেতে পাচ্ছে, ঐ সকল সত্রেও দান ক'রতে পার। বৎস, পথ ব'লে দিলাম, এখন ক'রবে কি না তা' তুমি জান।

অবনী। চেষ্টা কর্‌ব।

স্বামীজী। 'চেষ্টা' শব্দটা বড়ই খরাপ। ওকথা বল্‌লে দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। শূরবীর হ'য়ে বল্‌তে হয়—"হাঁ করব" "নিশ্চয়ই করব",—এবং বাক্য পালন করতে কটিবদ্ধ হ'য়ে লেগে থাক্‌তে হয়—তবেই কার্য্য সিদ্ধ হয়!

ভোজনের সময় উপস্থিত হওয়ায় সকলে ভোজনে গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

" দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" গীতা; ২, ১৩।
"ভক্ত্যা মামাভজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" গীতা; ১৮, ৫৫।

হরিদ্বার ৫ই বৈশাখ ১৩৩১ সন, বেলা ১২টা

"মহাপুরুষবাণী" সঙ্কলয়িতা চন্দ্রবাবু স্বামীজীর নিকট যেরূপে দেহধ্যাস সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ

প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখেছেন। স্বামীজী উত্তরে বলিলেন—"চন্দ্রকে লিখে দে যে তুমি যদি দেহই হবে, তা হ'লে তোমার বাল্যকালের ও যৌবনেকালের দেহ এখন কোথায় গেল! বাল্য ও যৌবনের দেহ যেমন রক্ষা করতে পারনি, বর্ত্তমান বার্দ্ধক্যের দেহও সেই প্রকার রাখ্‌তে পার্‌বে না; সুতরাং এর উপর এত মমতা কেন? তোমার পিতার দেহ এখন কোথায়? তাহা যেমন অগ্নিতে ভস্মসাৎ হ'য়ে গিয়েছে তোমার দেহও তেমনি নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

[দেহাভিমান ও দেহানুরাগ হইতে শান্তি মিলে না, অশান্তিরই বৃদ্ধি হয়]

তাহার পর শিষ্যকে লক্ষ্য ক'রে স্বামীজী বল্‌তে লাগলেন :—

দেখ্‌, পাখী আকাশে উড়ে বেড়ায়, পৃথিবীতে তার ছায়া পড়ে, কুকুর, বিড়াল ঐ ছায়াকেই পাখী মনে ক'রে তা'কে ধর্‌বার জন্য তা'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়,—উদ্দেশ্য তা'কে ভক্ষণ ক'রে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে শান্তি লাভ কর্‌বে;—তা শান্তি লাভ করা ত' দূরের কথা ক্ষুন্নিবৃত্তিই হয় না; ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়ে অশান্তির মাত্রা ক্রমশঃ অধিক হ'তে অধিকতর হয়। তদ্রূপ অজ্ঞানী জীবরূপ কুকুর বা বিড়াল আত্মারূপ পক্ষীর দেহরূপ ছায়াকে প্রকৃত আত্মা মনে ক'রে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায় অর্থাৎ দেহকে লালন পালন কর্‌বার জন্যই সমস্ত পুরুষার্থ প্রয়োগ করে, উদ্দেশ্য—শান্তি

লাভ। কিন্তু শান্তি কি মিলে? পক্ষীচ্ছায়ানুসরণকারী কুকুর বিড়ালদের শান্তির পরিবর্ত্তে যে প্রকার অশান্তির মাত্রাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহাধ্যাসী অজ্ঞানী জীবের শান্তি লাভের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং অশান্তিই উৎপন্ন হ'য়ে থাকে।

উক্ত প্রকার কথোপকথনের পর স্বামাজী ভক্তি প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় মুনির সম্বন্ধে বলিলেন—"দেখ, মার্কণ্ডেয় মুনির কি ভক্তি!"

শিষ্য। কি রকম?

স্বামীজী। যখন বাঘ তা'র কাছে এল, তখন সে বাঘকে বল্‌লে—"হে বাঘ! তুমি আমাকে খাও, কিন্তু আমার শিবজীকে খেও না।"

শিষ্য। তাঁর ইতিহাস জানিনা। অনুগ্রহ ক'রে ব'ল্‌বেন কি?

[মার্কণ্ডেয়ে ঐকান্তিক ভক্তি প্রভাবে দেহাধ্যাস লোপ]

স্বামীজী। মার্কণ্ডেয় মুনি ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ ক'রলে তিনি দেখ্‌লেন তাঁর পিতা মাতার শরীর দিন দিন শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, এবং তিনি নিজে দিন দিন স্থূলকায় হচ্ছেন ও দেহের লাবণ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হচ্ছে,—এই দেখে কৌতূহলপরবশ হ'য়ে একদিন তিনি পিতামাতাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পুত্রের কথা শুনে মার্কণ্ডেয় মুনির জনক জননী বল্‌লেন যে শিবের বরে তাঁরা তাঁকে (মার্কণ্ডেয়কে) লাভ করেন, কিন্তু মহাদেব তাঁর আয়ুঃ মাত্র বার বৎসর নির্দ্ধারিত

ক'রে দিয়েছেন ; বার বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর গতপ্রায় সুতরাং আর ছয় বৎসর পরে তাঁরা তাঁর মুখচন্দ্র অবলোকন করতে পারেন না—এই ভাবনায়—তাঁদের শরীর দিন দিন শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, এবং তিনি (মার্কণ্ডেয়) শিবপ্রদত্ত বরের প্রভাবে দিন দিন নব কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় সৌন্দর্য্য বিস্তার ক'রে বর্দ্ধিত হ'চ্ছেন। পিতামাতার বাক্য শুনে মার্কণ্ডেয় বল্লেন,—আপনারা দুঃখ করবেন না। আমি মহাদেবকে সন্তুষ্ট ক'রে আপনাদের দুঃখ দূর কর্‌ব।" এই ব'লে তিনি সেই দিনেই চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করলেন ; চন্দ্রনাথ পৌঁছে নিকটবর্ত্তী জলাশয় হ'তে করপুটে জল নিয়ে শিবের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হ'লে মন্দিরের পাণ্ডারা তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ ক'রতে নিষেধ ক'রল। তখন বালক আর কি কর্‌বে? শিবজীর উপর জল চড়াবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও মনের বাসনা মনে চেপে রেখে দাঁড়িয়ে রইল। হাতের জল মাটিতে পড়ে গেল। বালক পুনরায় জলাশয়ে গিয়ে দু'হাত ভ'রে জল নিয়ে মন্দিরের কাছে এসে পূর্ব্ববৎ শিবের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই প্রকার যতবার অঞ্জলিভরা জল নিঃশেষ হ'তে লাগ্‌ল ততবারই জলাশয় হ'তে জল নিয়ে আসতে লাগ্‌ল। মার্কণ্ডেয়ের এই প্রকার ভক্তি দেখে শিবজী আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না। ভোলানাথ অল্প ভক্তি দেখ্‌লেই ভুলে যান্, বালকের ঐ প্রকার ঐকান্তিকী ভক্তি দেখে ভুল্‌বেন তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? শিবজী তখন পার্ব্বতীকে বল্‌লেন—

"আমি আর এখানে থাক্‌তে পাচ্ছিনা। পাণ্ডারা আমার ভক্তকে আমার কাছে আস্‌তে দিচ্ছে না, সুতরাং আমাকেই ভক্তের কাছে যেতে হবে"। তখন পার্ব্বতী ব'ললেন্"—নাথ, তুমি গেলে আমি একাকী কি ক'রে থাক্‌ব? তুমি যেও না। পাণ্ডারা যা'তে তোমার ভক্তকে মন্দিরে প্রবেশ ক'র্‌তে দেয় আমি তা'র উপায় ক'রে দিচ্ছি"—এই ব'লে পার্ব্বতী তাঁর বাহন বাঘকে বল্‌লেন—"পশুরাজ! তুমি পাণ্ডাদের কাছে যাও। পশুরাজ মায়ের আদেশ পেয়ে পাণ্ডাদের কাছে যেতেই পাণ্ডারা ভয়ে পালিয়ে গেল। তখন মার্কণ্ডেয় বাঘকে দেখে বললেন—"হে বাঘ! তুমি আমাকে খাও, কিন্তু আমার শিবজীকে খেও না'।

স্বামিজী যখন এই কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে একটি অপূর্ব্ব প্রেমের ভাব লক্ষিত হ'ল। তিনি গদগদস্বরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"দেখ, কি ভক্তি মার্কণ্ডেয়ের?—দেহাধ্যাস তখন কোথায় ছিল?—নিজের দেহ যায় তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শিবজীর দেহের যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়!—একেই অহৈতুকী ভক্তি বলে। এ দিকে ঐ সময়ই মার্কণ্ডেয়ের আয়ুঃ নিঃশেষ হওয়াতে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম তাঁকে নিতে এলেন। যমকে দেখে শিবজীর বিচ্ছেদভয়ে প্রেমবিবশচিত্তে মার্কণ্ডেয় শিবজীকে জড়িয়ে ধর্‌লেন। তখন শিবজী তাঁর ভক্তের প্রতি অত্যাচার দেখে ক্রোধে অধীর হ'য়ে ধর্ম্মরাজকে বধ কর্‌বার অভিপ্রায়ে একহাতে ত্রিশূল উত্তোলন কর্‌লেন ; অগত্যা যম মহাদেবের

নিকট স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে মার্কণ্ডেয়কে
পরিত্যাগ ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান ক'রেলেন। তখন শিবজী
মার্কণ্ডেয়কে "চিরঞ্জীব" বর প্রদান কর্'লেন। সেই বর
প্রভাবেই মার্কণ্ডেয় মুনি অজয় ও অমর হ'য়ে অদ্যাপিও
বর্ত্তমান আছেন। ভক্তির বলে অসম্ভবও সম্ভব হ'য়ে থাকে
ইহার পর অন্যান্য কথার পর শিষ্য উঠে নিজের কাজে
চলে গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥" গীতা; ৭, ২৯

(প্রকৃত মিত্রের লক্ষণ)

হরিদ্বার, ২৯শে বৈশাখ ১৩৩০ সাল।

শিষ্য ও অপর দুই জন সাধু স্বামীজীর নিকট বসিয়া আছেন।

স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন :—

স্বামীজী। মিত্রের লক্ষণ যাহাতে আছে সেই শ্লোকটি
বল দেখি!

শিষ্য। "পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায়
গুহ্যানি গূহতি গুণান্ প্রকটীকরোতি।
... ... দদাতি কালে
সন্মিত্রলক্ষণমিদং প্রবদন্তি সন্তঃ॥"

স্বামীজী। একটু বাদ দিয়ে গেলি যে—

"পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায়
গুহ্যানি গূহতি গুণান্ প্রকটীকরোতি।
আপদ্গতঞ্চ ন জহাতি দদাতি কালে
সন্মিত্রলক্ষণমিদং প্রবদন্তি সন্তঃ॥"

অর্থাৎ, যিনি পাপানুষ্ঠান হ'তে নিবারণ করেন, হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করেন, গোপনীয় কথা প্রকাশ করেন না, গুণাবলী সকলের নিকট প্রকাশিত করেন, বিপদ উপস্থিত হ'লে পরিত্যাগ করেন না, এবং উপযুক্ত সময়ে যথাসাধ্য অর্থদান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র।

সাধু ও গৃহস্থদের মধ্যে কত ব্যক্তিই ত' তোদের সহিত মিত্রতার ভাব দেখায় ও দেখাবে, তাহারা প্রকৃত মিত্র কিনা উক্ত লক্ষণ সকল দ্বারা জানতে পারবি। আচ্ছা, সেই শ্লোকটী বলত'!

শিষ্য। কোন শ্লোকেটী?

স্বামীজী। বিশ্বামিত্র পরাশর.....

শিষ্য। "বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা
স্তেঽপিস্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরং॥

[অর্থাৎ—বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মহাত্মাগণ বায়ু, জল এবং পাতা খেয়ে জীবন যাপন করতেন; তাঁহারাও কমনীয় স্ত্রীমুখকমল দেখে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; আর যে সকল ব্যক্তি

ঘৃত, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত উৎকৃষ্ট অন্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করে তাহাদের যদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়, তবে পঙ্গুও সমুদ্রপার হইতে পারে? অর্থাৎ এবংবিধ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দিগকে কখনও স্ববশে রাখিতে পারে না]

ঈশ্বর গুরু অথবা মৃত্যুর ভয় থাকিলে বা প্রাণায়ামসাধন করিলে উত্তেজনা হয় না।

স্বামীজী। হাঁ ঠিক। আচ্ছা তোরা গৃহস্থদের বাড়ী গেলে তা'রা যখন এই শ্লোক ব'লে তোদের দমন করতে চেষ্টা করবে তখন তোরা কি উত্তর দিবি? তোরা ত' আর পাতা খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বি না?

শিষ্য চিন্তা করিতে লাগিল।

স্বামীজী। বীরবল একজন বড় বুদ্ধিমান ডাকাত ছিল। বাদসাহ তা'কে কোনও প্রকারেই বশীভূত করতে না পেরে যে গ্রামে বীরবল ছিল সেই গ্রামে কয়েকটি পাঁঠা পাঠিয়ে দিলেন। গ্রামবাসীদের উপর হুকুম হ'ল—এক বৎসর পরে বাদসাহ পাঁঠাগুলি ফিরিয়ে নিবেন, কিন্তু এখন পাঁঠাদের যে ওজন আছে এক বৎসর পরেও ঠিক সেই ওজন থাকা চাই, ওজনের বৃদ্ধি যেন না হয়। গ্রামবাসীরা বাদসাহের এই হুকুম শুনে চিন্তাকুল হ'ল—এক বৎসর যাবৎ পাঁঠাদের খাওয়াবে অথচ তা'দের ওজন একটুও বৃদ্ধি হবে না—এ কি প্রকারে সম্ভব হয়? বীরবল গ্রামবাসিদিগকে চিন্তান্বিত দেখে বল্‌লে—"সে জন্য তোমাদের ভয় কি? আমি বর্ত্তমান

থাক্‌তে তোমাদের উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। আমি সব ঠিক ক'রে দিব। এক কাজ কর,—একটা ক'রে বাঘের বাচ্চা এনে প্রত্যেকের বাড়ীতে রেখে দাও, পাঁঠাকে খুব ক'রে খাওয়াও কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐ বাঘের বাচ্চার কাছে নিয়ে যেও, তা' হলে বাঘের বাচ্চা দেখে ওদের ভয় হবে এবং সেই চিন্তায় ওদের শরীরের ওজনের বৃদ্ধি হ'তে পার্‌বে না। তখন গ্রামবাসিগণ তাই কর্‌ল। পাঁঠাদের ওজনও এক বৎসরের পরেও পূর্ব্বের মতই রহিল।—সেইরূপ যা'র ঈশ্বর, গুরু, অথবা মৃত্যুর ভয় আছে, অথবা যে রোজ অন্ততঃ এক ঘণ্টা ক'রে প্রাণায়াম করতে পারে, সে দধি, দুধ, ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য খেলেও সেজন্য তা'র ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা প্রভৃতি কোনও ক্ষতি হয় না, সে প্রকৃত সন্ন্যাসী হ'তে পারে। আর যার ঐ প্রকার ভয় নেই,—যা'র "পুনরপি জননং পুনরপি মরণম্"—এই প্রকার চিন্তা নেই,—যে সংসার সুখকেই পরম পুরুষার্থ ব'লে মনে করে, যে সন্ন্যাসের অধিকারী হ'তে পারে না। **ঈশ্বর গুরু কিম্বা মৃত্যুর ভয় থাকলে কি আর ঘুমান যায়?** তখন মন সর্ব্বদাই ভয়বিহ্বল থাকে; আর যাদের ঐ প্রকার ভয় নেই তা'রা এই সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহটাকে পোষণ করবার জন্যই তাদের সমস্ত পুরুষার্থ প্রয়োগ করে।

[দেহাধ্যাস সহজে যায় না—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারই ইহার কারণ]

দেখ এই দেহাধ্যাস তোদের আর যায় না। বহু জন্মের সংস্কার কিনা, তাই সহজে যেতে চায় না। আচ্ছা এই দেহ

যদি তুইই হবি, তবে শৈশবের দেহ এখন নাই কেন, কে তাকে রাখতে পারলি না? আর বর্ত্তমান যৌবনের দেহও থাক্‌বে না; এর পর এ শরীর বৃদ্ধ হবে, তার পর এর সম্পূর্ণ বিনাশ হবে!—কাজেই দেহধ্যাস ছেড়ে দে। যা ১০টা বাজে এখন ঘুমিয়ে পড়, তা না হ'লে শেষ রাত্রে উঠতে পারবি না। আজ কাল বুঝি আর ৪টার সময় উঠিস্ না। তুই বড় অলস।

"আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহান্ রিপুঃ।
নাস্ত্যুদ্যমসমো বন্ধুঃ কুর্ব্বাণো নাবসীদতি॥"

অর্থাৎ—আলস্যই মনুষ্যদিগের প্রধান রিপু, উদ্যমের মত বন্ধু আর নাই, কারণ উদ্যমশীল ব্যক্তি অবসন্ন হন না। বিছানা পরিত্যাগ ক'রে কঠোরভাবে আসনে ব'সে মনের সহিত যুদ্ধ ক'রে কিছুকাল সাধন করতে থাক্‌লে শেষে মন্ টন্ কোথায় থাকে তার কোন খবরই পাওয়া যায় না।* এখন গিয়ে ঘুমাগে যা, এক ঘুমের পর আর অলসতা করিস্‌নে। শিষ্য তখন ঘরে চ'লে গেল। স্বামীজীও শুয়ে পড়লেন।

"যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিদ্ধেয়োপাদেয়রূপি যৎ।
স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে॥"

যোগবাশিষ্ঠ; উপ, ৯১, ৩৬।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

"দেহাত্মজ্ঞানবজ্ জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্।
আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥"

উপদেশ সাহস্রী; ৪, ২,

জৌনপুরের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার গুহ স্বামীজীকে চিঠি লিখেছিলেন। শিষ্য উহা পড়িলে তাহার উত্তরে স্বামিজী শিষ্যকে লিখিতে বলিলেন:—

স্বা। (শিষ্যের প্রতি) লিখে দে যে, গঙ্গাজলে ডুব দিলে শরীরের ভার বোধ থাকে না এবং স্পর্শদোষেরও ভয় থাকে না, কিন্তু ঘড়া ভ'রে জল বহিলেই শরীরের ভার বোধ হয় এবং তজ্জন্য শারীরিক কষ্টও অনুভূত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শদোষের ভয়ে মানসিক অশান্তিরও উৎপত্তি হয়। সেইরূপ আত্মারূপ গঙ্গাজলে ডুব দিলে কোন প্রকার কায়িক বা মানসিক কষ্ট থাকে না, কিন্তু স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর রূপ ঘড়া মাথায় বহিলেই অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি রাখলেই যত কষ্ট ও অশান্তির সৃষ্টি হ'য়ে থাকে; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দেহাধ্যাস ত্যাগ করতে চেষ্টা কর, তাহ'লেই শান্তি মিল্‌বে! অত্রস্থ মঙ্গল, নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।

শুভাশীর্ব্বাদক—
স্বামী ভোলানন্দ গিরি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সহস্রাঙ্কুরশাখাত্মফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনো মূলমিতি স্থিতম্॥
সঙ্কল্পমেব তন্মন্যে সঙ্কল্পোপশমেন তৎ।
শোষয়ামি যথাশোষমেতি সংসার পাদপঃ॥"

যোগবাশিষ্ঠ, উপঃ ৯, ৫৫, ৫৬।

[মনের স্বরূপ কি ?]

আরতি ও মহিম্নস্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য, শিবানন্দজী কেদারানন্দজী ও অপর দুজইন সাধু স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন, স্বামীজী শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতেছেন।

স্বা। তোদের দেহাধ্যাস আর যায় না, শম্ভুর চরণে মতি হয় না এর কারণ কি?

শিবানন্দ। বাবা! ইচ্ছা ত' করে ভগবানের দর্শনলাভ করি, কিন্তু মন যে তাঁর প্রতি যায় না। মনটা বিষয় বাসনাতেই লিপ্ত থাকতে চায়।

স্বা। ভাল কথা, আজ এই মন জিনিসটি কি তা'র বিচার করা যাক্; তোরা যে কেবল 'মন' 'মন' করিস্, মনটি কি বল্ দেখি ওর রূপ কি রকম—কাল, শ্বেত না পীত?

শিষ্য। মন এবং আত্মা একই জিনিস। মনের কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; শান্ত মনই আত্মা। যেমন সমুদ্র ও তা'র তরঙ্গ। প্রকৃত পক্ষে সমুদ্র ও তরঙ্গের মধ্যে কোনই

ভেদ নাই। তরঙ্গ শান্ত হ'লেই সমুদ্রে বিলীন হ'য়ে যায়, তখন তা'র পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তরঙ্গ মনস্থানীয় এবং সমুদ্র আত্মাস্থানীয়।

স্বা। বেশ ব'লেছ! আমি তোমার প্রতিবাদী হব। আচ্ছা, আত্মা ত' ব্রহ্ম স্বরূপ, সচিদানন্দ স্বরূপ।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বা। ব্রহ্ম হ'তে উৎপন্ন বস্তু ব্রহ্মই, যেমন জলের তরঙ্গ জলই!

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

[মন দুঃখের কারণ নহে, অভিমান বা অজ্ঞানই দুঃখের কারণ।

স্বা। তা হ'লে মন যদি ব্রহ্মই হ'ল, তবে মন হ'তে জীবের আবার কষ্ট হয় কেন?

শিষ্য। শান্ত সমুদ্রে জাহাজ গেলে তা'র কোনও ভয় হয় না, কিন্তু তরঙ্গ উঠ্‌লেই তা'র ভয় হয়, পাছে ডুবে যায়। তদ্রূপ আত্মা (ব্রহ্ম) হ'তে কা'রও ভয় হয় না, কিন্তু ব্রহ্মরূপ সমুদ্রের মনরূপ তরঙ্গ হ'তেই জীবের ভয় হ'য়ে থাকে।

স্বা। তুমি বেশ উদাহরণ এনেছ। তুমি বলছ তরঙ্গান্বিত সমুদ্রে জাহাজের ভয় হয়; বেশ কথা, বলত' জাহাজের কোন অংশের ভয় হয়—কাঠের না লোহার না অন্য জিনিসের? যে সকল বস্তু দ্বারা জাহাজ নির্ম্মিত সেগুলি জড় কিনা?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বা। তবে জড়ের আবার ভয় কি ক'রে হয়? তবে এই বল্‌তে পার যে, ভয় হয় জাহাজাভিমানী ব্যক্তির?*

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, জাহাজে যারা থাকে তা'দের ভয় হয়।

[যাহার মন বুদ্ধি অহঙ্কার ব্রহ্মে যুক্ত তিনি কিছুতেই বিচলিত হন না]

স্বা। আচ্ছা, সমুদ্রের মধ্যে নঙ্গরবদ্ধ জাহাজের কি তরঙ্গ দেখে ভয় হয়?

* উল্লিখিত উদাহরণ দ্বারা বলা হইল যে জাহাজ যেমন ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত সেইরূপ শুধু শরীর নহে কিন্তু মন বুদ্ধি প্রভৃতিও ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত অর্থাৎ জড়। শরীরের স্থূল উপাদানগুলি যে জড় তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এবং ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির উপাদানও জড় সূক্ষ্মভূত ইহা শাস্ত্র ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময় প্রাণস্তেজোময়ী বাগিত্যাদি"। জাহাজ জড়-উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া যেমন উহার ভয় হইতে পারে না, সেইরূপ স্থূল শরীর বা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতিও ভৌতিক সুতরাং জড় বলিয়া বস্তুতঃ তাহারা স্বতন্ত্র ভাবে সুখ দুঃখাদির ভোক্তা হইতে পারে না। তবে সুখদুঃখাদির ভোগ কাহার হয়?—তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি জাহাজে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সমন্বিত এই শরীরে 'আমার' এইরূপ অভিমান করে—অর্থাৎ অজ্ঞানী জীবাত্মাই সুখদুঃখাদির ভোক্তা, শরীর ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধি নহে। কঠোপনিষদে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটিতে এইভাবে শরীরের সহিত রথের তুলনা করা হইয়াছে এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মন সমন্বিত অর্থাৎ সেই সেই বস্তুতে অভিমানযুক্ত আত্মাকেই ভোক্তা বা দুঃখভাগী সংসারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে :—

শিষ্য। আজ্ঞে না, সেটী ত নঙ্গরবদ্ধ র'য়েছে তা'র আবার ডুববার ভয় কি?

স্বা। নঙ্গরে ফলক কয়টি থাকে?

শিষ্য। তিন চারিটি।

স্বা। আচ্ছা, সমুদ্রের ঢেউতে নঙ্গরবদ্ধ জাহাজও নড়াচড়া করে নয় কি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ!

স্বা। কিন্তু তা'তে সে জাহাজের ডুব্‌বার কোন ভয় থাকে না। সেইরূপ—এই দেহরূপ জাহাজটাকে মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার এই কয়টি ফলকযুক্ত নঙ্গরদ্বারা ব্রহ্মরূপ মাটিতে আট্‌কে রাখলে প্রারব্ধরূপ তরঙ্গের আঘাতে এ দেহ আপাতঃদৃষ্টিতে সুখদুঃখ ভোগ করলেও তা'তে বস্তুতঃ জীবের কোনও ক্ষতি হয় না অর্থাৎ জীবাত্মা কিছুতেই বিচলিত হয় না।*

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥" ৩।৩
"ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥" ৩।৪

উক্ত অভিমান বা অজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। গীতা ৫।১৫

* "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" গীতা ; ৫, ১০।

[আত্মা অকর্ত্তা ও দেহ জড় তথাপি আত্মসত্তায় দেহের কর্ম্মাদি সম্পাদিত হয়—প্রকৃত তত্ত্ববিদের দৃষ্টি এইরূপ]

আচ্ছা, এখন আর এক প্রশ্ন হ'তে পারে যে, দেহ ত' জড় এবং আত্মা ত' অকর্ত্তা তা'হলে কর্ম্মাদি কি ক'রে হয়? এর উত্তর—যেমন দেহের সত্তায় চুল ও নখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'চ্ছে, কিন্তু চুল ও নখ কেটে ফেললে দেহের কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মার সত্তায়ই দেহাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'চ্ছে ও কার্য্য করছে, কিন্তু দেহাদির কষ্টে বা ধ্বংসে আত্মার কষ্ট বা ধ্বংস হয় না † বহির্দৃষ্টিতে তত্ত্ববেত্তাকে সকল প্রকার ভোগে লিপ্ত ব'লে মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁর সে সকল ভোগে কোন কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। যেমন লোকে দেখ্‌ছে তুই চোখের পলক সব সময় ফেল্‌ছিস্, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বিষয়ে তোর আদৌ খেয়ালই নাই—উহা আপনা আপনিই হচ্ছে, তদ্বৎ তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানীর প্রারব্ধজনিত দেহের ভোগ হ'লেও তিনি সে বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকেন।* কিন্তু এ প্রকার জ্ঞান হওয়া বড়ই কঠিন। তোদের একদিন একটু জ্বর হ'লেই 'ওঃ মারে বাবারে' ব'লে

† "যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং" ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ, ১, ৭।

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥" গীতা; ১৩, ১৪।

* "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥" গীতা; ১৩, ২৯।

চেঁচাতে আরম্ভ করিস্—এতই দেহধ্যাস! আচ্ছা, মারে বাবারে ব'লে চেঁচালে কি রোগের উপশম হয়, না দুঃখের হানি হয়?

শিষ্য। কোন লাভই হয় না।

(শরীর ও শরীরের বিবিধ অবস্থার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই—এইরূপ বিচার রাখিতে হইবে)

স্বা। তবে বৃথা ও প্রচার চীৎকার ক'রে কি লাভ? দেহ রোগাই হোক্ আর সুস্থই হোক্ তা'তে আমার কি? কাপড় পুরাণই হোক্ আর নূতনই হোক্ তা'তে আমার কষ্ট হবে কেন?—এই প্রকার বিচার রাখ্‌বি।†

অতঃপর ভিক্ষার (ভোজনের) সময় উপস্থিত হইল; সমাগত সকলে ভোজনার্থ উঠিয়া গেলেন।

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত

দেহং বিনশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা।
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্ ॥
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং।
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

† দৃষ্ট্বৈনং মম সংবন্ধ ইতি নিশ্চিত্য শীতলঃ।

* * * *

অন্তঃশীতলতা যা স্যাত্তদনন্ততপঃফলম্ ॥ যোগবাশিষ্ঠঃ

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ গীতা; ২।১৪

ষোড়শ-পরিচ্ছেদ

নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ গীতা-২।১৬॥

হরিদ্বার, ৫ই জৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮টা।

[মস্তিষ্ক-বিকার যেরূপ মিথ্যা প্রতীতির কারণ সেইরূপ অবিদ্যা জগৎ ভ্রমের কারণ হয়, মায়াতীতের নিকট জগতের অস্তিত্ব নাই।]

আরতি ও মহিম্ন স্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য ও কয়েকজন সাধু স্বামীজীর নিকট বসিয়া আছেন।

শিষ্য। বাবা! বেদান্ত বলে, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়; বস্তুতঃ যেরূপ সেই সর্প মিথ্যা ও রজ্জু সত্য, সেই প্রকার জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সত্য। কিন্তু মনে এই সংশয় আসে যে প্রকৃতপক্ষে সর্প ব'লে একটি সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ করি এবং তাহার সংস্কার হয়; পরে সর্পাকৃতি অপর একটি বস্তু দেখে সেই সংস্কারের স্ফুরণ হ'য়ে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান আরোপিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মেও যদি এইরূপ জগৎ বোধ আরোপিত হ'য়ে থাকে তাহ'লে জগৎ নামে প্রকৃত একটি জিনিষ আছে যা'র সংস্কারের উদয় হওয়ায় ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হচ্ছে। আর যেমন সর্পের সহিত রজ্জুর সাদৃশ্য আছে; সেইরূপ ব্রহ্মে

এবং জগতেও সাদৃশ্য আছে; তাহ'লে জগৎ মিথ্যা কি ক'রে হল'?

স্বা। বেশ প্রশ্ন ক'রেছ! একটি লোক ঘুরতে ঘুরতে শু'য়ে পড়্‌ল। তখন তার মনে হ'ল যেন জগৎটাই ঘুর্‌ছে; কিন্তু বস্তুতঃ কি জগৎ ঘুর্‌ছে? যার মস্তিষ্ক ভাল, তার কাছে ত জগৎ ঘুর্‌ছে না!—সেইরূপ যারা অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন রয়েছে তাদের কাছেই জগৎরূপ একটি বস্তু প্রতিভাত হচ্ছে; কিন্তু যারা মায়াতীত তাদের কাছে জগৎ ব'লে কোন জিনিষই নাই।

এখন যদি বল যে এই অজ্ঞানতা কোত্থেকে এল; এর উত্তর নাই। এই জন্যই মায়াকে অনাদি বলে। মায়ার উৎপত্তি কোত্থেকে হ'ল তা কেউ বলতে পারে না। *

* 'সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় একমাত্র পরমাত্মাই সৎ পদার্থ; এবং যেমন ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট বলিয়া কিছুই নাই, তন্তু ব্যতিরেকে পট বলিয়া কিছুই নাই সেইরূপ তত্ত্বদর্শিগণের (অর্থাৎ যাঁহারা সকল বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন) দৃষ্টিতে সৎপদার্থ হইতে বিভিন্ন অজ্ঞান, জীব, জগৎ প্রভৃতি কোনও বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্বই নাই: উহারা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে বন্ধ্যাপুত্র কোথা হইতে আসিল, তাহা হইলে যেরূপ সেই প্রশ্ন নিরর্থক হয়, সেইরূপ যদি প্রশ্ন হয় অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল তাহা হইলে তাহার কোনও উত্তরই হইতে পারে না, মাত্র এই

আবার দেখ মিথ্যাবস্তু দ্বারা সত্যবস্তুর জ্ঞান হয়। যেমন ইন্দ্রজালে আমগাছ হ'ল, আম হ'ল; যে কখনও আম দেখেনি তাকে ঐ ফলটি দেখিয়ে বলা হ'ল—'এই দেখ আম'। কিন্তু বাস্তবিক কি ওটি আম?

শি। না, ও ত মিথ্যা।

স্বা। আচ্ছা, কিন্তু তারপর মনে কর ঐ কৃত্রিম আমটি দেখিয়ে ঐন্দ্রজালিক চ'লে গেল, পরে ঐ ব্যক্তি বনে গিয়ে উক্ত প্রকার প্রকৃত আম দেখে আম ব'লে চিন্‌তে পার্‌ল ও খেতে লাগ্‌ল এবং খেয়ে মহাতৃপ্তিলাভ কর্‌ল। সেইরূপ গুরু শিষ্যকে ইন্দ্রজালের আমরূপ এই মিথ্যা জগৎ অবলম্বন করে বনের সত্য আমরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করান। 'জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, বল্‌লে বাস্তবিকই সত্যবস্তুর দিকে দৃষ্টি পড়ে;—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই সত্য এইরূপ ধারণা হ'তে থাকে। আর যেমন ইন্দ্রজালের আমের অস্তিত্বই নাই, সেইরূপ বস্তুতঃ জগতের অস্তিত্ব নাই।

বলা যাইতে পারে লৌকিক দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়, কিন্তু বিবেকীগণের নিকট অজ্ঞানের কোনকালেই অস্তিত্ব নাই। আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন:—

"অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাঽপি জায়তে॥"

(মণ্ডুক্য কারিকা, অদ্বৈত প্রকরণ—২৮ শ্লোক)

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি,
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

—মুণ্ডক ১। ১৭॥

[স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর ভোক্তা নহে—জীবাত্মা ভোক্তা]

হরিদ্বার—৭ই জৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল রাত্রি ৮টা।

আরতি ও মহিম্ন স্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য, কেদারনন্দজী, শিবানন্দজী ও অপর দুইজন সাধু স্বামীজীর নিকট ব'সে আছেন। স্বামীজীর শরীর অসুস্থ।

স্বা।—(শিষ্যকে) দেখ্, একটু দুর্ব্বল মনে ক'রছি। সারাদিন ত' বেশ ছিলেম, কিন্তু মহিম্ন স্তোত্র পাঠ ক'রতে একটু কষ্ট বোধ হচ্ছিল।

শি। স্থূল শরীর অন্নময় কোষ, অন্ন না পেলেই দুর্ব্বল হবে, এটি প্রকৃতির ধর্ম্ম।

স্বা। হাঁ, ঠিক ব'লেছ, আচ্ছা বলত ভোগ করে কে?

শি। স্থূল শরীর।

স্বা। যদি স্থূল শরীরই ভোগ ক'রে, তবে মৃত্যুর পর ত শরীর পড়ে থাকে; চোখ, মুখ, কাণ সকলই পূর্ব্ববৎ থাকে, কিন্তু তখন ভোগ ক'রতে পারে না কেন?

শি। সূক্ষ্ম শরীরের সত্তায় স্থূল শরীর ভোগ করে থাকে। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যায়, সূক্ষ্ম শরীরেই বাসনা কামনার নিবাস এবং সূক্ষ্ম শরীর বাসনানুযায়ী স্থূল শরীর ধারণ ক'রে বিষয়ভোগ ক'রে থাকে। *

স্বা। তাহ'লে সূক্ষ্ম শরীর স্বয়ং ভোগ করতে পারে না?

শি। স্থূলশরীর ভোগায়তন দেহ; সূক্ষ্ম শরীর তা'র সাহায্যে ভোগ করে। সূক্ষ্ম শরীর স্বয়ং ভোগ ক'রতে পারে না ব'লেই পাপীরা মৃত্যুর পর নারকীয় দেহ ধারণ ক'রে নরক ভোগ করে এবং পুণ্যাত্মারা দেব দেহ ধারণ ক'রে স্বর্গ ভোগ করে।

স্বা। সূক্ষ্ম শরীরে স্থূলশরীরের সাহায্যে বিনা যদি ভোগ

---

* পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তৎ লিঙ্গমুচ্যতে॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান,—এই পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বে নির্ম্মিত শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর বলে।

হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন পুরুষের 'হিতা' নামে প্রসিদ্ধ নাড়ী আছে। কেশাগ্রের সহস্রভাগের সম পরিমাণ সূক্ষ্ম এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিতবর্ণ রসে পরিপূর্ণ দেহব্যাপী নাড়ী-সমূহের অভ্যন্তরে উল্লিখিত সপ্তদশ অবয়বসম্পন্ন লিঙ্গশরীর অবস্থান করে। সমুদয় বাসনা লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া থাকে।

—বৃহদারণ্যক—২৭২।২০ 'গ' ভাষ্য।

না হয়, তবে লোকে দেব প্রতিমা তৈরী ক'রে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে কেন? তা'তে ভগবানের ধ্যান করে কেন?

শি। ভগবান এসে দেখা দেবেন মনে ক'রে ধ্যান ক'রে থাকে; কিন্তু ভগবান যে সূক্ষ্ম শরীরে এসে তাদের ভোগ গ্রহণ করেন, এ তাদের কল্পনা মাত্র।

[ঈশ্বর ভক্তাধীন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গ, অকর্ত্তা, ও নির্ব্বিকার]

স্বা। আচ্ছা, ভগবান ত স্বাধীন, তাহ'লে লোকে তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান কর্‌লে তিনি আসেন কেন?

শি। তা আসবেন না কেন! চিন্তার বলে তাঁকে আসতেই হবে।

স্বা। তবে তিনি স্বাধীন হ'লেন কি ক'রে? প্রজার আদেশ যদি রাজাকে শুন্‌তে হয়, তবে তাকে কি স্বাধীন বলা যায়?

শি। ভগবান স্বাধীন নন, তিনি ভক্তের অধীন। গীতায়ও আছে—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

গীতা—৯।২৯॥

অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতেই সমভাবে বিদ্যমান। আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কেহ নাই, কিন্তু আমাকে যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা (স্বভাবতঃ) আমাতেই অবস্থান করেন এবং আমিও (স্বভাবতঃ) সে সকল ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করি।

স্বা। তা হ'লে ভগবান একদেশী?

শি। তা বৈকি; যখন তিনি ভক্তের পক্ষপাতী তখন ত' তিনি একদেশীই।

স্বা। হাঁ, দ্বৈতভাবে দেখ্‌তে গেলে তাঁকে অনেকটা সেই প্রকারই মনে হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি একদেশী নন। সে দিনের ইন্দ্রজালের আমের গল্প মনে আছে ত'?

শি। হাঁ, আছে।

স্বা। তদ্বৎ হে পুত্র, ভগবান বস্তুতঃ কাহাকেও কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না এবং কোন ফলও দেয় না। লোকে অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হ'য়ে 'আমি কাজ কর্‌ছি'—'এই কাজ করলে এই ফল পাব,'—এই প্রকার মনে ক'রে থাকে এবং তদনুযায়ী মায়াবিজৃম্ভিত ফলও পেয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রজালের আম যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেইরূপ কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল এবং কর্ম্মের প্রেরয়িতা ও ফলদাতা সমস্তই মিথ্যা, ভগবান সর্ব্বদাই অসঙ্গ, অকর্ত্তা ও নির্ব্বিকার।*

---

* "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥"

—গীতা—৯।৯

অসঙ্গো ন হি সজ্জতে"—উপনিষদ্

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং।—গীতা ৪।১৩

শি। হাঁ, এ ঠিক বলেছেন। গীতায়ও আছে ঃ—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥—
গীতা, ৫ (১৪)॥

অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মসকল বা কর্ম্মফলসংযোগ সৃষ্টি করেন না, কিন্তু স্বভাব (অবিদ্যাই) কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

স্বা। হাঁ, বৎস! এবার মনে ঠিক বসে গিয়েছে।

শি। হাঁ, কিন্তু আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখনও হয় নাই।

স্বা। কি প্রশ্ন?

শি। ভোগ কে ভোগে এবং কেন ভোগে?

স্বা। জীবাত্মা ভোগে। * মাকড়সা দেখে'ছ?

শি। হাঁ।

স্বা। মাকড়সা যেমন নিজের ইচ্ছায় জাল রচনা ক'রে তার ভিতর নিজে জড়িয়ে যায়, সেইরূপ জীবাত্মা বাসনারূপ জাল রচনা ক'রে তার ভিতর আবদ্ধ হয় এবং তদনুরূপ ভোগায়তন শরীর পেতে থাকে।

[সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর ব্যতিরেকেও সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে পারে]

শি। আর একটি প্রশ্ন আছে।

* আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ"।—কঠ ৫৮ শ্লো।

স্বা। কি প্রশ্ন?

শি। সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা কি বাস্তবিকই ভোগ করা যায় না?

স্বা। কেন যাবে না? স্বপ্নে কখনও কখনও মিঠাই প্রভৃতি খাও ব'লে মনে হয় কিনা?

শি। হাঁ, স্বপ্নে ত' কতই মনে হয়। কখনও ভয় হয়, কখনও আনন্দ হয় কখনও মিঠাই খাচ্ছি মনে হয়, আরও কত কি!

স্বা। স্বপ্নে কে ভোগ করে?

শি। সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা জীবাত্মা ভোগ করে।

স্বা। এখন তোর প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়েছে ত'?

শি। স্বপ্নের ভোগ ত' আর সত্য নয়। সূক্ষ্ম শরীর জাগ্রতাবস্থায় জাগতিক বস্তু সকল ভোগ করতে পারে কি?

[জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকলই স্বপ্নবৎ মিথ্যা]

স্বা। জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুসুপ্তাবস্থা সকলই স্বপ্নবৎ মিথ্যা। * স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল সত্য ব'লে মনে হয় বটে, কিন্তু জাগ্রত হ'লে সেগুলি মিথ্যা ব'লে প্রতীত হয়। তদ্রূপ জাগ্রদবস্থাও (অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সমুদয়) স্বপ্ন, মিথ্যা; কারণ তত্ত্বজ্ঞান হ'লে জাগতিক বস্তু সমূহকেও মিথ্যা ব'লেই ধারণা হ'য়ে থাকে। † স্বপ্নাবস্থা

* তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যাঃ। ঐতরেয়—৩।২।১।১২॥

† 'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে'—মাণ্ডুক্যকারিকা ১৮ শ্লোক। 'অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে চ প্রশমংগতে। পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থাং ভূমিকামিতঃ'—যোগবাশিষ্ঠঃ।

৫।৬ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে, আর জাগ্রদবস্থা একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী। বস্তুতঃ উভয়ই স্বপ্ন। সূক্ষ্ম শরীরের বলেই স্থূল শরীর সব কাজ করে। সূক্ষ্ম শরীরই স্থূল শরীর রচনা ক'রে নেয়।*

[সূক্ষ্ম শরীরও স্থূল শরীরের ন্যায় গমনাগমন করিতে পারে]

শি। সূক্ষ্ম শরীর কি কোথাও যেতে পারে?

স্বা। কেন পারবে না; মৃত্যুর পর স্থূল শরীর ত' এখানে প'ড়ে থাকে! সূক্ষ্ম শরীর চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতি ভেদ ক'রে যায়।

শি। মনুষ্যযোনির সূক্ষ্ম শরীর এবং পিপীলিকা প্রভৃতি অন্যান্য যোনির সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে?

স্বা। না, যে যোনিতেই হো'ক্ না কেন সূক্ষ্ম শরীর

* বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে লিখিত আছে—পুরুষের দুইটি স্থান আছে, একটি বর্ত্তমান জন্ম, অপরটি পরলোকরূপ স্থান। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহা হইতে যাহার উৎপত্তি সেই স্থানের নাম স্বপ্ন বা সন্ধ্যা স্থান। এইখানে জীব পরলোক পাইবার জন্য পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান ও কর্ম্ম সংস্কারগুলি অবলম্বন করিয়া ইহলোক ও পরলোক নিরীক্ষণ করিতে থাকে, এবং ইহলোকের কর্ম্মরাশির বিরাম হইলেই বাসনাময় অপর স্বপ্নদেহ রচনা করে। এই সময় আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতির অভাবে আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, এবং জীব আত্মায় দীপ্তিদ্বারা বাসনাযুক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তি সমূহ প্রকাশ করে এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিই তখন সর্ব্বপ্রকার বাসনা সহকারে গ্রাহ্যবিষয়রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

এক প্রকার। সূক্ষ্ম শরীরের কখনও বিনাশ হয় না। হাতীর দেহে সূক্ষ্ম শরীর যতটুকু, পিঁপড়ের দেহেও ততটুকু। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শরীরমাত্রই মিথ্যা। জ্ঞান হ'লে শরীরত্রয় (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ) আর থাকে না। * তখন আমি অব্যয়, অখণ্ড, অদ্বিতীয় ব'লে জ্ঞান হয়। সূক্ষ্ম শরীর সেই অখণ্ড চৈতন্যের সত্তায় কাজ ক'রে থাকে, চৈতন্যই সর্ব্বশক্তির মূল—তুইই সেই চৈতন্য। শরীর সমূহ হ'তে নিজেকে পৃথক্ জেনে নিজের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি দিস্‌না কেন? ছিলে সর্ব্বদেশী, এখন নিজেকে ভাবছ একদেশী †

শি। জ্ঞান হ'লে আমি সর্ব্বদেশী ব'লে মনে হ'য়ে থাকে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ত একেদশী ব'লেই মনে হয়।

[জ্ঞান নিত্যপ্রাপ্ত, সাধ্য নহে—অবিদ্যা ব'লে কোন বস্তু নাই]

স্বা। জ্ঞান আবার হবে কিরে? তুই ত জ্ঞান স্বরূপই। ‡ যে জিনিসের উৎপত্তি আছে, তার ত' বিনাশও

* জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ। কৈবল্যং—কেবল আত্মার ভাব অর্থাৎ দেহাদিশূন্যতা।

† "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মহস্মিন্ সন্দেহে গহনে প্রবিষ্টঃ স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা, তস্য লোকাঃ স উ লোক এব—য। বৃহ, ৪ অঃ ব্রা, ৪১৩ শ্লোক।

‡ গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫০ শ্লোকে জ্ঞান নিষ্ঠার বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র হি বুদ্ধ্যাদিদেহান্তে আত্মাচৈতন্যাবভাসতাত্মভ্রান্তিঃ কারণমিত্যত স্বাত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যং!"—অর্থাৎ মনুষ্য পশু

অনিবার্য্য। জ্ঞানের যদি জ্ঞান উৎপত্তিই হবে, তবে তার ধ্বংসও হবে।

শি। আমি যদি জ্ঞান স্বরূপই হ'লাম, তবে এই অজ্ঞানতা কি ক'রে আচ্ছন্ন ক'র্‌ল ?

স্বা। অজ্ঞানতা ব'লে বস্তুতঃ কোন জিনিষই নাই, উহা মিথ্যা। (ক) যেমন মা শিশুকে বলে "ঐ দেখ জুজু আসছে,

---

পক্ষী প্রভৃতি সকলে যে ভ্রান্তি বশতঃ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া মনে করে ইহার কারণ আত্মচৈতন্যাবভাসতা সকলেরই আছে; অর্থাৎ 'আমি আছি' এইরূপ একটা জ্ঞান সকলেরই আছে; সুতরাং আত্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; ফলতঃ আত্মবিষয়ক জ্ঞানের বিধান করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে আবশ্যক কি? তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—"নামরূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপণ নিবৃত্তিরেব কার্যঃ। নাত্মচৈতন্য-বিজ্ঞানম্, সর্ব্বৈরভ্যুপগম্যতে অবিদ্যাধ্যারোপিত সর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমাণত্বাৎ"—অর্থাৎ আত্মাতে যে নাম ও রূপের আরোপ তাহারই নিবৃত্তি করিতে হইবে, আত্মচৈতন্যের বিজ্ঞান করিতে হইবে না; যেহেতু আত্মজ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা সকল পদার্থে আরোপিত হইয়া সেই সেই পদার্থের আকারে সর্ব্বদাই বিশিষ্টভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রুতিও বলিয়াছেন—ন হি বিজ্ঞুর্ব্বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলাপো বিদ্যতে" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' 'ন বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং প্রভা অজ্ঞান মেঘ অপসারিত হইলে সূর্য্যের ন্যায় আপনা আপনিই প্রকাশিত হন।

(ক) ধর্ম্মা য ইতি জায়ন্তে, জায়ন্তে তে ন তত্ত্বতঃ। জন্মমাযোপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে। ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবঃ ন পাষাণে ন

শীঘ্র চোখ বোজ'। শিশু জুজুর ভয়ে চক্ষু বুজে মনে মনে তার একটা রূপ কল্পনা ক'রে নেয়—যেন তার বড় বড় পা, বড় বড় দাঁত, বড় বড় নখ, ইত্যাদি। কিন্তু, যেমন প্রকৃত পক্ষে জুজু ব'লে কোন বস্তুই নাই, শিশু মাত্র জুজুর নাম শুনে সেটাকে সত্য ভেবে ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান, জন্ম, মৃত্যু জরা, বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি কিছুই তোর নাই, তুই কেবল শুনে শুনে সেগুলিকে সত্য ভেবে শিশুর মত ভয়ে বিহ্বল হ'য়েছিস্। অজ্ঞান, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সকলই জুজুর মত মিথ্যা, তোর সংকল্প দ্বারাই সেগুলির সৃষ্টি হ'য়েছে, সকল সংকল্প ছেড়ে দিলেই নিজেকে বিশ্বের আধার, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা বলে জ্ঞান হয়। (খ) এই জগৎ তোরই একাংশে স্থিত। (গ) মনে কর্, তুই

মুন্ময়ে। ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ তস্মাৎ ভাবো হি কারণম্॥—মাণ্ডুক্য-কারিকা।—অর্থাৎ অবিদ্যমান বা অসৎ পদার্থেরই নাম মায়া সুতরাং তাহা বস্তুভূত নহে।

(খ) সহস্রাঙ্কুরশাখাত্মফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনোমূল মহাঙ্কুরঃ।
সঙ্কল্পমেব তন্মন্যে সঙ্কল্পোপশমেন তৎ।
শোষয়ামি যথাশোষমেতি সংসারপাদপঃ॥ যোগবাশিষ্ঠ উপশম প্রকরণ—৯।৫৬।৫৭

(গ) অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ গীতা—১০।৪২

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে, স যো হি টবৈ তদচ্ছায়মশরীরং লোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য। স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি। প্রশ্ন—৫।১।১০

যেন এই সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহই; এই দেহের একাংশে যেমন নখ ও চুল আছে, সেইরূপ আত্মার (তোর স্বরূপের) একাংশে এই জগৎ অবস্থিত।

শি। তা হ'লে ভগবান ব'লে কোন বস্তু নাই?

[সঙ্কল্প হইতেই দেবাদির আবির্ভাব—সঙ্কল্প আত্মার—আত্মা অবাঙ্‌মনসোগোচর]

স্বা। ভগবান্ আছেন কি নাই এ তোর মনের কল্পনা। যে যে প্রকার কল্পনা করে, তার কাছে সেই প্রকার বস্তুই আসে। যে নৃসিংহ-দেবকে কল্পন করে, তার কাছে নৃসিংহ-দেব এসে উপস্থিত হন। যে কালী, শিব, বা বিষ্ণুর সঙ্কল্প করে, তার কাছে কালী, শিব বা বিষ্ণু এসে উপস্থিত হন। বস্তুতঃ এসব সঙ্কল্পানুযায়ী এসে থাকে। (ক) যার কোন

(ক) যথা বীজাদ্‌ হৃদ্‌ক্ষো ব্যোম ব্যাপ্নোতি কালতঃ
তথৈবেদং স্বসঙ্কল্পাৎ সম্বেদ্যমসদুত্থিতম্॥

* * *

যদেব ভাবয়ত্যেষা তদেব ভবতি ক্ষণাৎ।

* * *

দেবো নাসৌ সুরোরক্ষো যক্ষঃ কিং কিন্নরোজনঃ।
আত্মৈবাত্মবিলাসিন্যা জগন্নাট্যং প্রনৃত্যতি॥ যোগবাশিষ্ঠ
উপশম প্রকরণ ৯১।৮৭।৯২

হরিরাত্মা হি ভূতানং তস্য যৎ প্রতিভাষতে।
তত্তথৈব ভবত্যাশু সর্ব্বমাত্মৈব কারণম্॥
যোগবাশিষ্ঠ উপশমপ্রকরণ ৪২।১৮

প্রকার সঙ্কল্প নাই, তার নিকট এ সবই মিথ্যা ব'লে মনে হয়। আচ্ছা বলত' এ সংকল্প কার?

শি। আমার!

স্বা। তুই কে?

শি। আমি আত্মা।

স্বা। আত্মা নাম কে রেখেছে, তুইইত; নয় কি? তোর সংকল্পই আত্মা প্রভৃতি নাম রেখেছে।

শি। হাঁ ঠিক। "নামরূপাতীতোঽহম্"।

স্বা। "নামরূপাতীতোঽহম্" এও ত তোর কল্পনা দ্বারাই সিদ্ধ হ'য়েছে।

শি। হাঁ।

স্বা। বস্তুতঃ তুই যে কি তা বলা যায় না। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। (ক)

শি। সাধন বলে সূক্ষ্ম শরীর কি দেখা যায়?

স্বা। হাঁ সাধন বলে সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীরের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সেই দিনের কথোপকথন এইখানেই শেষ হইল।

(ক) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥
অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। কেন, ৩।৪
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ গীতা, ১৩।১২

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥

—তৃপ্তিদীপ—১৫৬॥ পঞ্চদশী

[প্রারব্ধভোগ অনিবার্য্য—ঔষধাদি নিমিত্ত মাত্র]

হরিদ্বার, ১১ই জৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮॥টা।

আরতি পাঠের পর শিষ্য ও কয়েকজন সাধু স্বামীজীর নিকট বসিয়া আছেন।

শি। বাবা, আপনাকে ডাক্তার যে ঔষধ খেতে ব'লেছেন সে ঔষধ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায় কি?

স্বা। রেখে দে, ঔষধ খেয়ে কি হবে? ঔষধ খেলেই যদি বাঁচা যেত তাহ'লে রাণী ভিক্টোরিয়া রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড প্রভৃতির মৃত্যু হ'ল কেন? তা'দের কি ডাক্তার বা ঔষধের অভাব ছিল?

শি। ঔষধ খেলে মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়না বটে, কিন্তু রোগের সাময়িক উপশম হ'য়ে থাকে ত'!

স্বা। না, একথা ভুল। গোরক্ষনাথের একটি ফোঁড়া হ'য়েছিল। তিনি বার বৎসর সেই ফোঁড়ার জন্য কষ্ট পাচ্ছিলেন, কোনও ডাক্তার কবিরাজকে দেখাননি। বার বছর পরে একটি বুটি (ঔষধ) এসে তাঁকে ব'ল্ল 'আমাকে বেটে ঐ ফোঁড়াতে লাগাও'। গোরক্ষনাথ ব'ললেন—'এই

বার বৎসর হ'ল এই ফোঁড়া থেকে কষ্ট পাচ্ছি, তা'র মধ্যে তুমি একদিনও এমন কথা বলনি, আর আজ ব'ল্‌ছ কেন?' বুটি ব'ল্ল—'তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মের বার বৎসর ভোগ ছিল, এখন তা' পূর্ণ হ'য়েছে কাজেই এখন ঐ ফোঁড়াতে ঔষধ না দিলেও শুকিয়ে যাবে; কিন্তু আমাকে যদি বেটে লাগাও তাহ'লে জগতে আমার একটু নাম হবে যে অমুক বুটির গুণেই বার বৎসর যে ফোঁড়া সারেনি তা' আজ সেরে গেল! হে পুত্র! প্রারব্ধ ভোগ করতেই হবে, ঔষধে কিছুই করতে পারে না; তবে এই যে ডাক্তারের কাছে যাই এসব ব্যবহারিক সত্তা রক্ষা ক'রবার জন্য। বাহিরে ত্যাগীর ভাব যত কম দেখিয়ে পারা যায় ততই ভাল। ভিতরে অনাসক্ত থেকে বাহিরে আসক্তের মত সকল কাজ ক'রে যেতে হয়, —লোকে দেখে মনে করবে খুব বিষয়ী, সুতরাং বৃথা বিরক্ত ক'রতে আসবে না। আর বাহিরে যদি খুব ত্যাগীর ভাব দেখাও অথচ অন্তরে আসক্তি থাকে তাহ'লে মহা মুস্কিল; —লোকে এসে বিরক্ত ক'রবে ও সাধনে ব্যাঘাত দেবে, অন্তরে শান্তি মিলবে না। কলসী গুড়ে পরিপূর্ণ করে যদি মাত্র কয়েকখানা পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, তা হ'লে মাছিতে নষ্ট করে না, কিন্তু ভিতরে পাতা ভরা আর কলসীর মুখে একটু গুড় রাখলে মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ ক'রবেই।

শি। সাধনে যে মন বসে না!

স্বা। সিদ্ধি লাভ করা চাই কিন্তু সাধনে ইচ্ছা নাই, ক্ষুধা আছে কিন্তু রাঁধতে ইচ্ছা করে না। অর্থাৎ বুঝতে

হবে যে প্রকৃত পক্ষে ক্ষুধাই নাই ; ক্ষুধা থাক্‌লে কি আর না রেঁধে পারে ?

[প্রকৃত বৈরাগ্যের স্বরূপ—বৈরাগ্য মনে]

স্বা। বৈরাগ্য ত' সকলেরই আছে। শৈশব অবস্থার উপর এখন তোর কি রকম বৈরাগ্য! সে অবস্থার কথা এখন একবারও মনে হয় না, এর পর আবার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হ'লে বর্ত্তমান যৌবনাবস্থার উপরও বৈরাগ্য হবে। প্রকৃত বৈরাগ্য কি রকম জানিস ?—যেমন মল মূত্রের উপর। মল মূত্র ত্যাগ ক'রে এসে তার উপর আর মন যায় না, সেই মল মূত্র ত তোরই পেটে উৎপন্ন হয়েছিল, কিন্তু তবু কি বৈরাগ্য! সেটা কুকুরে খেল, না কাকে খেল, না পচে গেল সেদিকে আদৌ দৃষ্টি নাই! তেমনি এই দেহের উপর যখন ঐ রকম অনাসক্তি হবে তখন বুঝবি হাঁ কিছু বৈরাগ্য হয়েছে। কেবল বাড়ী ঘর ছাড়লেই বৈরাগ্য হয় না, বৈরাগ্য চাই মনে, ঘরে বসেও সাধন করা যায়। আসল কথা, বৈরাগ্য না থাক্‌লে বনে গেলেও কোন লাভ নাই, আর বৈরাগ্য থাক্‌লে ঘরে বসেও সাধনা করা চলে।

[অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাব—সিদ্ধি লাভের অন্তরায়]*

সাধনে মন বসে না কেন ? একঘুমের পর ব'সে যাত' আসনে, ঢুলু ঢুলু নয়নে ভগবানের—গুরুমহারাজের ধ্যান

* পতঞ্জলির যোগসূত্রে উক্ত হইয়াছে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয় ও শাস্ত্রোক্ত বিষয় এই

করতে, দেখি কোথায় থাকে দেহাধ্যাস! এই রকম ধ্যান করতে করতে দেহাধ্যাস মোটেই থাকে না। ব্রহ্ম চিন্তা করতেই থাক। যারা ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকে তারা প্রারব্ধ বশে কোন ভোগ উপস্থিত হ'লেও একটু বিচার ক'রে সেই ভোগ থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করে আবার ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হয়। যেমন রেলগাড়ী চলছেই, কিন্তু যেখানে প্রারব্ধভোগ রূপ ষ্টেশন আসে সেখানে কিছুকাল থেমে আবার চ'ল্‌তে থাকে।

[পদ্ম ও বিচারশীল সাধক]

পদ্ম ফুল থাকে জলে, উৎপত্তিও জলে, কিন্তু সূর্য্যদেব (যিনি পৃথিবীর জল শোষণ করেন) যেই উদিত হন অমনি আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়, আর চন্দ্র, জল বৃদ্ধি করা যাঁর কাজ, উদিত হলেই আপনা আপনি মুদিত হ'য়ে যায়। সেইরূপ বিচারশীল ব্যক্তি ব্রহ্মচিন্তা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে তা' জেনেও এই জগতে জন্মগ্রহণ করে এবং এই জগতে বাস ক'রে নিয়ত সেই ব্রহ্মচিন্তায়ই মগ্ন থাকেন,

উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইলে বশীকার নামক বৈরাগ্য জন্মে। ইহারা আমার বশ্য, আমি ইহাদের বশ্য নহি—এইরূপ জ্ঞানকে বশীকার বৈরাগ্য বলে। এইরূপ বৈরাগ্য আত্মদর্শনাভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে যোগশাস্ত্রে ধর্ম্মমেঘ ধ্যান বলে। ধর্ম্মমেঘাখ্য ধ্যানাভ্যাসের ফলে গুণের প্রতি অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি বাস্তবিক বিতৃষ্ণা জন্মে। পতঞ্জলি যোগসূত্রম্—১।১৬

আর সংসার বৃদ্ধির কারণ বাসনাদির উদয় হ'লে মনকে বাসনা হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করেন। তোদের মনে বোধ হয় এখন আর কামাদির উদয় হয় না, কারণ এখানে কামিনীর কোন প্রকার সংস্রব নাই, ক্রোধও দেখ্‌ছি অনেকটা কম হ'য়েছে; অন্যে কিছু বললে ক্রোধ খুব কম হয়, কিন্তু আমি দু' একটা কঠোর কথা বল্‌লে আমার উপর ত' একটু ক্রোধ হয়ে থাকে? তোকে যখন বলি—"কনে বউ হয়ে বসে আছ", তখন কি তোর রাগ হয় না?

শি। সকল সময় হয় না, কোনও কোনও সময় হয়।

[বিবেকী বিচার দ্বারা ক্রোধ দমন করেন]

স্বা। উইঢিপির ভিতর অনেক সাপ বাস করে, লোকে তা' বুঝতে পারে না, কিন্তু বংশীরব ক'রলেই সাপগুলো বাইরে এসে ফণা তোলে, তখন সাপুড়ে সেইগুলোকে ধ'রে তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয় ও নির্জ্জীব ক'রে খেলার জিনিস ক'রে নেয়। সেইরূপ এই দেহরূপ উইঢিপিতে ক্রোধাদিরূপ সাপ সর্ব্বদা বাস ক'র্‌ছে, তাদের বিষদাঁত আছে কিনা দেখ্‌বার জন্য গুরু শিষ্যকে কঠোর বচন বলেন। তখন শিষ্যের অন্তঃকরণে সেই ক্রোধাদিরূপ সাপ সকল ফণা বিস্তার ক'রে নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। যে শিষ্য বিচারশীল ও বিবেকী সে, বানর যে প্রকার সাপের মাথা ধ'রে ঘস্‌তে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত সাপের মাথা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়ে না, সেইরূপ বিচার দ্বারা ক্রোধাদি

রিপুকে দমন ক'রতে চেষ্টা করে এবং যে পর্য্যন্ত তারা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হ'য়ে সাধনে সহায়তা না ক'রে সে পর্য্যন্ত অনবরত তাদের যুদ্ধ ক'র্‌তে থাকে। ক্রোধের উদয় হ'লে এই রকম বিচার ক'র্‌তে হয়—আমি অন্যায় ক'রেছি, সে জন্য যদি আমাকে কেহ তিরস্কার ক'রে তাহ'লে আমার ক্রুদ্ধ হওয়া কোন্ প্রকারে উচিত হয় না—অন্যায় ক'রেছি আবার ক্রোধও ক'র্‌বো? আর যদি অন্যের দ্বারা কৃত কোনও কুকর্ম্মের জন্য আমাকে কেহ তিরস্কার করে তবুও আমার ক্রোধ করা উচিত নয়, কারণ আমি ত' সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ,—যে আমাকে দোষী ব'লে তিরস্কার কর্‌ছে সে নিজেই তা'র জন্য শেষে অনুতপ্ত হবে, আমি সে জন্য মনে বিক্ষোভ এনে অশান্তি সৃষ্টি করি কেন?

রাত্রি অধিক হওয়ায় আলোচনা শেষ হইল।

———

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

[দৈহিক ভোগ প্রারব্ধের অধীন, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি পুরুষকার সাপেক্ষ]

হরিদ্বার—১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল দিবা ১০টা।

শিষ্য স্বামীজীর কাছে শিবপুরাণ পড়িতেছে, শিবপুরাণে ধর্ম্মসংহিতার দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তপস্যার প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে! সেখানে তপস্যা ব্যতীত কিছুই হয় না, এইরূপ লেখা আছে—স্বামীজীকে পাঠ ক'রে শুনাইতেছে।

স্বা। দেখেছিস্ তপস্যা ব্যতীত কিছুই হয় না। তোরা ত' তপস্যা করিস্ না। আমার দোষ দিতে পার্‌বি না বল্‌বি যে স্বামীজীর কাছে এতদিন রইলুম, কই কিছুই হল না! আমার দোষ নাই, তপস্যা না ক'রলে আমি কি ক'র্‌ব? পিতা-মাতা পুত্রকে বড় ক'রে বিবাহ দিলেন, এখন পুত্রের সন্তান না হ'লে কি পিতামাতা দায়ী? পুত্র যদি স্ত্রীসঙ্গ না করে তা হলে সন্তান কি ক'রে হতে পারে? সেইরূপ গুরু শিষ্যকে সাধন দিয়েছেন, কিন্তু শিষ্য যদি সাধনারূপ পত্নীর সঙ্গ না করে, অর্থাৎ তপস্যা না করে (১) তবে তাহার জ্ঞানরূপ পুত্র

(১) সনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমংতপঃ। ইতি স্মৃতিঃ,—অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাসাধন করাই পরম তপস্যা।

বা মোক্ষ কি ক'রে হবে? সমস্তই শিষ্যের পুরুষকারের উপর নির্ভর করে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাক। দৈহিক ভোগ প্রারব্ধ অনুযায়ী, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি পুরুষকার সাপেক্ষ। (ক)

(ক) গীতা ১৩. অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য বলিয়াছেন, যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যভেদায় মুক্ত ইষুর্ধনুষো লক্ষ্যভেদোত্তরকালমপি আরব্ধ বেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে এবং শরীরারম্ভকং কর্ম্ম শরীরস্থিতি প্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপি আসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববৎবর্ত্তত এব', অর্থাৎ যেমন লক্ষ্যভেদ করিবার উদ্দেশ্য ধনুক হইতে প্রক্ষিপ্ত শর লক্ষ্যভেদ করিবার পরও কিছুক্ষণ আরব্ধবেগ ক্ষয় করিয়া তবে ভূমিতে পতিত হইয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম এই বর্ত্তমান শরীরের আরম্ভক তাহারা শরীরস্থিতিরূপ প্রয়োজনের নিবৃত্তি হইলেও যতক্ষণ তাহাদের সংস্কাররূপ বেগ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে শরীরের আরম্ভক কর্ম্ম সমূহের এক মাত্র ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে সুতরাং পুরুষকার দ্বারা সেই সকল অবশ্যম্ভাবী ভোগের প্রতীকার হইতে পারে না। কিন্তু "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'ন স ভূয়োঽভিজায়তে' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যাদি দ্বারা জানা যায় যে আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মবীজ সকল দগ্ধ হইলে উহারা আর অঙ্কুরের উৎপাদক হয় না। আত্মজ্ঞানের মুখ্য উপায় পুরুষ প্রযত্নসাপেক্ষ বিচার প্রভৃতি। সুতরাং পুরুষকারের প্রয়োগ দ্বারাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মোক্ষলাভ সম্ভব। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে:—

চিরমারাধিতোঽপ্যেষ পরমপ্রীতিমানপি।
নাবিচারতো জ্ঞানং দাতুং শক্নোতি মাধবঃ॥ উপশম প্রকরণ ৪৩।১০

বিংশ পরিচ্ছেদ

আপাদমস্তকমহং মাতাপিতৃবিনির্ম্মিতঃ।

ইত্যেষো নিশ্চয়ো রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ ॥ যোঃ বাঃ

[দেহই নরক, দেহের সহিত মিত্রতা করিলে সাধন ভজন হইতে পারে না]

হরিদ্বার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৯৷৷০টা। ভোজনান্তে শিষ্য স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট।

স্বা। আজ ক'টার সময় স্নান ক'রেছ?

শি। ভোর ৫টায়।

স্বা। কেন, ৩টায় উঠতে পার না?

শি। আজ ৩টায় উঠেছিলাম, কিন্তু শরীর একটু খারাপ লাগল্ তাই একটু শুয়ে পড়লাম; তার পর ৪টার সময় উঠেছিলাম।

স্বা। দূর বেটা, ৩টার সময় উঠে কি আর শুতে আছে? শরীর যাক্ আর থাক্, প্রতিদিন ৩টার সময় উঠে শৌচ ক'রে স্নান করে, সাধনে বস্‌তে হয়। দেহের সঙ্গে কোন প্রকার মিত্রতা রাখতে নাই। দেহ যাদের কাছে পরম মিত্র ব'লে মনে হয় তারা আর কি করে রাত ৩টার সময় স্নান কর্‌বে—বিশেষতঃ শীতকালে? কিন্তু যা'রা দেহকে শত্রু বলে মনে করে তা'রাই ঐ প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করতে পারে। প্রকৃত-পক্ষে দেহের মত শত্রু আর নাই। "কো নরকঃ—স্বদেহঃ"।

নিজের দেহই নরক, এই নরকের উপর যার প্রীতি র'য়েছে সে কি ক'রে সাধনে উন্নতি ক'রতে পারে? এই দেখনা, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, রোগে ভুগ্‌ছি, তবুও ৩টার সময় প্রত্যহ স্নান কর্‌ছি। যখন শরীরের লোম দেখা যায় না, সেই সময় স্নান ক'রলে প্রকৃত স্নানের ফল পাওয়া যায়। (হাসিতে হাসিতে) তা কে করে বাবা! দেহ যে দুঃখ পায়। কেহ একটু কঠোর কথা বল্‌লেই তার উপর ক্রোধ হয়।

[বিচার অবলম্বন করিয়া নিন্দুকের প্রতি ক্রোধ পরিহার করিতে হয়]

আচ্ছা বল্‌ত' নিন্দুকেরা আমাদের শত্রু না মিত্র?

শি। মিত্র। তারা আমাদের দোষ কীর্ত্তন করে, তাতে আমাদের দোষের প্রতি দৃষ্টি পড়ে ও আমরা সেইগুলি সংশোধন ক'র্‌তে চেষ্টা করি।

স্বা। মুখে বল বটে মিত্র, কিন্তু যখন কেউ নিন্দে করে, তখন ত' তার উপর একটু ক্রোধ আসেই?

শি। তা' আসলেও বস্তুতঃ তারা মিত্র।

স্বা। কেউ নিন্দে কর্‌লে যখন তার উপর ক্রোধ হবে তখন এই রকম বিচার করিস্ঃ—ক্রোধ কার উপর কচ্ছি? যদি ঐ ব্যক্তির দেহের উপর করে থাকি, তবে দেহ ত' জড়, অনিত্য, পঞ্চভূতের—তার উপর আবার ক্রোধ কিসের? আর যদি আত্মার উপর ক্রোধ করে থাকি তবে আমার আত্মা এবং

ওর আত্মা যখন একই তখন আর ক্রোধের স্থান কোথায়? (১) আর যে নিন্দে করে, তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বি "ভাই তুমি কাকে নিন্দে কর্‌ছ? যদি বল আমার দেহকে, তবে বলি দেহ ত' পঞ্চভূতের সুতরাং মিথ্যা। এর নিন্দা করে কি লাভ? এ ত নিজেই নিন্দিত ও ঘৃণিত,—অস্তি জায়তে বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি "ইতি ষট্‌বিকারবান্। আর যদি বল—দেহাতীত আমাকে নিন্দা কর্‌ছে, তবে বলি দেহাতীত আমি ও তুমি ত' একই বস্তু, তবে তোমাকে তুমি নিন্দে ক'র্‌ছ, তা বেশ! এতে যদি তোমার আনন্দ লাভ হয় তা' কর। এই প্রকার ব'ল্‌লে নিন্দুকও অপ্রতিভ হ'য়ে যাবে। যা' এখন দশটা বাজে, গিয়ে শয়ন কর, নচেৎ শেষ রাত্রে উঠতে পার্‌বি না।

———

(১) আত্মানং যদি নিন্দন্তি, নিন্দন্তি স্বয়মেব হি।
শরীরং যদি নিন্দন্তি, সহায়াস্তে মতা মম॥

অর্থাৎ যদি লোকে আমাকে (আত্মাকে) নিন্দা করে তবে তাহারা নিজেই আপনাদের 'আত্মাকে' নিন্দা করিতেছে (কারণ আত্মা সকলেরই এক)। আর যদি তাহারা আমার শরীরের নিন্দা করে তবে ত' তাহারা আমার বন্ধু (কারণ শরীর বিবিধ দোষের আকর, ইহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তাহারা আমার বন্ধুর কাজই করিতেছে)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

"তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥" ঈশ।৭

হরিদ্বার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮৷৷০টা।

[পরমার্থবস্তু এক ও সর্ব্বগত]—অদ্বৈতভাবে উপাসনা হয়।

আরতি ও মহিম্নস্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য ও দুই একজন সাধু স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন। স্বামীজী নিজে নিজে শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন:—

"একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা।
একং মিত্রং ভূপতি র্বা যতি র্বা॥
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা।
একা নারী সুন্দরী বা দরী বা॥" (১)

(১) অর্থাৎ—দেব অর্থাৎ দ্যোতন-শীল নিখিলজগতের প্রকাশক পরব্রহ্ম, অথবা ক্রীড়নশীল অর্থাৎ জীবজগতাদি প্রপঞ্চে অনুস্যূত থাকিয়া যিনি লীলা করিতেছেন সেই পরমেশ্বর একই, স্ব স্ব রুচি অনুসারে কেহ তাঁহাকে কেশব রূপে কেহ বা শিবরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেইরূপ ভূপতিই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন (যদি উভয়ে কাহারও প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হন) তবে তাহাদিগের উভয়ের কার্য্য স্বতন্ত্র হইলেও মৈত্রীভাব একইরূপ হইয়া থাকে। নগর বা অরণ্য উভয়স্থানেই বাসরূপ কার্য্য সমভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। (গৃহস্থের পক্ষে) সুন্দরী স্ত্রী ও (সন্ন্যাসীর পক্ষে) পর্ব্বত গুহা ইহারা উভয়েই সঙ্গিনী হইয়া মানবের ধর্ম্মাচরণের সহায়তা করিয়া থাকে।

স্বা। (শিষ্যকে) কিরে, এর অর্থ বুঝেছিস্ ?

শি। আজ্ঞে হাঁ।

স্বা। বল্ ত' ।

শি। একজন দেবতারই উপাসনা কর্ত্তব্য, কেশবের অথবা শিবের।

স্বা। শিব কাকে বলে, নিরাকার না সাকার ?

শি। সগুণ ব্রহ্ম সাকার।

স্বা। আচ্ছা, কাল ত' শিবের সহস্র নাম পড়েছিলি, তার মধ্যে দেখিস্ নাই কি যে জগতের সমস্ত নামই শিবের ?

শি। আজ্ঞে হাঁ।

স্বা। এই প্রকার নাম বিভিন্ন, কিন্তু জিনিস একই ; কেহ বলে আল্লা, কেহ যিশু, কেহ রাম, কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ, আরও কত কি। যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে সকলই শিব,—এই প্রকার ধারণা ক'রতে চেষ্টা ক'র্‌বে। (ক) সকলই যখন শিব

(ক) ব্রহ্মকে কি উপায়ে সম্যকরূপে জানা যাইতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন :—

'প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে'—(কেন ১২।৪)

—অর্থাৎ আমাদিগের ঘটপটাদি যাবতীয় বস্তুবিষয়ক প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিই আত্মবিষয়ীভূত বা আত্মপ্রকাশ্য। সুতরাং প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিতেই আত্মা প্রকাশকরূপে বিদ্যমান আছেন। এইরূপে শিবস্বরূপ আত্মা সর্ব্ববোধের প্রকাশক এই ধারণা করিতে করিতে মুমুক্ষু ব্যক্তি আত্মবিদ্যাসমুৎপাদিত বীর্য্যের দ্বারা মৃত্যুভয় নিবারণে সমর্থ হন।

তখন তুইও শিব,—এই প্রকার অদ্বৈত ভাবে উপাসনা চলে। (খ)

'আত্মৈবেদং সর্ব্বং' 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণের সাহায্যেও বিদ্বান্ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বরূপেই দেখিয়া থাকেন।

(খ) অদ্বৈতভাবে উপাসনা লক্ষ্য করিয়া গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তোমামুপাসতে।
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ গীঃ ৯অঃ ১৫শ্লোঃ।
অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥
গীঃ ৯অঃ ২২ শ্লোঃ।

পঞ্চদশী রচয়িতা বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর বলিয়াছেন :—

উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেঽথ কাঠকে।
মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্ব্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতঃ॥
অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ পঙ্কীকরণ ঈরিতঃ। ধ্যানদীপ-৬৩।৬৪

অর্থাৎ উত্তর তাপনীয় উপনিষদে, কঠোপনিষদে ও মাণ্ডুক্য উপনিষদাদি বহু শ্রুতিতেই নির্গুণ উপাসনার কথা আছে এবং তাহার অনুষ্ঠানপ্রকার পঙ্কীকরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

তথা বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকম্।
পরোক্ষাবগমৈতদহমস্মীত্যুপাসতে॥ ধ্যানদীপ—১৪ শ্লোঃ

অর্থাৎ—বেদান্ত শাস্ত্র হইতে অখণ্ডৈকরস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্ব পরোক্ষ-ভাবে অবগত হইয়া 'আমিই সেই পরব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ উপাসনা করিবে।

শিষ্য চুপ করিয়া বসিয়া আছে, স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে' পরে বলিলেন।

[দেশের ও দশের উপকারের জন্য শাস্ত্রপাঠ প্রয়োজন]

স্বা। কিন্তু দেশের উপকার করা প্রয়োজন। দেশ আজকাল অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত। দেশের ও দশের উপকার ক'রতে হ'লে শাস্ত্রাদির প্রয়োজন। নিজের জন্য "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—ইহাই যথেষ্ট। এটি উপলব্ধি ক'রতে পারলেই "কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" অর্থাৎ কৃত-কৃত্য হইতে পারা যায়। কিন্তু অপরকে বুঝাতে হ'লে শাস্ত্রের দরকার। সেইজন্য শাস্ত্র পড়া চাই।

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন।

স্বা। যদি কখনও কায়িক, মানসিক বা বাচনিক কোন পাপ হঠাৎ হ'য়ে যায় তবে তা'র জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কত প্রকার ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত র'য়েছে!

শি। আজকাল ওসব অনেকে জানেই না।

স্বা। তোদের দ্বারা চান্দ্রায়ণ ব্রতই অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ ব্রত ত' দূরের কথা।

শি: চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম কি?

স্বা। শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিন একগ্রাস অন্ন খেতে হয়, দ্বিতীয়ার দিন দুই গ্রাস, তৃতীয়ার দিন তিন গ্রাস, এই প্রকারে রোজ রোজ এক এক গ্রাস বাড়িয়ে পূর্ণিমার দিন

১৫ গ্রাস, আবার কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের দিন ১৪ গ্রাস, দ্বিতীয়ার দিন ১৩ গ্রাস, তৃতীয়ার দিন ১২ গ্রাস—এই প্রকার রোজ একগ্রাস কম করে অমাবস্যার দিন একগ্রাস খেতে হয়।

শি। কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম কি?

স্বা। প্রথম দিন খালি জল খে'য়ে থা'কতে হয়, দ্বিতীয় দিন একটি ছোট ফল খেতে হয়। তৃতীয় দিন কিছুই খেতে নাই, চতুর্থ দিন পেট ভ'রে এক সন্ধ্যা ভোজন ক'রতে হয়; এই প্রকার নিয়ম পালন ক'রে প্রত্যেক চতুর্থ দিনে অন্ন খেতে হয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

"পারসমেঁ ঔর সন্তমেঁ বহুৎ অন্তর জানো॥
বহ লোহা কাঞ্চন করে, যহ করে আপসমান॥"

বিচারমালা; ২।১৬

স্পর্শমণি ও সাধু

হরিদ্বার, ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৯॥ টা

আহারান্তে শিষ্য স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট আছে।

স্বা। বল্‌ত' স্পর্শমণি বড় না সাধু বড়? (১)

(১) স্পর্শমণি অপেক্ষা সাধু দুই কারণে অধিকতর ফলপ্রদ। প্রথম কারণ এই যে, স্পর্শমণি জড় লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে

শি। সাধু বড়।

স্বা। কেমন ক'রে? স্পর্শমণি লোহাকে সোনা ক'রে দেয়, আর সোনাতে কত রকম সুখভোগের জিনিস হয়; তা'র চেয়ে সাধু বড় হ'ল কি ক'রে?—সাধু ত' টাকা কড়ি দেয় না?

শি। সাধু লোককে ব্রহ্মবিদ্ করে দেয়।

স্বা। হাঁ, তা' ঠিক, কিন্তু উপযুক্ত অধিকারী চাই। মুমুক্ষু মিলে ত' গুরু (সদ্‌গুরু) মিলে না, আবার গুরু মিলে ত' উপযুক্ত (মুমুক্ষু) শিষ্য মিলে না। যেখানে উপযুক্ত শিষ্য ও সদ্‌গুরুর মিলন হয় সেইখানেই অধ্যাত্মবিদ্যার ঠিক্ ঠিক্ স্ফুরণ হয়। (২)

স্বর্ণকার যে প্রকার ভাল সোনা পেলেই খুব খুসী হয়, দর্জ্জি যেমন ভাল কাপড় পেলেই আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ সদ্‌গুরু উপযুক্ত শিষ্য পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হন। স্বর্ণকার

মাত্র, কিন্তু সাধু মনুষ্যের ভববন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে চিরশান্তি প্রদান করিতে পারেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, স্পর্শমণি লোহকে কাঞ্চনে পরিণত করিতে পারে সত্য, কিন্তু আত্মভাবে অর্থাৎ স্পর্শমণিতে পরিণত করিতে পারে না, কিন্তু সাধু শিষ্যকে শুধুই শান্তি প্রদান করেন এমত নহে—তাহাকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া আত্মরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ) করিয়া লন। জ্ঞানীগুরু অজ্ঞানী শিষ্যকে জ্ঞানী বা নিজতুল্য করেন।

(২) আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা।
আশ্চর্য্যজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ কঠঃ ২য় বল্লী ৭ শ্লোক।

যেমন সোনাকে আগুণে পুড়িয়ে সুন্দর সুন্দর গহনা প্রস্তুত করে এবং দর্জ্জি যেমন কাপড় কেটে সুন্দর সুন্দর পোষাক প্রস্তুত করে, সেইরূপ সদ্‌গুরুও উপযুক্ত শিষ্যকে কঠোরভাবে শাসন ক'রে ধীরে ধীরে ব্রহ্মবিৎ ক'রে দেন। আচ্ছা, সাধু কা'কে বলে?

[ব্রহ্মবেদিতা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে—ব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে জ্ঞানী অজ্ঞানী ভেদ নাই।]

শি। যিনি ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মকে জেনেছেন তাঁকেই সাধু বলা যায়।

স্বা। যিনি ব্রহ্মবিদ্ তাঁর কাছে ত' আর সাধু অসাধু এই প্রকার কোন ভেদই থাকেনা! (১)

শি। তাঁর কাছে থাকে না বটে, কিন্তু জগতের কাছে ত'

(১) যিনি প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ তাঁহার প্রজ্ঞা যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই এক অখণ্ড অচল বিজ্ঞান-ঘন পরমাত্মা—এইরূপ আকার ধারণ করে, সুতরাং তাঁহাতে 'আমি জ্ঞানী বা সাধু এবং অমুক অজ্ঞানী বা অসাধু" এইরূপ ভেদবুদ্ধি সম্ভব হয় না। কেণোপনিষদে আছে:—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতং বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্॥

অর্থাৎ যে মনে করে ব্রহ্মকে জানিনা বস্তুতঃ সেই তাঁহাকে জানে; আর যে মনে করে ব্রহ্মকে জানি বস্তুতঃ সে তাঁহাকে জানে না। [কারণ] যাঁহাদের সম্যক্ জ্ঞান আছে তাঁহাদের নিকটই ব্রহ্ম অবিদিত বলিয়া মনে হয় আর যাহারা সম্যক্ জ্ঞানরহিত তাহাদের নিকটই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত বলিয়া প্রতিভাত হন।

ব্রহ্মবিদ্ ও অজ্ঞানী, এ দুয়ের ভেদ আছে; সুতরাং মাত্র ব্রহ্মবিদই সাধু ব'লে অভিহিত হ'য়ে থাকেন।

[গৈরিক বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য, সত্ত্বগুণের উদ্দীপনা মাত্র]

স্বা। আচ্ছা, তাহ'লে গেরুয়া কাপড় পরার কোনও প্রয়োজন নেই?

শি। না, কোনই প্রয়োজন নেই—সাধুতা মনে, বাহিরে গেরুয়া কাপড় প'র্‌লেই সাধু হওয়া যায় না।

স্বা। তাহ'লে এত লোক যে গেরুয়া প'রে বেড়াচ্ছে তাদের কি ব'লবি? সন্ন্যাসীরা গেরুয়া রংএর কাপড় প'রছে, উদাসীরা অন্য রংএর—এ সবের উদ্দেশ্য কি?

শি। শুধু সম্প্রদায় বৃদ্ধি করার জন্য ঐ নিয়ম করা হ'য়েছে।

স্বা। আচ্ছা, আমি, তুই এবং অন্যান্য সকলে না হয় বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী, কিন্তু তিনি প্রথমতঃ গেরুয়া বস্ত্রের প্রচলন ক'রে গেছেন সেই আচার্য্য দেব (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) ত' জ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন!—এর যদি কোন উপকারিতা নাই থাক্‌বে, তাহ'লে তিনি এরূপ প্রথার প্রচলন ক'রে গেলেন কেন?

শি গেরুয়া প'র্‌লে মনে একটু সাত্ত্বিকভাবের উন্মেষ হ'তে পারে, তা'তে কোন পাপকাজ ক'র্‌তে ইচ্ছে হ'লেও "আমি সাধু হ'য়েছি, একাজ ক'র্‌লে লোকে আমায় কি ব'লবে"—এই রকম একটা ভয় এসে অনেক সময় সেই কাজ থেকে বিরত ক'রে থাকে।

স্বা। হাঁ, লোককে কাঁদতে দেখ্‌লে কাঁদা আসে, হাস্‌তে দেখ্‌লে হাসি পায়, এইরূপ গেরুয়া পরা লোকের সাধুতা থাক্ আর না থাক্ ঐ কাপড় দেখেই লোকের মনে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, আর তা'রা অভিমান ত্যাগ ক'রে তার কাছে মাথা অবনত করে। গেরুয়া কাপড় সত্ত্বগুণের উদ্দীপক।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী মহারাজের মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্বভাবের উচ্ছ্বাস দেখা গেল; তিনি সেই ভাবে পরিপ্লুত হ'য়ে বলিতে লাগিলেন—"সকলই চিন্ময়, সকলই চিন্ময়, সাধু অসাধু কোথায়? সকলই চিন্ময়।" শিষ্য চুপ করিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেন—"যা' দশটা বেজেছে এখন যা' নইলে শেষ রাত্রে উঠ্‌তে পারবি না।

———

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

"চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"
"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভির্বাপ্যতে।" গীতা—১২।৫

[যাহার দেহত্মবুদ্ধি যায় নাই তাহার উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু তত্ত্বদর্শীর নিকট এক অখণ্ড চৈতন্যই বিদ্যমান।]

হরিদ্বার—২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল দিবা ৪টা।

স্বা। ভোরে উঠে স্নান করিস্ বটে, কিন্তু শিবজীর অর্চ্চনা ত' আদৌ করিস্ না! শিবজীর মাথায় একটু জল ঢেলে দিয়েই চলে যাস্। এরকম বেগার দিয়ে চলে যাস্ কেন? মহাদেব গিরিও এই রকম সামান্য একটু জল দিয়ে চলে যায়।

শি। পূজো কর্‌ব কাকে? বেদান্ত বল্‌ছে সকল মূর্ত্তিই মিথ্যা।

স্বা। হ্যাঁ, ঠিক বটে, কিন্তু বেদান্ত কি শরীরটাকে সত্য বল্‌ছে?

শি। না, শরীরটাকেও মিথ্যা বল্‌ছে।

স্বা। তাহ'লে শিব পাথরের মূর্ত্তি, তাঁর পূজা করা উচিত নয়—এ ভাবটা যেমন মনে বসে গেছে, এ শরীরটাও মিথ্যা, এর সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই—

এ ভাবটাও তেমনি মনে বসে যায় না কেন? একদিন খাবার না জুটলেই হায় হায় করতে থাক, একটু অসুখ হ'লেই "বাবারে," "মারে" বলে চ্যাঁচাতে থাক, তখন শরীর মিথ্যা এ জ্ঞান কোথায় থাকে? শিব পূজা ক'র্‌তে বল্‌লেই মস্ত বড় বেদান্তী বনে যাস্, কিন্তু শরীরটাকে পালন করবার সময় আর বেদান্তের কথা মনে থাকে না। বাঃ বেদান্তীর দল! আচ্ছা, শরীরটা যখন মিথ্যা, তখন মিথ্যে শরীরের মিথ্যা শিবকে পূজা করায় আপত্তি হয় কেন? শিবও মিথ্যা এবং শরীরও মিথ্যা, সুতরাং এ দুটী ত' স্বজাতি; এদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকা ত' একান্ত প্রয়োজন এবং বস্তুতঃ আছেও; তা হলে যারা 'শিব' 'কৃষ্ণ'কে বেদান্তের দোহাই দিয়ে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু তাদের নিজেদের দেহের উপর সম্পূর্ণ আসক্তি রয়েছে, দেহাত্ম-বুদ্ধি ছুটে নাই, তারা নাস্তিক ব্যতীত কি হ'তে পারে? (ক)

শি। তা ঠিক। দেহাত্ম-বুদ্ধি দূর হ'লে 'শিব' 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি দেবতাদের স্বতঃই মিথ্যা বলে মনে হয়; তখন আর

(ক) তাৎপর্য্য এই যে যাহারা দেহাভিমানী অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি 'আমি' বা 'আমার' এইরূপ যাহাদিগের বুদ্ধি এবং ইহাদিগকে সত্য বলিয়া জানে, তাহারা এই পাঞ্চভৌতিক জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং যদি দেহাভিমানী ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ ঈশ্বরে অবজ্ঞা করে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি প্রকৃত জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁহার আমি অসঙ্গ অকর্ত্তা ও অভোক্তা, দেহ মন বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষ্য এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে,

"মিথ্যা, মিথ্যা" বলে চেঁচাতে হয় না, যাহার দেহাত্ম-বুদ্ধি নাই তা'র ত' এক অখণ্ড চৈতন্যই উপলব্ধি হ'য়ে থাকে।

[জীব ও পরস্পরের ভেদ—জীব কূপের ও ঈশ্বর সমুদ্রের মণ্ডূক]

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

মুণ্ডকঃ ৩।১।২—৩

স্বা। হাঁ, বৎস! এবার ঠিক বুঝেছ; আচ্ছা জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ কি? জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কেমন নয় কি?

শি। হাঁ, যদি দ্বৈতবাদ স্বীকার করা যায়,—যদি মায়ার

তিনি পূজা প্রভৃতি সমস্তই বিকারী মনেরই ধর্ম্ম অতএব তাঁহার সহিত কোনও সম্পর্ক নাই এইরূপ জানেন; সুতরাং সেই সকল কর্ম্ম তাঁহার জ্ঞানের বাধক হয় না এবং প্রারব্ধানুসারে তাঁহার বাটীর দেবার্চ্চনা, স্নান, ও শৌচাদিতে প্রবৃত্ত হইলেও অথবা তাঁহার বুদ্ধি দেবতাধ্যানে নিবিষ্ট হইলেও তাহাতে তাঁহার কোনও প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, পরন্তু তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারের দ্বারা অজ্ঞানীদিগের তত্ত্ববোধ হয় বলিয়া তিনি সেই সকল অনুষ্ঠানই করিয়া থাকেন।

অতএব দেখা গেল কি অজ্ঞানী কি প্রকৃত জ্ঞানী উভয় পক্ষেই পূজা ধ্যান প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার অপরিত্যাজ্য।

অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ঐ প্রকারের ভেদ আছেই; কিন্তু বস্তুতঃ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনই ভেদ নাই, এক সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বিরাজমান আছেন।

স্বা। জীব কূপের মণ্ডূক এবং ঈশ্বর সমুদ্রের মণ্ডূক এইমাত্র ভেদ। কূপের মণ্ডূক মনে করে—আমি এই কূপের মধ্যে আবদ্ধ আছি, এর চেয়ে বেশী দূরে যাবার আমার শক্তি নাই, আর সমুদ্রের মণ্ডূক করে—আমি কোন প্রকারে আবদ্ধ নই, এই অসীম অনন্ত সমুদ্রে আমি ইচ্ছানুযায়ী যেখানে সেখানে যেতে পারি; সে নিজেকে এই প্রকার মহান্ ভেবে থাকে। ঐ সমুদ্রের মণ্ডূক একদিন কূপের মণ্ডূকের কাছে বেড়াতে গেল। কূপ-মণ্ডূক তা'কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল "ওহে তুমি কোথায় থাক?" সমুদ্রের মণ্ডূক ব'ল্‌ল "সমুদ্রে।" কূপের মণ্ডূক জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল "সমুদ্র কত বড়?" সমুদ্রের মণ্ডূক ব'ল্‌ল "খুব বড়!" কূপ-মণ্ডূক একটি লাফ দিয়ে কূপের কতটুকু অংশ ঘেরাও করে ব'ল্‌ল "এত বড়?" সমুদ্রের মণ্ডূক ব'ল্‌ল "না এর চেয়ে অনেক বড়।" কূপের মণ্ডূক তখন লাফ দিয়ে কূপের সবটা ঘেরাও করে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল—"এত বড়?" সমুদ্রের মণ্ডূক ব'ল্‌ল—"না এর চেয়ে অনেক বড়।" তখন কূপ-মণ্ডূক ব'ল্‌ল "যাও, এর চেয়ে বড় হতেই পারে না, তুমি মিথ্যা ব'লছ।" সমুদ্রের মণ্ডূক তখন কূপের মণ্ডূককে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ব'ল্‌ল "এখন দেখাওত

সমুদ্র কত বড়?" কূপের মণ্ডূক তখন অসীম সমুদ্র দেখে চুপ হ'য়ে গেল, সীমা কি করে ঠিক ক'র্‌বে স্থির ক'র্‌তে পার্‌ল না। ঈশ্বর সমুদ্রের মণ্ডূক এবং জীব কূপের মণ্ডূক; বস্তুতঃ মণ্ডূকদ্বয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই—মাত্র একজন জানে যে সে অসীম অনন্তে বিরাজমান, তার কোন সীমা নাই; অপরটি অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে কূপরূপ দেহের মধ্যে আবদ্ধ মনে করে। জীবরূপ কূপের মণ্ডূক যখন ঈশ্বররূপ সমুদ্র-মণ্ডূকের কৃপায় ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে নীত হ'য়ে নিজেকে অসীম অনন্তে বিরাজমান ব'লে অনুভব করে তখন সেও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয় ও সর্ব্বজ্ঞ হয়। গঙ্গাজল সর্ব্বদাই পবিত্র, কিন্তু একঘড়া গঙ্গাজল যদি নর্দ্দমায় ঢেলে দেওয়া হয়, সেই গঙ্গা জল কি আর পবিত্র ব'লে গণ্য হয়?

[আত্মা গঙ্গার জল, জীব নর্দ্দমার জল]

শি। না নর্দ্দমায় প'ড়ে গঙ্গাজলও অপবিত্র হয়ে যায়।

স্বা। সেইরূপ আত্মা সর্ব্বদাই পবিত্র, কিন্তু নর্দ্দমারূপ এই দেহের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় অপবিত্র ব'লে মনে হয়; বস্তুতঃ আত্মা সর্ব্বদাই পবিত্র—শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।

শি। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে এই নর্দ্দমারূপ দেহ কোত্থেকে উৎপন্ন হ'ল, এর কারণ কি?

স্বা। এ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা তোর উচিত হয় নি। আচ্ছা যখন জিজ্ঞসা করেছ তখন এর উত্তর অবশ্য দিতে হবে; এতে কোন ক্ষতি নাই। আচ্ছা বায়ুর মধ্যে ঘূর্ণিবায়ু

কেন এবং কবে সৃষ্টি হ'ল এবং কবেই বা লয় হ'বে ব'ল্‌তে পার কি?

শি। না।

স্বা। সেইরূপ আত্মারূপ বায়ুর মধ্যে দেহরূপ ঘূর্ণিবায়ু কবে এবং কেন সৃষ্টি হয়েছে এবং কবেই বা এর লোপ হবে তা কেউ ব'ল্‌তে পারে না।

উপরোক্ত কথোপকথনের পর স্বামীজী অন্যান্য ভক্তগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

———

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"নাবিদ্যা নাপি তৎকার্য্যং বোধং বাধিতুমর্হতি"।

তৃপ্তিদীপ ২৭ শ্লোক পঞ্চদশী।

[অবিদ্যা মিথ্যা সুতরাং বোধের বাধক নয়।]

হরিদ্বার, ১লাআষাঢ়, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৯॥ টা

ভোজনান্তে শিষ্য স্বামীজীকে ঔষধ খাওয়াইল। ঔষধ খেয়ে স্বামীজী শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন,—"ভোগের দ্বারা কি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়?"

শি। না, তা' কি ক'রে হবে? যযাতি রাজাও বলে গেছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ কাম্যবস্তুসকল ভোগ করিয়া কামনার শান্তি হয় না, অগ্নি ঘৃতাহুতির দ্বারা যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কামও উপভোগের দ্বারা সেইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্বা। হাঁ, ঠিক বলেছ। ঘৃত দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করবার চেষ্টা করা যেরূপ মূর্খতার পরিচায়ক, উপভোগদ্বারা কাম দমনের চেষ্টা করাও সেইরূপ। শান্তিলাভ ক'র্‌তে হ'লে জিতেন্দ্রিয় হ'তে হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শান্তিলাভ ক'র্‌তে পারে, ভোগীব্যক্তি নয়। আচ্ছা, লোক ভোগে আসক্ত হয় কেন?

শি। অবিদ্যাবশতঃ ভোগকে সুখের কারণ মনে ক'রে লোকে ভোগে লিপ্ত হ'য়ে থাকে।

স্বা। কেরাসিন্ তৈল কখনও অগ্নিকে চেপে রাখ্‌তে পারে না। সেইরূপ অবিদ্যাও বিদ্যাকে চেপে রাখ্‌তে পারে না; তবে তোর অবিদ্যা হ'তে ভয় কেন?

শি। অবিদ্যাকে সত্য মনে করে ভয় হচ্ছে।

স্বা। এক ব্যক্তি বল্‌ছে বন্ধ্যার পুত্র এসে তাদের মোকদ্দমা মিটমাট করে দেবে। আর একজন বল্‌ছে পটে চিত্রিত পুতুলদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া হচ্ছে।—একি সম্ভব?

শি। তা' কি করে সম্ভব হবে? বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্র হ'তেই পারে না, এবং পটে চিত্রিত পুতুল ত' জড়, তাদের মধ্যে বিবাদ কি ক'রে হ'তে পারে?

স্বা। তদ্রূপ অবিদ্যা মিথ্যা; সুতরাং অবিদ্যা হ'তে ভয় কেন?

শি। অবিদ্যা যদি মিথ্যাই হবে, তবে অবিদ্যাকে আমরা আশ্রয় করি কেন? যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সে দিকে ত' মন কখন যায় না!

স্বা। কেন যাবে না? বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিত্রিত পুতুল কখন ধর্‌তে যায় না সত্য, কিন্তু শিশু ত' আগ্রহের সহিত ধরে, আবার কখন বা ছেড়ে দেয়!

শি। শিশু অজ্ঞান। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানে যে পটের পুতুল মিথ্যা, কিন্তু শিশু ত' তা' বোঝে না!

স্বা। শিশুর জ্ঞান নাই, অজ্ঞানও নাই,—শিশু জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরপারে। সে যদি পুতুলকে সত্য বলে মনে ক'রত তাহ'লে সেটা কখন ধরছে কখন বা ছাড়ছে, এ রকম ক'র্‌ত না। বস্তুতঃ শিশু পুতুলটা সত্য বা মিথ্যা কিছুই মনে করে না, সুতরাং পুতুলটা ধরুক্ বা ফেলে দিক, তাতে তার কিছু ক্ষতি হয় কি?

শি। না যে জিনিষটার অস্তিত্ব নাই, তার দ্বারা ক্ষতি কি করে হবে?

স্বা। তা হ'লে পুতুল শিশুর কোন বিষয়ে বাধক নয়।

শি। না।

স্বা। সেইরূপ অবিদ্যাও জীবের বাধক নয়। পুতুল যেরূপ বস্তুতঃ মিথ্যা অবিদ্যাও সেইরূপ মিথ্যা।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় কলিকাতা

নিবাসী ডাক্তার দেবেন্দ্র বাবু (মুখোপাধ্যায়) স্বামীজীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু মুখে এইরূপ 'মিথ্যা' 'মিথ্যা' ব'ল্‌লেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, এই রকম শুষ্ক জ্ঞানীর নরকে গমন হয়।

[ভক্তিহীন শুষ্ক-জ্ঞানীর নরকে গমন হয়]

শি। (বিস্মিত হইয়া) জ্ঞানী নরকে গমন করে—এ কি ক'রে সম্ভব হয়?

স্বা। ভক্তিহীন জ্ঞানকে শুষ্ক-জ্ঞান বলে। শুষ্ক-জ্ঞানী নরকে গিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। শিবপুরাণে পড় নাই যমদূতেরা পাপীর শরীরের মাংস কেটে তাকে খেতে দেয়—তপ্ত লৌহ-পিণ্ডে চেপে ধরে?

শি। হাঁ।

স্বা। শুষ্ক-জ্ঞানীদেরও ঐ প্রকার শাস্তি হ'য়ে থাকে।

শি। জ্ঞানীদেরও শাস্তি হয় এ কি প্রকার কথা?

স্বা। প্রকৃত জ্ঞানীর নয়। শুষ্ক-জ্ঞানীর ও ভক্তিহীন জ্ঞানীর। আচ্ছা জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে প্রভেদ কি?

শি। জ্ঞান ও পরাভক্তি একই জিনিস।

স্বা। পরাভক্তির কথা ছেড়ে দে, অপরাভক্তিই ধর্ না। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না। যারা ভক্তি না মেনে কেবল

"জ্ঞান জ্ঞান" করে তাদের শুষ্ক-জ্ঞানী বলে।

দেবেনবাবু: হাঁ, (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি

কবিতা উল্লেখ করিয়া) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভক্তির সহিত ভগবানের কাছে "আমাদের জ্ঞান দাও, অন্ধকার হ'তে আলোকে নিয়ে যাও" ইত্যাদি বলে প্রার্থনা ক'রেছেন। কিন্তু এ ভক্তি পরা নয়—অপরা!

স্বা। হাঁ বৎস! এ প্রকার ভক্তির নাম অন্ধ ভক্তি, অন্ধ ভক্তিও শুষ্ক-জ্ঞানের চেয়ে বড়। অন্ধ ভক্তিতে ভক্ত নিজেকে সকলের ছোট মনে করে, তাতে সে মনে শান্তি পায়, কিন্তু শুষ্ক-জ্ঞানী নিজেকেই (শরীরকে) শিব ভেবে সকলের চেয়ে বড় মনে করে ও অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। তাদের ভাব হয়ঃ—

যদা কিঞ্চিজ্‌জ্ঞোঽহং দ্বিপ ইব মদান্ধঃ সমভবঃ।
তদা সর্ব্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ।
যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গুরুজনসকাশাদধিগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বর ইব মদো মে ব্যপগতঃ॥

বৈরাগ্যশতক, ৯৯ শ্লো।

অর্থাৎ যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া হস্তীর ন্যায় মদান্ধ হইয়াছিলাম, তখন আমার মন 'আমি সর্ব্বজ্ঞ' এইরূপ অভিমানে লিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু যখন গুরুজনদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিলাম, তখন 'আমি মূর্খ', এইরূপ ধারণা হইতে লাগিল সুতরাং পূর্ব্বে জ্বরের ন্যায় আমার যে অহঙ্কার হইয়াছিল তাহা অপগত হইল।

শাস্ত্রে "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি মহাবাক্য পড়ে আমিই অর্থাৎ দেহ ব্রহ্ম এই ভেবে মূর্খেরা হাতীর মত মদান্ধ হয়,

আর আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ তার মন বিষয় ভোগে লিপ্ত থাকে। একেই বলে শুষ্ক জ্ঞানী এবং এই সকল মূর্খদেরই অন্তে নরকভোগ হয়। আচ্ছা, রিপুগণ আমাদের বাধক না সাধক?

দেবেনবাবু—বাধক।

[কাম ক্রোধাদি রিপুগণের গতি ফিরাইয়া দিলে তাহারা সাধকের সহায়ক হয়, বাধক হয় না]।

স্বা। না বেটা, এরা সাধক। ভগবানে কাম না থাক্‌লে তাঁতে ভালবাসা কি করে হয়? কাম আছে বলেই ভগবানকে ভালবাসতে শিখেছি, আর এই ভালবাসা হ'লেই মুক্তিলাভ হ'য়ে থাকে। এইরূপ বিষয়ের উপর ক্রোধ না থাক্‌লে কি ভগবানের প্রতি অনুরাগ হ'ত? ব্রহ্মানন্দের প্রতি লোভ না থাক্‌লে কি কেউ সাধন ভজন করত? গুরুর প্রতি মোহ না থাক্‌লে কি আর কেউ গুরুসেবা করত] "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার অভিমান না থাক্‌লে কি কেউ জীবন্মুক্ত হ'তে পারত? বিষয় সকল অত্যন্ত হেয়, বিষয় থেকে মানুষের দুঃখ ব্যতীত সুখ হয় না—এইরূপে বিষয়ের নিন্দা (দোষ দর্শন) না কর্‌লে কি আর মুক্তি লাভের ইচ্ছা হয়? সুতরাং বুঝলে এরা (রিপুগণ) সকলেই সাধকের সহায়ক, মাত্র এদের গতি ফিরিয়ে দিতে হয়ে। স্ত্রী পুত্রের প্রতি ভালবাসাকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দিতে হয়, লোকের উপর ক্রোধ না করে বিষয়ের প্রতি ক্রোধ কর্‌তে হয়। এই প্রকারে রিপুগণের গতি ফিরিয়ে দিতে হয়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

[জিজ্ঞাসুর পক্ষে গুরু ও শাস্ত্রের প্রয়োজন,—জ্ঞানীর নহে।]

হরিদ্বার, ৬ই আষাঢ় ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮॥০টা।

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠ করিয়া শিষ্য, কলিকাতার হাইকোর্টের উকীল মোহিনী বাবু (চক্রবর্ত্তী), ডাক্তার দেবেন বাবু (মুখোপাধ্যায়) ও অপর দুই একজন ভক্ত স্বামীজীর নিকট বসিয়া আছেন। দেবেন বাবু স্বামীজীকে প্রণাম করিলে স্বামীজী বলিলেন:

স্বা। (দেবেন বাবুর প্রতি) আচ্ছা, প্রণাম কর্‌লে কি হয়?

দেবেন বাবু। যে প্রণাম করে তার কিছু লাভ হয়।

স্বা। যে প্রণাম করে তার লাভ হ'লে যাকে প্রণাম করে তার ক্ষতি হয়। যেখানে লাভ আছে সেখানে ক্ষতিও আছে।

দেবেন বাবু চুপ করিয়া রহিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজী পুনরায় বলিলেন।

স্বা। "নাম রূপ সব মিথ্যা জান
কাকে কর প্রণাম?

দেবেন বাবু। তাহ'লে কাহাকেও প্রণাম করা কি অকর্ত্তব্য ?

স্বা। নাম রূপ সব মিথ্যা, এই প্রকার জ্ঞান যার হ'য়েছে, যে সর্ব্বত্র এক অখণ্ড-চৈতন্যই উপলব্ধি কচ্ছে, তার গুরু-শিষ্য ভেদ থাকে না, সুতরাং সে কাকে প্রণাম কর্‌বে ? জিজ্ঞাসুর পক্ষে গুরু ও শাস্ত্রের প্রয়োজন ; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। তবে জ্ঞান হইলেও গুরুকে প্রণাম ক'রতে হয়, ব্যবহারিক সত্তা ঠিক রাখার জন্য। গুরুকে প্রণাম না ক'রলে নিমকহারামী হয়। যে গুরু ও শাস্ত্র কৃপায় জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞান লাভের পর যদি তাঁদের অবজ্ঞা করা যায়, তাহ'লে কি কৃতঘ্নতা হয় না ?

দেবেন বাবু। আজ্ঞে, হাঁ।

তৎপরে অন্যান্য কথার পর স্বামীজী ভক্তিপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—

[জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা ত্রয়ের বিয়োগে সুখ ও সংযোগে দুঃখ হয়।]

স্বা। শরীরের কোন অঙ্গের উপর দিয়ে পোকামাকড় চলে গেলে বা অন্য কোন কারণে চুলকানি হ'লে হাত যেরূপ সেই সেই জায়গায় গিয়ে চুলকানি দূর করে দেয়, সেইরূপ ভক্তির উদয় হ'লে ভক্তিই কামাদি রিপুগণকে মন থেকে দূর করে দেয়। আচ্ছা তোমাদের ত' স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সংযোগে

সুখ ও বিয়োগে দুঃখ হয়, কিন্তু এমন কোনও জিনিষ আছে কি যার সংযোগে দুঃখ, বিয়োগে সুখ হয় ?

দেবেন বাবু। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) কামাদি রিপুগণের সংযোগে দুঃখ এবং বিয়োগে সুখ হয়।

স্বা। কামাদি রিপুর ত' কখনও বিয়োগ হয় না। (দেবেন বাবুকে চিন্তাকুল দেখিয়া) বেশী দূরে যেও না, নিকটেই আছে। (দেবেন বাবু নিরুত্তর)।

স্বা। মল ও মূত্রের বিয়োগে আনন্দ হয় ; চোর, বাঘ, সাপের সংযোগে দুঃখ এবং বিয়োগে সুখ।

দেবেন বাবু। (আনন্দের সহিত) আজ্ঞে, হাঁ, এ ঠিক।

স্বা। সেইরূপ, জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের সংযোগে দুঃখ ও বিয়োগে সুখ হয়।

[যোগীর ভগবান্ ও ভোগীর ভগবানে প্রভেদ]

এক ভদ্রলোক পুত্রের বিবাহ দিয়ে সুন্দরী পুত্রবধূ, লক্ষ টাকা আর কুড়ি পঁচিশ খানা গ্রাম পেয়েছিল। এই সব পেয়ে তা'র মনে আর আনন্দ ধরে না। দুই একদিন পরে ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল, এবং পিতা "হরিবোল, হরিবোল" বলে পুত্রকে শ্মাশানে দাহ কর্‌তে নিয়ে গেল। দুই দিন পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির কি অবস্থা ছিল এবং এখন তা'র কি অবস্থা হ'ল ভেবে দেখ! লোক এক জনই, কিন্তু তা'র পূর্ব্বের ও পরের মনোভাব কিরূপ বিভিন্ন! দুই দিন পূর্ব্বে যে আনন্দে আত্মহারা হ'য়েছিল আজ সে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন।

এইরূপ ভগবান্ একই, কিন্তু যোগীর হৃদয়ে তিনি আবেগের সহিত বিরাজমান, আর ভোগীর হৃদয়ে তিনি উদাসীনের মত থাকেন। অতএব ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে মনে স্থান দিও না।

দেবেন বাবু। মন তো ভোগই চায়।

[মনের কথা শুনতে নাই]

"অস্য সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িণঃ।
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ॥"

—যোঃ বাঃ।

স্বা। মনের কথা শুনতে নাই। মনের কথা না শুনলে অচিরে শান্তিলাভ হয়। এক বৃদ্ধ চাষা রোজ লাঙ্গল কাঁধে করে মাঠে চাষ ক'রতে যেত। একদিন এক সাধু ঐ মাঠের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে চাষা বিনয় করে বললে, "ঠাকুর কৃপা করে আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন যাতে আমি ভবসাগর পার হয়ে যেতে পারি। সাধু মনে মনে ভাবলেন, "তাই ত, এত' নিরেট মূর্খ চাষা, এর বুদ্ধি মোটা একে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিই, না ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিই, না তটস্থ লক্ষণের দ্বারা উপদেশ দিই! এর মোটা বুদ্ধিতে এ সব সহজে প্রবেশ করবে না যাক্, একে মনের কথা শুনতে নিষেধ করি।" এই ভেবে সাধু চাষাকে "মনের কথা শুনিস্ না" এই বলে চলে গেলেন। চাষা সেই উপদেশ শুনে লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! চাষার মন বল্‌লে, বাপু হে, লাঙ্গলটি কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখ না, কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছ?' চাষা বল্‌লে "ওরে মন, এই ষাট বছর ধরে তোর আজ্ঞানুবর্ত্তী

হ'য়ে চলেছি, কিছু শান্তি পাই নি, এখন আর তোর আজ্ঞানুযায়ী হ'য়ে চলব না; এখন গুরুর আজ্ঞানুযায়ী হ'য়ে চলব, আমি তোর কথা শুনব না।" এই বলে চাষা রোদেই লাঙ্গল কাঁধে করে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ পরে বাহ্যের বেগ হ'ল, মন বল্‌লে, "বাপু হে, বসে বাহ্যটা ক'রে নেও।" চাষা বল্‌লে, তোর কথা কিছুতেই শুনব না, এতদিন হল বাহ্য অনেক করেছি, এখন আর তোর কথা শুনব না।"

এই বলে চাষা পূর্ব্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে মন বল্‌ল—"বাপু হে, দারুণ ক্ষুধা লেগেছে, এখন গিয়ে কিছু খেয়ে এস না!" চাষা পূর্ব্বের ন্যায় বল্‌ল, "আমি পার্‌ব না, গুরুর আজ্ঞা অবহেলা করে তোমার কথা শুনব না।" এইরূপে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হ'য়ে চাষা ঐ ভাবে সাত দিন দাঁড়িয়ে রইল। সাত দিন পরে বিষ্ণুর আসন টল্‌ল্। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে বল্‌লেন, "লক্ষ্মি, ঐ দেখ একটি লোক গুরুর আজ্ঞা পালন ক'রব—মনের কথা শুন্‌ব না, বলে সাতদিন অনাহারে অনিদ্রায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি এখনই গিয়ে একে অন্ন দিয়ে এস।" লক্ষ্মী বিষ্ণুর আজ্ঞা শুনে একথালা উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি নিয়ে চাষার কাছে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন—"ওহে কৃষক, এই খাদ্য সামগ্রী আহার কর, তোমার জন্য নিয়ে এসেছি।" চাষা জিজ্ঞাসা ক'রল, "তুমি কে?" লক্ষ্মী বল্‌লেন, "আমি লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠ থেকে বিষ্ণু আমাকে পাঠিয়েছেন।" চাষা ব'লল, "আমি লক্ষ্মী টক্ষ্মী বুঝিনা, তোমার হাতে ঐ খাবার দেখে আমার মন

টপাটপ্ করে খেতে চাচ্ছে, কিন্তু আমি ত' আর মনের কথা শুনব না, সুতরাং শীঘ্র এখান হ'তে চলে যাও।" কাজেই লক্ষ্মী অনন্যোপায় হ'য়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে গিয়ে বিষ্ণুর কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার বল্‌লেন। তখন বিষ্ণু স্বয়ং খাবার নিয়ে চাষাকে খেতে বল্‌লেন। চাষা পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?" বিষ্ণু বল্‌লেন, "আমি হরি।" চাষা বল্‌ল, "আমি হরি টরি বুঝি না; তোমার হাতের খাবার দেখে আমার মন গপাগপ্ করে খেতে চাচ্ছে, কিন্তু আমি ত' আর মনের কথা শুনব না; সুতরাং তুমি সত্বরই এখান হ'তে চলে যাও! বিষ্ণু দেখলেন মহা বিপদ, ভক্ত না খেয়ে মরে যাচ্ছে, কি করি! তখন কোনও উপায় না দেখে তিনি কৃষকের গুরুর কাছে গিয়ে বল্‌লেন,—"দেখুন ত' আপনি কি সর্ব্বনাশ করেছেন।" গুরু বল্‌লেন,—"কি হয়েছে?" বিষ্ণু বল্‌লেন, "আপনি কৃষককে মনের কথা শুন্‌তে নিষেধ করেছেন, তাই শুনে সে আজ না খেয়ে মর'তে বসেছে।" তখন গুরু আশ্চর্য্য হ'য়ে বিষ্ণুকে বল্‌লেন, "দেখুন, আমার কাছে উপদেশ চাইলে আমি চাষাকে মনের কথা শুন্‌তে বারণ করেছিলাম, কিন্তু সে যে ঠিক্ তাই করবে আমি স্বপ্নেও তা ভাবিনি।" বিষ্ণু বল্‌লেন, "এ লোকটা প্রকৃত অধীকারী ছিল, তাই গুরুবাক্য অন্তরে বসে গেছে, আপনারা অনধিকারীকে উপদেশ ক'রলে আমার কষ্ট পেতে হয় না, কারণ তাদের উপদেশ এক কান দিয়ে প্রবেশ করে আর

এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু আপনারা যদি প্রকৃত অধিকারীকে উপদেশ দেন, তাহ'লে আমার বড় কষ্ট ভোগ ক'রতে হয়। এই দেখুন, এই কৃষককে খাওয়াবার জন্যে আমাকে কত কষ্ট পেতে হচ্ছে। আপনি তার কাছে চলুন, আপনি বল্‌লে সে খেতে পারে।" তখন বিষ্ণু ও গুরু উভয়ে এক সঙ্গে চাষার কাছে চ'ললেন। চাষার নিকট উপস্থিত হ'য়ে গুরু চাষাকে বল্‌লেন, "কিরে, বিষ্ণু খাবার নিয়ে এসেছেন, তুই খাচ্ছিস্ না কেন?" চাষা বলিল, "গুরুজি, ষাট্ বছর মনের কথা শুনে কোন শান্তি পাই নি, কিন্তু এই সাতদিন আপনার উপদেশ পেয়ে মনের কথা না শুনে বড়ই শান্তি পাচ্ছি, চতুর্দ্দশ ভুবনের আনন্দ আমি এখানে বসেই উপভোগ কচ্ছি, মন ত' চাচ্ছে বিষ্ণুর হাত থেকে খাবার গপাগপ্ খেয়ে ফেল্‌তে, কিন্তু আমি মনের কথা শুনব না।" তখন গুরু বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমার কথা শুনবে কি?" চাষা বল্‌ল, "আপনার কথা নিশ্চয়ই শুনব, আপনারই কৃপায় আমি এত আনন্দ লাভ করেছি, আপনার কথা না শুনলে আমি কৃতঘ্ন হব।" গুরু বলিলেন, তবে লাঙ্গল নামিয়ে রেখে শৌচ করে এসে এই খাদ্যাদি আহার কর তখন কৃষক তাহাই করিল। বিষ্ণু চাষার একনিষ্ঠা ও গুরুভক্তি দেখে তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'লেন ও অন্তে তা'কে মোক্ষ প্রদান করিলেন।

এইরূপ আলোচনার পর সমাগত সকলে উঠিয়া গেলেন।

———

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

হরিদ্বার – ৭ই, আষাঢ় ১৩৩১ সাল বেলা ৩টা।

[মন্ত্রজপ ও প্রাণায়াম]

শিষ্য স্বামীজীকে ডাকের চিঠি পড়িয়া শুনাইতেছে ; পাঠান্তে শিষ্য প্রশ্ন করিল :—

শি। বাবা! প্রাণায়ামের সহিত গুরু, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নাম জপ না করে প্রাণায়াম না করে শুধু ইষ্টমন্ত্র (গুরুদত্ত বীজমন্ত্র) জপ করা কি ভাল নয়? (১)

স্বা। হাঁ বেটা! ইষ্ট মন্ত্র যত বেশী জপ করা যায় ততই ভাল। যার মন জপে একবার বসে গিয়েছে, তার প্রাণায়ামের আর দরকার নেই। কিন্তু যাদের মন জপে বসে না, জপ ক'রতে ব'সলে মন চঞ্চল হয়, তাদের জন্যই

(১) স্বামীজী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যাহার ভগবানের যে নাম প্রিয় সেই নাম প্রত্যেক শ্বাস ত্যাগের সহিত ৩০ বার জপ করিতে উপদেশ করিতেন। এক প্রশ্বাসে ৩০ বার জপ করিয়া মালার একটি দানা সারাইয়া এক মালা (১০৮ দানা) শেষ করিতে হয়। এই প্রকার প্রাতে ৯ মালা ও সন্ধ্যায় ৯ মালা জপ করিলে মনঃস্থির করিয়া ভজনা করা সহজ হয়। এই উপদেশ লক্ষ্য করিয়া উক্ত প্রশ্নটি করা হইয়াছিল।

শিব, গুরু, বিষ্ণু প্রভৃতি যে কোন একটি ভগবানের নামের সহিত প্রাণায়ামের বিধান করা হয়েছে। প্রাণায়ামের বলে মন রুদ্ধ হ'য়ে যায়, তখন আর চঞ্চল হয় না?

শি। প্রাণায়ামের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করা যায় না?

স্বা। কেন যাবে না! এক শ্বাসে ৩০ বার গুরু বা শিবের নাম জপ না করে ৪ কি ৫ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করলেই হয়।

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর শিষ্য উঠে চলে গেল।

———

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বার, ১লা ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮৷৷ টা

[দেহাভিমান পরিত্যাগ কর, সকল সমস্যাই পূর্ণ হইবে]

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত॥"

—গীঃ ২অ ১৮ শ্লো।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" গীতা—২।২২।

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য ও কয়েকজন ভক্ত স্বামীজীর কাছে বসিয়া আছেন। জাগদ্রি হইতে

একজন হিন্দুস্থানী ভক্ত আসিয়াছেন। স্বামীজী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন।

স্বা। আচ্ছা, শিবজীর এক নাম বিশ্বম্ভর নয় কি?

ভক্ত। হ্যাঁ।

স্বা। "বিশ্বং বিভর্ত্তি" ইতি বিশ্বম্ভরঃ, যিনি বিশ্বকে ভরণ করেন, তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর। তবে আর তোমার চিন্তা কি? তুমি যখন বিশ্বের মধ্যেই আছ, তখন ত' তিনি তোমাকেও ভরণ কর্‌বেনই; আর যদি তোমাকে অন্ন না দেন তবে ত' তোমাকে তাঁর বিশ্বের বাইরে রাখতে হবে, সে অবস্থা ত' মুক্তাবস্থা, সুতরাং হয় তিনি তোমাকে ভরণপোষণ কর্‌বেন, নচেৎ তোমাকে মুক্তি দিবেন। তবে আর সংসার কি প্রকারে চ'লবে,—স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কি খাবে—এ প্রকার চিন্তা করে বৃথা কালক্ষেপ ও মাথা খারাপ ক'রবার প্রয়োজন কি?

ভক্ত। তা ত' বুঝেও বুঝি না; মোহে ভুলে আছি।

স্বা। দেহাধ্যাসই যত সর্ব্বসনাশের মূল, দেহাধ্যাস ছেড়ে দাও: পাঁচজন লোকের একটা কড়া (রন্ধনপাত্র) ছিল। এক ব্যাক্তি কোন সময় "কাজ হ'য়ে গেলে ফিরিয়ে দেব" বলে তাদের কাছ থেকে কড়াটা ব্যবহার ক'রতে নিয়েছিল। কাজ শেষ হ'লে পর ঐ কড়ার পাঁচজন মালিক কড়াটা ফেরৎ চাইল। সে ব্যক্তির কড়াটার উপর লোভ এত প্রবল হ'ল যে সে কড়াটি দিতে রাজী হ'ল না, অধিকন্তু বল্‌ল কড়া তার, সেই পাঁচজন প্রকৃত মালিকের নয়। তখন কড়ার

মালিকগণ অগত্যা পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হ'ল। পুলিশ লোকটাকে কড়া ফিরিয়ে দিতে বলায়, সে কড়াটি তার নিজের বলে দাবী ক'রল। কাজেই বিচার হ'ল, বিচারে আসামীকে জেরা করা হ'ল, "কবে তুমি কড়া তৈয়ার করেছিলে? কে তৈয়ার করেছিল? কত ওজন"?—ইত্যাদি। সে কোনও উত্তর দিতে পা'রল না। তখন কড়ার প্রকৃত মালিকদের ঐ সকল প্রশ্ন করা হ'ল এবং তারা সে সকল প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিল। ফলে কড়া ঐ পাঁচজনের প্রমাণ হল, এবং ঐ ব্যক্তি মিথ্যা দাবী করেছে প্রমাণিত হওয়ায়, পুলিশ লোকটিকে যৎপরোনাস্তি প্রহার ক'রল। প্রহারের চোটে লোকটি কাতর হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রল এবং কড়াটি ফিরিয়ে দিল। তদ্বৎ পঞ্চভূতের এই দেহকে "আমার দেহ" বলে দখল করে আছ; কিছুতেই এর অভিমান (অর্থাৎ 'এটা আমার' এই বুদ্ধি) ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু যখন পুলিশরূপ যমদূত উপস্থিত হবে এবং তোমাকে তাড়না ক'রবে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে ছাড়তে বাধ্য হবে। অতএব যমদূতের আসবার ও তাড়না ভোগ করবার পূর্ব্বেই কি দেহাধ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়? দেহ ছাড়তে এত ভয় কেন? জাগধ্রির ঘর ছেড়ে যদি হরিদ্বারে কি হৃষীকেশে ঘর নির্ম্মাণ করে বাস ক'রতে হয়, তাতে কি দুঃখ আছে?

ভক্ত। না।

স্বা। তবে এই দেহ-ঘর ত্যাগ করে অন্য দেহ-ঘরে যেতে তোমার দুঃখ হয় কেন? দেহ ত' ঘর তুমি তার মধ্যে বাস

করছ। তুমি ত' আর নষ্ট হও না, দেহ নষ্ট হয় তাতে তোমার কি ক্ষতি?

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর ভিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে সমাগত শিষ্য ও ভক্তগণ উঠিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

[অবাঙ্‌মনসগোচর অবস্থাই জ্ঞানীর প্রকৃত অবস্থা]

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি ন মনঃ"—কেণ।

হরিদ্বার, ১৩ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮৷৷০ টা

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য স্বামীজীর কাছে বসিয়া আছেন; শিষ্য প্রশ্ন করিল।

শি। বাবা, কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে ভেদ কি? অগ্নিহোত্রাদি অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞাদিই বোধ হয় কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত!

স্বা। হাঁ।

শিষ্য। উপাসনা কাকে বলে?

স্বা। ঠাকুরজীর (ভগবানের) সেবা করা, পূজা করা, তাঁর গুণকীর্ত্তন করা বা ধ্যান করা ইত্যাদিকে উপাসনা বলে। আর এক প্রকার উপাসনা আছে তার নাম 'অহংগ্রহ' উপাসনা। (১)

(১) জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধাবিশ্বতোমুখম্॥
—৯।১৫ গীতা

শি। সেটি কি প্রকার? "অহং ব্রহ্ম" এই ভাবের সাধনা কি?

স্বা। হাঁ, "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই ভাবের সাধনা করার নাম 'অহংগ্রহ' উপাসনা।

শি। 'অহং ব্রহ্ম' এই ভাবের সাধনাও যদি উপাসনার অন্তর্গত হয়, তবে জ্ঞানকাণ্ড কাকে বলে?

স্বা। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"—এই ভাবে অবস্থানই জ্ঞানকাণ্ডের লক্ষ্য। সে অবস্থা লাভ করলে 'আমি ব্রহ্ম' একথা বলতেও লজ্জা বোধ হয়। তখন কে কাকে বলে, নাম রূপের অতীত সে অবস্থা। (২)

(২) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যের বাচ্যার্থ "আমি অর্থাৎ অন্তঃকরণ বিচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই উপাধি বিনির্মুক্ত হইয়া শোধিত হইলে ব্রহ্ম অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য, যেমন কয়লা ও হীরক। ব্রহ্মচৈতন্যে এইরূপে অপরিচ্ছিন্নতা বা অন্তঃকরণরাহিত্য নির্দ্দেশ করিলে উহা একটি জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় বুঝায়, কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর অর্থাৎ অনির্দ্দেশ্য। জীবচৈতন্যের জীবত্বও মিথ্যাকল্পিত উপাধি মাত্র। সুতরাং "অস্মি" এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্যের অপরিচ্ছিন্নতা, জ্ঞেয়তা প্রভৃতি উপাধি এবং জীবচৈতন্যের জীবত্ব উপাধি নিবারণ করিয়া এক মাত্র অখণ্ড চৈতন্য পূর্ণানন্দ জ্ঞানস্বরূপকেই লক্ষ্য করা হয়; এবং ইহাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এ মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ। যেমন গৃহস্থ দেবদত্ত সন্ন্যাসী হইয়া যদি বলে "আমিই সেই" তাহা হলে দেবদত্তের সন্ন্যাসীত্ব ও গৃহীত্ব বাদ দিয়া "আমি" ও "সেই" এই দুই পদের একত্ব প্রতিপাদন

শি। দ্বৈতভাবে উপাসনা করিলে কি মুক্তিলাভ হ'তে পারে?

[দ্বৈতভাবে উপাসনায়ও মুক্তিলাভ হইতে পারে।]

স্বা। কেন হবে না, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির কি মুক্তি হয় নি? মুক্তি কয় রকম বলত'?

করা হয়, সেইরূপ। অতএব দেখা গেল যে 'অহংব্রহ্মাস্মি' একথা বলিতে গেলে জীবের জীবত্ব অঙ্গীকার করিয়াই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দই লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু যে সকল মহাত্মাগণের তত্ত্বনিশ্চয়ে দৃঢ়তাবশতঃ জীব-ভাব ক্ষীণ হইয়াছে, সুতরাং যাঁহারা অহরহঃ অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দেই অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিতেও লজ্জা বোধ হইবে সন্দেহ কি? ঈদৃশ মহাত্মাগণকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে:—

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।"
জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।"
"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ॥"

—বৃহস্পতিঃ।

তত্র কো মোহ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।

—ঈশঃ ৭।

স্বামীজী উল্লিখিত অবস্থাকেই প্রকৃত জ্ঞানীর অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়।

শি। চার প্রকার। (১)

স্বা। কি কি?

---

(১) "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগংতং যেন মামুপযান্তি তে॥"

১০। ১০ গীতা

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

১০। ১১ গীতা

প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাপর সেই সততযুক্ত সাধকগণকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহাদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের উপরই দয়াপরবশ হইয়া আমি তাঁহাদের অন্তঃকরণে আত্মসত্তার প্রকাশ পূর্ব্বক, দীপ্তিময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকি।

"কিমথং কস্য বা তৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধহেতোর্নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং ত্বদ্ভক্তানাং দদাসীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তেষামেব কথং নাম শ্রেয়ঃ স্যাং ইত্যানুকম্পার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজম্ অবিবেকতো জাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমো নাশয়ামি আত্মভাবস্থঃ আত্মনোভাবোঽন্তকরণাশয়ঃ তস্মিন্নেব স্থিতঃ সন্।" শাং ভাষ্য ১০। ১১ —গীতা। অস্যার্থ:—তোমাকে পাইবার প্রতিবন্ধক কিরূপ বস্তুর নাশক সেই বুদ্ধি যোগ তোমার ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কিসের জন্যই বা দান করিয়া থাকে, এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার সমাধান করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন যে—কি প্রকারে তাঁহাদের মোক্ষ লাভ হইবে? এই প্রকার ভাবনায় অনুগ্রহ করিবার জন্য আমি অবিবেক হইতে উৎপন্ন মিথ্যা

শি। সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য। "আমি ব্রহ্ম" এ জ্ঞান না হ'লে যখন কৈবল্য লাভ হয় না, তখন দ্বৈতভাবে (অর্থাৎ আমি ভগবানের দাস ইত্যাদি ভাবে) উপাসনা কর্‌লে মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়?

জ্ঞানরূপ "তমঃ" মোহান্ধকারকে "আত্মভাবস্থ" অন্তঃকরণাশয়স্থিত হইয়া বিনষ্ট করিয়া থাকি। (কিসের দ্বারা নষ্ট করি?) জ্ঞানদীপ দ্বারা।

কেহ কেহ বলেন দ্বৈতভাবে সাধনা করিলে মুক্তিলাভ হয় না, কারণ যেখানে দ্বৈত সেখানেই নাম, রূপ বর্ত্তমান—নাম, রূপ মায়ার কার্য্য, সুতরাং অদ্বৈতে স্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত মায়ার অধীন থাকিতে হয়—কাজেই দ্বৈতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। বাদীদিগের এই মত ভ্রান্ত। বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে দ্বৈত ভাবেই মুক্তিলাভ সহজ সাধ্য—আপনাকে ভগবান হইতে পৃথক মনে করিয়া তাঁহার চিন্তায় দিবারাত্রি রত থাকিলে, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ প্রজ্বলিত করিয়া, সংসারহেতু অনাদি অবিদ্যা বা তমকে নষ্ট করিয়া দেন—অজ্ঞান নষ্ট হইলে বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে জীব স্বতঃই মুক্ত হইয়া যান—তখন নিজেকে অখণ্ড, নির্ব্বিকার, অজ ও অমর বলিয়া মনে হয় এবং সর্ব্বত্রই এক অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি হয়—নাম, রূপ তখন স্বতঃই মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান দ্বৈতভাবে মুক্তিলাভ সহজসাধ্য এবং অদ্বৈতভাবে ক্লেশদায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥" ১২।২ গীতা
"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" ১২।৫ গীতা

স্বা। সারূপ্য-মুক্তির অর্থ কি?

শি। ভগবানের যে রূপ ভক্তেরও সেই রূপ লাভের নামই সারূপ্য মুক্তি।

স্বা। অর্থাৎ বিষ্ণুর চিহ্ন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম তাঁর ভক্তও ধারণ করে এবং অবিকল বিষ্ণুর মত হ'য়ে যায়—নয় কি?

শি। হাঁ।

স্বা। তবে তোর অদ্বৈতবাদের কি হানি হ'ল? ভক্তও যখন ভগবান হ'য়ে গেল, তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এ জ্ঞান তার হল কি না? (১)

শি। হাঁ, আমার শঙ্কা নিবৃত্ত হইয়াছে।

---

(১) ভাগবতে আছে যে ভক্তশিরোমণি নারদ ভগবদ্দর্শন লাভের অনুভূতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "নাপশ্যমুভয়ং মুনে" অর্থাৎ হে মুনে, আমি উভয় অর্থাৎ আমি এবং তুমি দেখি নাই।

ভাগবত ৬অঃ ১৫-১৯ শ্লোঃ

একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ব্রহ্ম যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগ্রহণে ক্ষিপ্তো মহাসংকটে
রুদ্রো যেন কপালপানিপুটকে ভিক্ষাটনঙ্কারিতঃ
সূর্য্যো ভ্রাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥

[প্রারব্ধের ভোগ দৈবাধীন, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি পুরুষকার সাপেক্ষ]

হরিদ্বার – ২৬শে, ভাদ্র ১৩৩১ সাল বেলা ১২টা।

শিষ্য স্বামীজীর নিকট চিঠি পড়িতেছে। পিরোজপুরের (বরিশাল) জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ সেন স্বামীজীর নিকট ব্যাধির জন্য কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। পত্র শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ—

স্বা। লিখে দে—কায়িক পাপের ফল কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি আর কায়িক পুণ্যের ফল রাজপদাদি লাভ। মানসিক পাপের ফল অন্ধ হওয়া, আর মানসিক পুণ্যের ফল দিব্য চক্ষু লাভ। সেইরূপ বাচনিক পাপের ফল বোবা হওয়া, আর বাচনিক পুণ্যের ফল বিদ্যালাভ। এইগুলি ঈশ্বরের নিয়ম। নিজের পুরুষকারের দ্বারা উন্নতিলাভ ক'রতে হয়।

তৎপরে অন্যান্য কথার পর শিষ্য উঠিয়া গেল। সেইদিনের কথোপকথন সমাপ্ত হইল।

———

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

[সন্ন্যাসীর প্রণম্য কে ?]

"নিঃস্তুতির্নিনমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥" মাণ্ডুক্য,
গৌড়পাদীয়কারিকা, ২।৩৭

হরিদ্বার, ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮॥০ টা।

রাত্রে এক ঘণ্টা করিয়া শিষ্য স্বামীজীকে "বিচারমালা" (১) পড়িয়া শুনায়। শিষ্য স্বামীজীর কাছে বসে আছে।

শি। বাবা, পূর্ব্বাশ্রমের পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের সঙ্গে যদি কোন দিন সাক্ষাৎ হয়, তবে প্রণাম ক'রব কি ?

স্বা। হাঁ, মাতাকে প্রণাম ক'রবি।

শি। পিতাকে নয় ?

স্বা। হাঁ, তাঁকেও ক'রতে পার।

শি। পিতৃব্য কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রণাম ক'রব কি ?

স্বা। পিতামাতা ছাড়া আর কাকেও প্রণাম ক'রতে নাই। পিতামাতাকে (২) প্রণাম করলে তাতে তাঁদের প্রত্যবায় হয়,

(১) 'বিচারমালা'—উদাসী সাধু শ্রীঅনাথদাসজী বিরচিত একখানি হিন্দি বেদান্ত গ্রন্থ।

(২) 'আশাম্বরো নির্নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ভিক্ষু'—পরমহংসোপনিষৎ।

কিন্তু তাঁ'রা তোকে প্রণাম ক'রলে তোর কোন পাপ হয় না। কারণ তুই চতুর্থাশ্রমী (অর্থাৎ সন্ন্যাসী), আর তাঁরা গৃহস্থ। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেরও গুরু, কাজেই সন্ন্যাসীদের প্রণাম করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (১) শাস্ত্র পূর্ব্বাশ্রমের পিতামাতাকে প্রণাম করা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলেছেন, কিন্তু আমাদের আচার্য্য (শঙ্করাচার্য্য) সন্ন্যাস গ্রহণ করেও তাঁর মাতাকে প্রণাম করেছিলেন ও তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়াছিলেন, সেই জন্য অধুনা আমাদেরও মাতাকে প্রণাম করা উচিত। কারণ ঃ—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥" (গীঃ ৩।২১)

(অর্থাৎ শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যেরূপ আচারণ করিয়া থাকেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠগণ যাহা প্রমাণ বলিয়া স্থির করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণও তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করেন)।

শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে মাতার অনুমতি প্রার্থনা ক'রলে মাতা 'তাঁকে মৃত্যুর সময় দেখা দিবে' এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে অনুমতি দিয়েছিলেন; তাই তিনি সন্ন্যাসের

(১) যতি পরমহংসস্তু তুর্য্যাখ্যঃ প্রতিবোধিতঃ
যমৈশ্চ নিয়মৈঃযুক্তো বিষ্ণুরূপী ত্রিদণ্ডভৃৎ। ইতি স্মৃতিঃ।
অগ্নির্গুরুদ্বিজাতিনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ
পতিরেকোগুরুস্ত্রীণাং সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরু ॥ মনুঃ।

পরও পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বার জন্য মাকে প্রণাম করেছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমের নাম, গোত্র প্রভৃতি কারও কাছে ব'লতে নেই।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বিচারমালা পাঠ আরম্ভ হইল।

———

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[ভগবান তত্ত্ববেত্তার যোগক্ষেম বহন করেন।]

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"
গীঃ ৯।২২ ॥

হরিদ্বার — ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল রাত্রি ৯টা।

শিষ্যের বিচারমালা গ্রন্থ পাঠান্তে স্বামীজী বলিলেন, "এখন খেয়ে শুয়ে পড়"। স্বামী ব্রহ্মানন্দনজী ও টাকী স্কুলের (২৪ পরগণার) শিক্ষক রামগতি দত্ত মহাশয় আজ বিচারমালা পাঠ শুনিতেছিলেন। ব্রহ্মানন্দজী স্বামীজীর গায়ে চাদর ঢাকা দিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে স্বামীজী বলিলেন ঃ—

এই মুর্দ্দার (মৃত দেহের) চাদর মুর্দ্দাই নিজে ঠিক করে নেবে, তোদের কিছু করবার দরকার নেই। নিজের মুর্দ্দা নিজে পোড়ানই ভাল।

শি। নিজের মৃতদেহ কি কেউ নিজে পোড়াতে পারে?

স্বা। কেন পারবে না? (১) তত্ত্বজ্ঞান হ'লে ত' তত্ত্বদর্শীর কাছে দেহের কোন অস্তিত্বই থাকে না, তার কাছে দেহ ভস্ম বলে পরিগণিত হয়, সুতরাং তা'র দৃষ্টিতে ত' দেহ পুড়েই গেল। তবে দেখ্‌ছ তত্ত্বজ্ঞান হবার পরও তত্ত্ববেত্তার দেহ আহার করে, নিদ্রা যায়, ভোগ করে; তাতে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের কোন সত্তা নাই। প্রারব্ধানুযায়ী দেহের ভোগ হ'য়ে থাকে, ভগবান তাঁর (তত্ত্ববেত্তার) দেহের যত্ন লন গীতায় আছে "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" অর্থাৎ তিনি যোগ ক্ষেম বহন করেন। যোগ অর্থ অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি, ক্ষেম অর্থ প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা—সে কার্য্য ভগবানই করেন। জ্ঞানীর সঙ্গে তার সম্পর্কই নাই।

প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহব্যবহার স্বপ্রযত্নবিনা পরমেশ্বরের দ্বারা সংসাধিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এইরূপ লিখিত আছে, যথা ঃ—(৮।১২।৩)

'নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে
যুক্ত এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ।' ইতি।

---

(১) তাৎপর্য্য এই যে তত্ত্বদর্শী আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছেন অথবা দেহ কি বস্তু তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, সুতরাং নিজের শরীরকে তিনি স্মরণই করেন না; ফলতঃ প্রারব্ধানুসারে যে কোনও প্রকারে দেহের যেরূপ অবস্থা হউক না কেন তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ জন-সন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ করেন না। অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ রথাদি বহনে নিযুক্ত হয়, ঠিক সেইরূপই এই প্রাণ এই শরীরে নিযুক্ত আছে।

ভাগবত স্মৃতিতেও আছে ঃ—(১১।১৩।৩৬)

'দেহং বিনশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎস্বরূপম্।
দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতম্
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরমদান্ধঃ'

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

[ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না, তাই নানা শাস্ত্রের নানা মত।]

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি!" কেনঃ উঃ
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

হরিদ্বার, ২২শে কার্ত্তিক ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৮টা।

শিষ্য স্বামীজীর নিকট "সার সূক্তাবলী" গ্রন্থ পড়িতেছে। সার সূক্তাবলীর কেবলমাত্র এক অধ্যায় অবশিষ্ট থাকিলে স্বামীজী বলিলেন।

স্বা। এক অধ্যায় বাকী আছে এখন রেখে দে, কাল রবিবার কালই শেষ ক'রবি আর অন্য কোন পুস্তক পড়তে আরম্ভ কর্‌বি।

শি। কোন্ পুস্তক পড়ব ?

স্বা। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা "মণিরত্নমালাই" পড়িস্। পুস্তকখানি খুব ছোট, বড় বড় পুস্তক পড়ে ত' তুই আমাকে শুনাতে পারবি না!

শি। কোন্ পুস্তক ?

স্বা। উপনিষদের ভাষ্য।

শি। কেন পারব না! ভাষ্য ত' বেশী শক্ত বলে আমার মনে হয় না।

স্বা। আচ্ছা যদি পারিস্ ত' উপনিষদ্‌ই পড়ে শুনাস্।

শি। কোন্ উপনিষদ্ পড়ব ?

স্বা। প্রথমতঃ ঈশোপনিষদ্‌ই পড়িস্।

শি। ঈশোপনিষদ্ সকল উপনিষদের অপেক্ষা ছোট বটে, কিন্তু সকলের চেয়ে দুর্ব্বোধ্য।

স্বা। হাঁ, ঈশোপনিষদ্‌ই সকল উপনিষদের সার।

শি। উপনিষদ্ পড়ে যাব, যেখানে কঠিন মনে হবে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রব, আপনি বলে দেবেন।

স্বা। আমি কি জানি উপনিষদের ? আমি ত' চাষা, আমি ওসব পড়েছি ?

শি। আপনি ত' পড়েন নাই, কারণ আপনি অকর্ত্তা।

স্বা। না, উপনিষদের ব্যাখ্যা পণ্ডিতলোকেই করতে পারে।

শি। পণ্ডিতলোকের অনুভূতি নাই, কিন্তু আপনার অনুভূতি আছে; কাজেই আপনার ব্যাখ্যাই প্রকৃত ব্যাখ্যা

হবে। জ্ঞানী ছাড়া অন্যলোক উপনিষদের প্রকৃত অর্থ জানে না।

স্বা। জ্ঞানী কে ?

শি। যাঁর তত্ত্বজ্ঞান হ'য়েছে।

স্বা। তত্ত্বজ্ঞান কি করে হয় ?

শি। গুরু ও শাস্ত্রোপদেশে।

[শাস্ত্র আত্মরক্ষার্থ যষ্টিস্বরূপ, কিন্তু উপায় গুরূপদেশ প্রতিপালন ও গুরুকৃপা।]

'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

স্বা। শাস্ত্র ত' কবির কল্পনা মাত্র। হিন্দুরা বেদ মানে, মুসলমানেরা কোরাণ মানে, খৃষ্টানেরা বাইবেল মানে; যাদের শাস্ত্র তাদের কাছেই মিঠে, অন্যের কাছে ত' নয়।

শি। হাঁ, তবে কি শাস্ত্র সব মিথ্যা ? বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে বিভিন্ন মত দেখা যায়, তা হ'লে সত্য কোন্‌টি তার কিছুই ঠিক্ নাই!

স্বা। যা' বেটা নাস্তিক হচ্ছিস্ কেন ? বনে কত প্রকার লাঠি পাওয়া যায়, একখানা লাঠি বন থেকে ঘরে এনে রেখে দিলে কি তাতে আত্মরক্ষার কাজ হয় না ?

শি। তা' ত' হয়।

স্বা। সেইরূপ শাস্ত্ররূপ অনন্ত বন থেকে বেদ, কোরাণ, বাইবেল রূপ যে কোন একটা লাঠি নিলেই আত্মরক্ষা করা যায়। তবে এই যে বিভিন্ন মত এর কারণ আছে।

[ব্রহ্ম কি কেহ মুখে ব'লতে পারে না—সেই জন্য নানা শাস্ত্রের নানা মত]

ব্রহ্ম কি তা' কেউ মুখে ব'লতে পারে না—"অবাঙ্-মনসোগোচরম্" ; কিন্তু তা'র উপমা দেবার ছলে নানা মুনি নানা কথা বলে গেছেন। যেমন এক কুমারী কন্যার বিবাহ হ'য়ে গেল ; সে কয়েকদিন পরে তার পূর্ব্বের সঙ্গিনী কুমারীদের কাছে এসে ব'লতে লাগল—"আহা! স্বামী কি জিনিস! ধন্য স্বামী! ধন্য স্বামী," ইত্যাদি। সঙ্গিনীরা জিজ্ঞাসা কর্‌ল "কি দিদি, স্বামীর কাছে কি সুখ পেলে যে সর্ব্বদা যেন আনন্দ সাগরে ডুবে আছ? সে সুখ কি জিলিপির সঙ্গে মাঠা (ঘোল) খেলে যে প্রকার হয় সেই রকম, বা লাড্ডু পেঁড়া খাওয়ার মত, না আম আঙ্গুরের মত?" দিদি তখন আর কি করে বোঝাবে! তবুও কুমারীদের সে সুখ বোঝাতে চেষ্টা করে ব'লল, "লাড্ডুর চেয়েও মিষ্টি।" কিছুদিন পরে সঙ্গিনীদের মধ্যে আর এক জনের বিয়ে হ'ল। তখন সেও বল্‌তে লাগল "আহা, স্বামী কি ধন! ধন্য স্বামী!" ইত্যাদি। তার পর দুজনে মিলেই "ধন্য স্বামী, ধন্য স্বামী" বল্‌তে লাগল, আর হাত ধরাধরি করে একটু একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তে লাগল। প্রকৃত পক্ষে স্বামী-সুখ যে কি তা' যেমন বিবাহ না হলে বোঝা যায় না, সেইরূপ প্রকৃত ব্রহ্মসুখ কি তা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হ'লে বোঝা যায় না। নানা শাস্ত্রে কেবল মাত্র কৃত্রিম ব্যাখ্যা করেছে কেউ বলেছে লাড্ডুর চেয়ে বেশী মিষ্টি, কেউ

বলেছে পেঁড়ার চেয়ে, আরও কত কি? মোটের উপর ওসব নিয়ে ঝগড়া না করে গুরুমহারাজের চরণতলে বসে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী চল্‌লে তাঁর কৃপায় সকলই একদিন লাভ হবে।

তদেতৎ ইতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুনাপি ন শক্যতে—সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য, প্রথম অধ্যায়, বিজ্ঞানভিক্ষু।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

'মুনি' বা 'মৌনী' কে?

"মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥" গীতা, ১৭। ১৬

হরিদ্বার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৭৷৷০টা।

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য, ব্রহ্মানন্দজী, বিশ্বেশ্বরানন্দজী, চিদানন্দজী ও কেদারানন্দজী স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন। ব্রহ্মানন্দজী স্বামীজীকে প্রণাম করিলে স্বামীজী বলিলেন ঃ—

স্বা। বাঃ তপস্বী! (ক্ষণকাল পরে) আচ্ছা, 'তপস্বীর' অর্থ কি?

ব্রহ্মানন্দ। যে নিজের ধর্ম্ম পালন করে তা'কেই 'তপস্বী' বলে।

স্বা। হাঁ!—আচ্ছা, 'মুনি' শব্দের অর্থ কি? বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে 'মুনি' বলা হয় কেন? আর 'মৌনী' শব্দেরই বা প্রকৃত অর্থ কি?—কায়িক মৌন, বাচনিক মৌন, না মানসিক মৌন?

ব্রহ্মানন্দ। সাধারণতঃ যাঁরা কথা বলেন না তাঁদেরই 'মৌনী' বলা হয়, কিন্তু 'মৌন' শব্দের লক্ষ্যার্থ মানসিক মৌনিত্ব।

স্বা। হাঁ, যাঁদের মন চৈতন্যের মনন ক'রতে ক'রতে লয় হ'য়েছে, চিত্তে আর কোনও প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প উঠেনা তাঁহারা প্রকৃত 'মুনি' (১) বা 'মৌনী' (২) বলিয়া অভিহিত হন। সেই জন্য বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিদিগকে 'মুনি' বলা হয়। তবে, হয়ত' বল্‌তে পার বশিষ্ঠের একশত পুত্র ছিল, আর তিনি

(১) "মুনীনাং (অর্থাৎ) মননশীলানাং সর্ব্বপদার্থজ্ঞানিনাং"—গীতা ১০।৩৭ শ্লো, শাঙ্কর ভাষ্য।

(২) "মৌনং বাক্‌সংযমোঽপি মনঃসংযমপূর্ব্বকো ভবতীতি কার্য্যেন কারণমুচ্যতে মনঃসংযমো মৌনমিতি;" গীতা ১৭।১৬ শ্লো শাং ভাষ্য।

'যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যন্মৌনং যোগীভির্গম্যং তদ্বদেৎ সর্ব্বদা বুধৈঃ॥
বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং যন্ন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥
ইতি তাবত্তবেন্মৌনং সতাং সহজসংজ্ঞিতম্।
গিরা মৌনং হি বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥"

অপরোক্ষানুভূতিঃ।

যজ্ঞাদি কাজ করাইতেন, তবে তাঁকে তত্ত্ববেত্তা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কি করে বলা যেতে পারে। এর উত্তর—শরীরের ভোগ অনিবার্য্য; (১). শরীর যেজন্য উৎপন্ন হ'য়েছে সে ভোগ ভুগ্‌তেই হবে। প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

ব্রহ্মানন্দজী। তবে পুরুষকার দ্বারা কি কিছুই হ'তে পারে না?

[একমাত্র ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়]

'প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।'

স্বা। পুরুষকার দ্বারা পারমার্থিক পথে উন্নত হওয়া যায়, কিন্তু দৈহিক ভোগ খণ্ডন করা যায় না? এক গুরু শিষ্যকে বল্‌লেন—"তুই বিরক্ত হ'য়ে বিচরণ কর্, কোনও প্রকার ভোগে লিপ্ত হ'স্‌নি"। শিষ্য গুরুর আজ্ঞা পেয়ে বল্ল, —"গুরুদেব! তবে আমি বনে গিয়ে বাস করি। কারণ লোকালয়ে থাক্‌লে নানাপ্রকার ভোগ আমার কাছে এসে উপস্থিত হবে"। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর গুরু ও শিষ্য উভয়ে এক গভীর অরণ্যে চলে গেলেন। অরণ্যে গিয়ে শিষ্য এক জায়গায় আসন পেতে বসে গেলেন আর গুরু কিছুদূরে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে এক রাজা মৃগয়া কর্‌তে ঐ বনে এসে উপস্থিত হ'লেন। বনে তাঁবু খাটান হ'ল, আর

(১) গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥"

গীতা, ৩।৩৩

রাজার লোকজন নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত কর্‌তে লাগ্‌ল। ভোজনের সময়ের কিছুপূর্ব্বে হঠাৎ শিষ্যের দিকে রাজার চোখ পড়ে গেল। শিষ্যকে দেখে তাঁহাকে ভোজন করবার ইচ্ছা হ'ল এবং তিনি তাঁকে ভোজন ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। শিষ্যকে অগত্যা রাজার অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে হ'ল; কিন্তু তিনি গুরুদেব নিকটে আছেন জান্‌তেন্, সুতরাং রাজাকে তাঁর গুরুদেবকেও নিমন্ত্রণ কর্‌তে ব'ললেন। রাজা তাই কর্‌লেন এবং আমাত্যদের পাঠিয়ে দিয়ে গুরুকেও আমন্ত্রণ করে আন্‌লেন। তারপর গুরু ও শিষ্য উভয়েই রাজপ্রদত্ত উৎকৃষ্ট অন্নপানাদি গ্রহণ ক'রলেন। বাচ্চা, প্রারব্ধভোগ এই রকমেই হ'য়ে থাকে; যেখানেই যাও না কেন, প্রারব্ধভোগ তোর সঙ্গে সঙ্গেই যাবে, পুরুষকার দ্বারা কেবলমাত্র ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতিলাভ করা যায়। (১)

ব্রহ্মানন্দজী। পুরুষকার দ্বারা উন্নত হওয়া যায় বটে, কিন্তু মনকে জয় করা বড়ই কষ্টসাধ্য।

[প্রকৃত শিষ্য কে?]

"সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ"

স্বা। "তন, মন, ধন,
কর গুরুকে অর্পণ।"

(১) "হেয়ং দুঃখমনাগতম্॥" পাতঞ্জলিঃ যোগসূত্র—সাধনপদ, ১৬ শ্লো। অতীতস্য ব্যতিক্রান্তত্বাৎ বর্ত্তমানস্য তু পরিত্যক্তুমশক্যত্বাৎ অনাগতমেব সংসারদুঃখং হেয়ং হাতব্যং। ভবিষ্যদ্দুঃখনাশায়ৈব যতিতব্যমিত্যুপদেশঃ।

যে তন (শরীর) মন ও ধন তিনটিই শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ ক'রতে পারে সেই প্রকৃত শিষ্য। মন গুরুকে অর্পণ কর্‌লে মনে সঙ্কল্প বিকল্প আর কি ক'রে উঠবে?

ব্রহ্মানন্দজী। মন গুরুকে অর্পণ করাই ত' মুস্কিল।

স্বা। সে তুমি জান ভাই। উত্তম অধিকারী হ'লে সকলই হ'তে পারে। জনক রাজা এক সভা ক'রলেন। সভায় রাজ-সিংহাসনের সম্মুখে প্রকাণ্ড এক আসন পাতা হ'ল। রাজা ইতঃপূর্ব্বে প্রচার করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর প্রশ্নের ঠিক ২ উত্তর দিয়ে তাঁর সংশয় দূর করে দিয়ে তাঁকে মুক্তির অধিকারী করে দিতে পারবেন, তিনি ঐ আসনে বস্‌বার অধিকারী। অনেক বড় বড় ঋষি সভায় উপস্থিত ছিলেন, কেউ সেই আসনে বস্‌তে সাহস ক'রলেন না। অষ্টাবক্র মুনি ঐ সভায় যাচ্ছিলেন; পথে এক বৃদ্ধা একঝুড়ি ঘুঁটে নিয়ে বসেছিল, অষ্টাবক্র মুনিকে দেখে বল্‌ল—"এই ঝুড়িটি আমার মাথায় তুলে দাও"। মুনি তাই ক'রলেন। তারপর বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"তুমি কোথায় যাচ্ছ ঠাকুর?" মুনি বল্‌লেন—"রাজসভায় যাচ্ছি"। বৃদ্ধা বল্‌ল—"তুমি এই ছেলেমানুষ, তোমার দেহটিও আঁকা বাঁকা, সেখানে কত বড় বড় ঋষি গেছেন, রাজার কথার জবাব দিতে পারছেন না, আর তুমি সেখানে গিয়ে কি ক'রবে?" মুনি ব'ললেন—"হ'লই বা দেহ ছোট বা আঁকা-বাঁকা, মন ত' আর তা নয়। এই দেখ, আমার হাতের এই কমণ্ডলুটা আঁকা-বাঁকা, কিন্তু এর ভিতরে যে জল আছে সে

জল ত' আর আঁকা-বাঁকা নয়"। বৃদ্ধা মুনির কথা শুনে মনে মনে ভা'বল, মুনিটি দেখছি সামান্য ছেলে নয়, এর ভিতরে বোধ হয় কিছু সার বস্তু আছে! তখন তাঁকে ঘুঁটের ঝুড়ি তুলে দিতে বলে অপরাধ করেছে ভেবে ক্ষমা চাইল। অষ্টাবক্র মুনি বল্‌লেন, "তাতে দোষ কি? একটা দেহের দ্বারা অপর একটা দেহের সাহায্য হ'ল তা'তে আমার কি ক্ষতিবৃদ্ধি?" তারপর অষ্টাবক্র মুনি সভায় উপস্থিত হ'লেন এবং তিলমাত্রও দ্বিধাবোধ না করে রাজ-সিংহাসনের সম্মুখে যে আসন পাতা ছিল তাইতে বসে প'ড়লেন। রাজা তাঁর যথোযোগ্য পূজা অভ্যর্থনা করে প্রশ্ন ক'রলেন। মুনি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাজাকে ব'ললেন—"আগে আমাকে দক্ষিণা দাও তা'রপর প্রশ্ন করো।" রাজা ব'ললেন—"আপনি কি চান?" মনে মনে ভাবলেন—মুনি হয়তো হাতী, ঘোড়া, টাকা, কড়ি প্রভৃতি চাইবেন; কিন্তু অষ্টাবক্র মুনি সে সব কিছুই চাইলেন না, ব'ললেন—"তোমার মনটী আমায় দক্ষিণা দাও।" রাজা আর কি করেন, প্রতিশ্রুত হয়েছেন, দক্ষিণা দিতে হবে, কাজেই মনটী অষ্টাবক্র মুনিকে দিতে হ'ল। তখন আর প্রশ্ন করে কে? মনত' গুরু নিয়ে ফেলেছেন। গুরুমূর্ত্তিতেই মন নিবিষ্ট হ'য়ে রইল, সঙ্কল্প বিকল্প আর উঠবে কোত্থেকে? উত্তম অধিকারী হলে সকলই হ'তে পারে বাচ্চা।

এইখানেই আলোচনা সমাপ্ত হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং, অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।"

গীতা, ১৫ অঃ, ৩ শ্লোক।

"ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতাঃ পুরাণী।"

ঐ ১৫।৪ ॥

হরিদ্বার—১৪ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল সময় রাত্রি ৯॥০টা।

[দেহে মমতাই শ্রম বিমুখতার মূল কারণ, সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।]

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে স্বামীজী শয়ন করিয়া আছেন। শিষ্য স্বামীজীকে বলিল ঃ—

শি। বাবা! একজন বৃদ্ধ দীক্ষা চাচ্ছে, দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন ক'রবে।

স্বা। এখানে থেকে সে ত' আশ্রমের কোন কাজ কর্‌তে পারবে না?

শি। বৃদ্ধ, ৬৭ বছর বয়স, তা'র দ্বারা শারীরিক কোন সেবা হ'তে পারে না। তাকে ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা দিন, অন্যত্র গিয়ে ভজন করুক।

স্বা। আমার চেয়েও কি বৃদ্ধ?

শি। না!

স্বা। তবে আমি কাজ ক'রতে পারছি, সে পারবে না কেন? তোদের একি রকম কথা?

শি। আপনার কথা স্বতন্ত্র, আপনার ব্রহ্মচর্য্যের বল আছে, কিন্তু এ বুদ্ধের ত' আর তা' নাই।

স্বা। এ বুদ্ধের নাই বটে, কিন্তু তোদের ত' আছে, তোরা কেন শরীরিক পরিশ্রম ক'রতে কুণ্ঠিত হ'স্?

শি। আমারা অলস, দেহাধ্যাস ত' যায় নাই, সেইজন্য দেহের একটু কষ্ট হ'লেই কষ্ট মনে হয়।

স্বা। এখানে এসেছিস্ কেন, দেহধ্যাস রাখতে, না ছুটাতে?

শি। ছুটাতে।

স্বা। তবে কাজ ক'রতে চাস্ না কেন? (১)

শি। শুধু শারীরিক পরিশ্রম কর্‌লেই যদি দেহাধ্যাস ছুট্‌ত, তবে ত' কুলি-মজুররাও মুক্তপুরুষ হ'ত। সাধন না ক'রলে ত' কিছু হবে না, তাই সাধন-ভজন ক'রতে ইচ্ছা হয়।

স্বা। কে নিষেধ করে? ভোর ৬টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত একাসনে বসে থাক্ দেখি, আমি কোন কাজ ক'রতে বলব না।

শি। বৈরাগ্য নাই, তাই সাধন-ভজনে মন লাগে না, বৈরাগ্য থাকলে কি আর সাধন না করে থাকা যায়? তীব্র

(১) দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥
গীতা ১৮।৮ শ্লোঃ।

বৈরাগ্য যার হয়েছে, সে কি আর রাত্রে ঘুমাতে পারে? বাবা, এই রকম বৈরাগ্য লাভের উপায় কি?

[দেহাভিমান সকল বাসনার মূল কারণ, সুতরাং বাসনাসমূহের সমূলে ধ্বংস করিতে হইলে দেহাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে]

স্বা। গাছের পাতা শুকিয়ে গেলে গাছটাও শুকিয়ে যায় কি?

শি। না।

স্বা। কিন্তু গাছের মূলটা ধ্বংস ক'রতে পার্‌লে পাতা শুদ্ধ সমস্ত গাছটাই নষ্ট হ'য়ে যায়। সেইরূপ একটি একটি বিষয় থেকে মনকে টেনে নেবার চেষ্টা করলে বাসনার সমূলে নাশ হয় না, কিন্তু এই শরীর থেকে মনটা টেনে নিলে বাসনা কামনা স্বতঃই নষ্ট হ'য়ে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; সুতরাং 'এই নশ্বর শরীরটা আমি নই, এ শরীর রক্তমাংসের একটি খাঁচা'—এই প্রকার চিন্তা কর্‌তে থাকে; এই থেকেই বৈরাগ্যর উদয় হবে। সর্ব্বদা সন্তোষকে আশ্রয় করে থাক্।

[সন্তোষ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিসাধন করিতে হয়, ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিসাধন করা যায় না।]

এক ব্যক্তির একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি প্রচার করে দিলেন,—"আমি পাঁচটা ছাগল দেব, যে ব্যক্তি তাদের খাইয়ে তৃপ্ত ক'রতে পারবে, তা'কে আমার কন্যা দান ক'রব।" অনেক বড় বড় রাজা কন্যালোভে ঐ ছাগল পাঁচটাকে পেট ভরে খাওয়ালেন, এবং কয়েকদিন

পরে কন্যার পিতাকে ছাগলগুলো ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু কন্যার পিতা সভায় বসে ছাগল পাঁচটাকে যেই ডাক্‌লেন, ছাগলগুলো এসে তাঁর হাত থেকে কয়েকটি গাছের ডাল আগ্রহের সহিত খেল। তখন কন্যার পিতা রাজাদিগকে ব'ললেন—"কই, আপনারা আমার ছাগল ক'টাকে তৃপ্ত করে খাওয়াতে পারেন নি, কারণ তা'রা খেয়ে তৃপ্ত হ'লে আমার হাতের এই ডালগুলো আগ্রহের সহিত খেত না; সুতরাং আপনারা আমার কন্যালাভের অযোগ্য।" এইরূপে যত বড় বড় রাজা ও ধনী ছিলেন, তাঁরা সকলেই ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে চলে গেলেন। সেই সময়ে একটি দরিদ্র বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সভাস্থলে কন্যার পিতাকে বল্‌ল,—"মহাশয়, আপনি ছাগল পাঁচটি আমাকে দিন, আমি তাদের খাইয়ে তৃপ্ত করে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রব।" সভায় যে সব বড় বড় রাজা ও অন্যান্য লোক ছিলেন, সকলেই সেই কথা শুনে হাসতে লাগলেন। সে যাই হোক, কন্যার পিতা ঐ লোকটির কথায় কোন প্রতিবাদ না করে ছাগলগুলি তাঁকে দিলেন। লোকটি ছাগল ক'টাকে একটা ঘরে নিয়ে বন্ধ করে আস্তে আস্তে একটা ছুঁচ দিয়ে তাদের জিভ ফুটো করে দিল। ছাগলগুলোর জিভ থেকে খুব রক্ত বেরুতে লাগল। রক্তপড়া একটু থাম্‌লে লোকটি ছাগলগুলোর মুখ বেশ করে ধুয়ে বেঁধে দিল। তারপর ৪।৫ দিন হয়ে গেলে ঐ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছাগল ক'টাকে নিয়ে এসে সেই কন্যার পিতাকে বল্‌ল,—"মহাশয়, আপনি যদি

এদের গাছের ডালপাতা কিছু খেতে দিয়ে পরীক্ষা করতে চান, তবে প্রথমে সে গুলো ভাল করে গুণে দেখুন, তার পর পরীক্ষা করে দেখবেন।" কন্যার পিতা তাই কর্‌লেন। তারপর সেই ব্যক্তি সভাস্থলে ছাগল পাঁচটাকে ছেড়ে দিল। পূর্ব্বের মত কন্যার পিতা ছাগল ক'টাকে কয়েকটি গাছের ডালপাতা দেখাইয়ে ডাক্‌লেন, এবার ছাগলগুলো সেই ডালপালায় মুখ লাগাল বটে, কিন্তু তাদের জিভগুলো বেদনায় ফুলে ছিল বলে একটা ডালও খেতে পারল না; সুতরাং ডালপালা একটিও কম্‌ল না, যেমন ছিল তেমনি রইল। তাই দেখে সকলে খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, এবং ঐ ব্যক্তির প্রসংশা করতে লাগল। কন্যার পিতাও অগত্যা ঐ দরিদ্র লোকটীকেই কন্যাদান ক'রলেন। এই প্রকার পাঁচটি ছাগলরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) যতই বিষয়ভোগে লাগাবে, তাদের কখনও তৃপ্তি হবে না, কিন্তু ছুঁচ রূপ সন্তোষ দ্বারা তাদের ভোগ থেকে নিবৃত্তি কর্‌তে পারলে কন্যারূপী ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হ'য়ে থাকে। (১)

[অজ্ঞানেও চৈতন্য আছে—কিন্তু এই চৈতন্য সামান্য-চৈতন্য, বিশেষ-চৈতন্য নহে।]

শি। আচ্ছা, চৈতন্য ত' ব্যাপক, তবে কি অজ্ঞানেও চৈতন্য আছে?

(১) সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ।
(পতঞ্জলি যোগসূত্র—সাধনপাদ, ৪২।)

স্বা। কেন থাক্‌বে না? অজ্ঞানে চৈতন্য না থাক্‌লে ত' তোর চৈতন্য (ব্রহ্ম) একদেশী হ'য়ে যায়।

শি। অজ্ঞানের মধ্যেও ব্রহ্ম (চৈতন্য) থাকলে অজ্ঞানের অস্তিত্ব কি করে স্বীকার করা যায়? ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞান ও অজ্ঞান কি একত্র থাক্‌তে পারে? রাত্রি ও দিন কি এক সঙ্গে থাক্‌তে পারে?

স্বা। কাঠের ভিতর অগ্নি (অর্থাৎ তেজ) আছে, তা'তে কাঠের অস্তিত্বের কোন হানি হয় কি?

শি। না, কাঠের ভিতর যে তেজ আছে, সেটা ঘর্ষণ দ্বারা প্রজ্বলিত হ'য়েই কাঠ দগ্ধ করতে পারে, কিন্তু তার পূর্ব্বে পারে না।

স্বা। সেইরূপ অজ্ঞানেও চৈতন্য (ব্রহ্ম) আছে, কিন্তু তা'তে অজ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় না; এই চৈতন্যকে সামান্য-চৈতন্য বলে। সামান্য-চৈতন্যই সর্ব্বব্যাপক আকাশবৎ; এই চৈতন্য দ্বারা কা'রও কোন ক্ষতি বা লাভ হয় না। কিন্তু বিশেষ-চৈতন্যেই জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের কাছে অজ্ঞান থাক্‌তে পারে না। অন্তঃকরণ-সংযুক্ত সামান্য চৈতন্যকেই বিশেষ-চৈতন্য বলা হয়।

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর শিষ্য নিজের কাজে চলে গেল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ।

১।৫৬ পঞ্চদশী।

[বৃত্তি দ্বারাই ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়—চৈতন্য এই বৃত্তির আধার, মন নহে।]

হরিদ্বার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৩২ সাল, রাত্রি ৯টা।

আরতি ও মহিম্নস্তোত্রাদি পাঠান্তে শিষ্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এবং অন্যান্য সকলে স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট।

স্বামীজী প্রশ্ন করিলেন:—

স্বা। (ব্রহ্মানন্দজীকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, তোর নাম ত' ব্রহ্মানন্দ; বল ত' ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে কে।

ব্রহ্মানন্দজী। জীবাত্মাই ভোগ করে।

স্বা। জীবাত্মা কাকে বলিস্? জীবের আত্মা ও ব্রহ্ম এ দুয়ের মধ্যে ত' কোন ভেদ নাই; এক আত্মা অন্য আত্মাকে ভোগ করে বল্‌লে ত' আত্মা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। শরীর ত' জড়—ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে কে?

শি। ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য এই ত্রিপুটী থাকতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম সদা একরস, অদ্বিতীয়।

স্বা। তবে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে কে? যদি বলিস্

আত্মাই আত্মার আনন্দ ভোগ করে, তা' হ'তে পারে না; কারণ দ্বৈত না হ'লে ভোগ কি করে হবে? কেউ ত' ভোগ ক'রবে, সে কে বা কি?

এই প্রশ্নের পর শিষ্য চুপ করিয়া রহিল, পরে স্বামীজী মহারাজ বলিলেন :—

স্বা। সে জিনিষটি বৃত্তি। বৃত্তি দ্বারাই ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়।

শি। বৃত্তি অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার) ধর্ম্ম। এখন যদি বলেন, "বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ হচ্ছে" তবে—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম তৎ বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥" (১)

এই বাক্যটি মিথ্যা হয়।

[ব্রহ্মাকার বৃত্তি হইলে—ঐ বৃত্তির জনক অন্তঃকরণাদি থাকে না]

স্বা। না, তা' হবে কেন? বৃত্তিটা মন হ'তেই উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মাকার বৃত্তি হ'লে মনাদি অন্তঃকরণ থাকে না, সেগুলির তখন লয় হ'য়ে যায়। যদিও বৃত্তির জনক অন্তঃকরণ, তথাপি ঐ বৃত্তির উৎপত্তি হ'লে অন্তঃকরণ আর থাকে না, অন্তকরণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—যেমন বারুদ হ'তে অগ্নি উৎপন্ন হ'য়ে বারুদকে ভস্ম করে, সেইরূপ।

(১) কেনোপনিষৎ; প্রঃ অঃ ৫ শ্লোঃ।

[ব্রহ্মকার বৃত্তি কিরূপ?]

মনের দ্বারা কখনও ব্রহ্মোপলব্ধি হ'তে পারে না। মন থেকে উৎপন্ন বৃত্তি দ্বারাই তাহার উপলব্ধি হয়, তখন মন ঠন থাকে না। তুই এখানে বসে আছিস্; আর তোর মন কলিকাতার কোন লোকের চিন্তায় মগ্ন আছে; এখানে বাস্তবিক পক্ষে মন কলিকাতায় যায়নি, মনের বৃত্তিই কলিকাতায় গিয়েছে,—কত পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী অতিক্রম করে গিয়েছে। ঐ সব পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী ঐ বৃত্তির সাধকও নয় বা বাধকও নয়; ঐ বৃত্তি চৈতন্যের আশ্রয়ে চলে থাকে, চৈতন্য তা'র আধার। এইরূপে বৃত্তিই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে থাকে।

[জীবন্মুক্তের শরীরপাত পর্য্যন্ত ব্রহ্মাকার বৃত্তি থাকে]

শি। তাহ'লে মুক্ত পুরুষেরও দ্বৈতভাব থাকে, এক বৃত্তি ও এক ব্রহ্মানন্দ।

স্বা। হাঁ, মুক্ত পুরুষের যে পর্য্যন্ত শরীর বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তিও থাকে। ঐ বৃত্তি দ্বারাই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জীবন যাপন করে থাকেন। কিন্তু শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৃত্তিরও নাশ হয়। তখন ঠিক ঠিক অদ্বৈত হওয়া যায়—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সে অবস্থায় ঐ বৃত্তিও আর থাকে না।

[মোহকে বৈরাগ্য দ্বারা, ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা ও লোভকে সন্তোষ দ্বারা জয় করিবে।]

কিছুক্ষণ পরে ক্রোধ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন।

স্বা। (শিষ্যের প্রতি) কারও উপর ক্রোধ করিস্ নি। যদি কারও কটূক্তিতে হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয়, তখন মনে করবি "শব্দ আকাশের গুণ"—সুতরাং মিথ্যা; মিথ্যাবস্তু দ্বারা আমার হৃদয়ের শান্তিভঙ্গ হতে দিব কেন?" এই রকম বিচার করে মনকে শান্ত রাখতে হয়। আর কারও ব্যবহারে ক্রোধের উদ্রেক হলে মনে করবি—শরীর ত পঞ্চভূতের, সুতরাং মিথ্যা; সেই মিথ্যা শরীরের ব্যবহারে ক্রোধ করবার অবসর কোথায়? সর্ব্বোপরি ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করবি। শত্রু মিত্র সকলকেই ক্ষমা করে যাবি; তাহলেই শান্তি মিলবে। কাম ও মোহকে বৈরাগ্য দ্বারা, ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা ও লোভকে সন্তোষ দ্বারা জয় করবি। ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলে কাজ চলে না; তাই লোকের শাসনের জন্য একটু ক্রোধ রাখতে হয়।

[গুণভেদে ক্রোধ তিন প্রকার।]

সত্ত্বগুণের ক্রোধ রাখবি, রজঃ ও তমোগুণের ক্রোধ বিষবৎ পরিত্যাগ করবি। সত্ত্বগুণের ক্রোধ যেমন,—জলের উপর রেখা টানা—জলের উপর রেখা টানা মাত্রই জলের সঙ্গে মিশে যায়; সেইরূপ সত্ত্বগুণের ক্রোধ যার উপর হয়, তাকে সামান্য একটু তিরস্কার করলেই ক্রোধ চলে যায়। রজোগুণের ক্রোধ যেমন,—বালির চরের উপর বালির ঢেলা রাখা; বালির ঢেলা বাতাস এলে বালির চরের

সঙ্গে মিশে যায়; কিন্তু আপনা আপনি বালির সঙ্গে মিশে যায় না। সেইরূপ রজোগুণের ক্রোধ কারও উপর হলে, তাকে অনেকক্ষণ তিরস্কার করলে বা অন্য কেউ এসে যিনি ক্রোধ করেছেন, তাঁকে যদি বুঝিয়ে বলে যে, 'লোকটির বিশেষ দোষ নাই, ওকে ক্ষমা করুন', তবে যায়। আর তমোগুণের ক্রোধ যেমন, জলের সঙ্গে তেলের কস্মিন্ কালেও মিল হয় না। সেইরূপ তমোগুণের ক্রোধ যার উপর হয়, সে ব্যক্তি যিনি ক্রোধ করেছেন তার কাছে ক্ষমা চাইলেও তার ক্রোধ যায় না, আজীবন থেকে যায়। তমোগুণী যার উপর ক্রুদ্ধ হয়, তাকে প্রকাশ্যে বিশেষ তিরস্কার করে না, কিন্তু তার দোষ মনে মনে রেখে দেয়, সেইজন্য তার ক্রোধ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অতএব বৎস! রজঃ ও তমোগুণের ক্রোধ না করে, প্রয়োজন হলে সত্ত্বগুণের ক্রোধকে আশ্রয় করো।

[যিনি দেহাভিমানশূন্য রিপুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।]

শি। বাবা! রিপুগণকে জয় করা বড়ই মুস্কিল।

স্বা। যে ব্যক্তির কাছে স্ত্রী, জমি ও টাকা আছে, তার কাছেই কালেক্টর এসে খাজনা চায়, কিন্তু যার কাছে সে সকলের একটিও নেই, তার কাছে কালেক্টর খাজনা চায় কি?

শি। না।

স্বা। তদ্বৎ হে পুত্র! যার দেহাধ্যাস আছে, যে দেহকেই আত্মা বলে মনে করে, তার মনে কামাদি রিপুগণ আসবেই; আর যার দেহে আত্মবুদ্ধি নেই, যিনি আপনাকে

দেহাতীত বলে জেনেছেন, তাঁর কাছে রিপুগণ আসতেই পারে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দেহাধ্যাস ছাড়তে চেষ্টা কর।

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"—গীতা

হরিদ্বার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল, রাত্রি ৭টা।

আরতি প্রভৃতি পাঠান্তে শিষ্য প্রভৃতি স্বামীজীর নিকট বসিয়া আছে।

শিষ্য। (স্বামীজীকে) বাবা!

গহে ছছুন্দর অহি মরে ত্যজে দৃগনকী হান।
জল পায়ে সুখ হোত হৈ, নর সৎসঙ্গ প্রমাণ॥

বিচারমালা। শিষ্য আশঙ্কা॥২৭॥

—এই শ্লোকটির অর্থ কি?

স্বামীজী। সাপ ইঁদুর মনে করে ছুঁচোকে ধরে—এখন যদি ছুঁচোটাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে চোখ মুখ ফেটে সাপটার মৃত্যু অনিবার্য্য, আর যদি ছেড়ে দেয়, তাহলেও সাপের চোখ দুটি নষ্ট হয়ে যায়। এই উভয় সঙ্কটে কি করলে সাপটা রক্ষা পেতে পারে? তাই বলছে—"জল পায়ে সুখ হোত হৈ" অর্থাৎ সাপটা যদি কোনও রকমে জলে প্রবেশ করতে পারে, তবেই সুখ হয়, অর্থাৎ সে ঐ উভয় সঙ্কট হতে রক্ষা পেতে পারে।

শিষ্য। এর অর্থ কি?—ছুঁচোকে গিলতে সাপের মৃত্যু হবে কেন, আর ছাড়লেই বা তার চোখ যাবে কেন? তারপর জলের মধ্যে প্রবেশ করলেই বা সে বিপদ থেকে রক্ষা পায় কি করে?

স্বামীজী। ছুঁচোর মাংস ভারি গরম ও দুর্গন্ধ, ছুঁচো খেলে গরমের জন্য সাপের মুখ চোখ ফেটে মৃত্যু হয়, আর ছাড়লেও সেই কারণে চক্ষু দুটী নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ছুঁচোটাকে মুখে করে সাপ যদি খুব ঠাণ্ডা জলে গিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে জলের ঠাণ্ডাতে ছুঁচোর শরীরের গরমটা কেটে যায় আর সাপ ও ছুঁচো উভয়েই অত্যন্ত শীতল হয়ে যায়, তখন ছুঁচোকে ছেড়ে দিলে সাপের কোন প্রকার হানি হয় না; সে শরীরে জোর পায়। সেইরূপ জীব বিষয় গ্রহণ করেও দুঃখ ভোগ করে, আবার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না। বিষয়াসক্ত জীবের এই উভয় সঙ্কট থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গের গুণে জীবের অহংকার, অভিমান ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়; সুতরাং বিষয়ের সহিত সংযোগে বা বিয়োগে দুঃখ পায় না, এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে চিরশান্তি পায়। অতএব সর্ব্বদা সৎসঙ্গে দিন যাপন করা উচিত।

[জপ কিরূপ করিতে হয়? জপের মাহাত্ম্য]

কিছুক্ষণ পরে জপপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন।

স্বামীজী। মন ভগবান্ বা আত্মায় নিবদ্ধ করে জপ করতে পারলে প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা ঠিক বটে। মন ভগবানে বা আত্মায় নিবদ্ধ না করে জপ করলে কোন লাভ হয় না।

স্বামীজী। দূর বেটা! তুই যে একেবারে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছিস্। এ রকম সিদ্ধান্তে আশা তোর উচিত হয়নি। খালি জপ করলে যদি কোন লাভ না হবে, তবে গীতায় "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" একথা বলার মানে কি? জপ করবার সময় মন কখনও আত্মাভিমুখী হয়, কখনও বা বহির্বিষয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, তাতে কোন ক্ষতি নাই; জপ করতে করতে শেষে মন আপনিই ভগবান্ বা আত্মায় লয় হ'য়ে যায়। জপ যত বেশী করা যায়, ততই ভাল। জপ করতে করতেই শেষে তৈলধারাবৎ মন ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকে।

[কৃতঘ্নতা দোষ নিবারণের ও লোকসংগ্রহের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও জপাদি করিয়া থাকেন।]

শিষ্য। সে অবস্থা লাভ করতে পারলে ত আর জপের দরকার হয় না।

স্বামীজী। হাঁ, প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু কৃতঘ্নতা দোষ দূর করবার জন্য আর লোকসংগ্রহার্থে তখনও জপ করা উচিত। ধূলির গল্প মনে আছে ত?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, আছে। (১)

স্বা। সেইরূপ কৃতঘ্নতাদোষ দূর ক'রবার জন্য, বৃত্তি সর্ব্বদা ব্রহ্মাকার হ'লেও জপ করা উচিত। জপের বলে অসম্ভবও

(১) গল্পটি এই :—এক ব্যক্তি অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া দৈববশে ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে, এই বিশ্বাসে প্রত্যহ পথের ধূলা ইতস্ততঃ সঞ্চালন

[জপের বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।]

সম্ভব হয়।—এখানে একটি কুলি ছিল। লোকটি মোটা-বুদ্ধি, কিন্তু সরলচিত্ত ছিল। একদিন কল্যাণপুরীজী আমাকে বললেন, "স্বামীজী! এর একটু কল্যাণ করুন, একে মন্ত্র দিন"। আমি ব'ললাম, এর মোটা বুদ্ধি, একে মন্ত্র দিয়ে

করিয়া তন্মধ্যে মনি রত্ন প্রভৃতি কিছু মূল্যবান্ পদার্থ আছে কি না আগ্রহের সহিত অন্বেষণ করিত। একদিন এক দয়ালু ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির এই অদ্ভুত অধ্যবসায় ও আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করিয়া করুণাপরবশ হইয়া তাহার জন্য গোপনে ধূলির মধ্যে বস্তুতঃই একটি মণি নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। পরদিবস যথারীতি ধূলি পরীক্ষা করিতে করিতে ঐ ব্যক্তির সেই মণিটি নয়নগোচর হইল এবং উহা দৈববশে লব্ধ হইয়াছে মনে করিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। মণিটি মহামূল্যবান্ ছিল; সুতরাং তদ্দ্বারা তাহার দারিদ্র্যদুঃখ অপনোদিত হইল বটে, কিন্তু তথাপি সে প্রত্যহ ধূলি সঞ্চালন কার্য্য করিতে বিরত হইল না। ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া সে ব্যক্তি তৎপ্রদত্ত মণি পাইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ দরিদ্র ব্যক্তি মণিপ্রাপ্তি স্বীকার করিলে ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাকে পুনরায় ধূলি পরীক্ষা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সে বলিল, "মহাশয়! ধূলি পরীক্ষা-কার্য্যের ফলে আমি এই মণি লাভ করিয়া নিদারুণ দারিদ্র্যদুঃখের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছি। এক্ষণে যদি আমি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমি কৃতঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হইব। আমার দৈনিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ না করার ইহাই একমাত্র কারণ।"

কি লাভ? আচ্ছা, আপনি যখন ব'লছেন, তখন এর একটু উপকার ক'রব।" তারপর ঐ লোকটিকে ডেকে আমি "পঞ্চাক্ষর" মন্ত্র দিলাম ও গলায় কণ্ঠী বেঁধে দিলাম। আর বললাম—"দেখ, আজ হ'তে তুমি সাধু হ'য়েছ, আমার শিষ্য হ'য়েছ, এখন আর তুমি কুলি নও। এখন কাজ ছেড়ে দিয়ে কোন শিবমন্দিরে বসে যত পার জপ কর"। লোকটি ছিল ভোলাভালা ও সরল, সে ত' আমার কথা শুনে এক শিবমন্দিরে গিয়ে অহর্নিশি জপ করতে লাগল। লোকে স্বেচ্ছায় যা' খেতে দিত তাই খেত। দুই বৎসর এই ভাবে জপ করতে করতে লোকটির ইষ্ট দর্শন হল। শিবজী তাকে দর্শন দিলেন। তারপরও সে ঐ মন্দির পরিত্যাগ করল না। ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকটী যুবতী তাঁকে নির্জ্জনে পেয়ে নানাপ্রকার অন্যায় আচরণ করতে লাগল। লোকটী তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে শিবজীকে বল্‌ল—"হে শিবজী, দেখুন এরা আমাকে বৃথা কষ্ট দিচ্ছে।" দেখ্‌তে দেখ্‌তে এর ২।৪ দিনের মধ্যেই যুবতী কয়টী কলেরা রোগে মারা গেল। তখন গ্রামের সকলে ঐ সাধুটিকে সাক্ষাৎ কালসর্প মনে করে ভয় ও সেবা করতে লাগল। যে যে কামনা করে তার সেবা ক'রত, শিবজী তার সে কামনা পূর্ণ করতেন; দেখ্, সাধু নিজে কাউকে বর বা সাপ সহজে দেন না, তাঁর আরাধ্য দেবতাই ভক্তের মান রক্ষা করবার জন্য তাঁর সেবকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং অনিষ্টকারীরও

সর্ব্বনাশ করেন। অতএব জপকে তুচ্ছ বলে অবহেলা করিস্‌নে। জপের মত উৎকৃষ্ট সাধন আর নাই *

এই প্রকার অন্যান্য কথার পর সকলে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

(কঠঃ উ ৩।১২)

হরিদ্বার—২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল রাত্রি ৭টা।

[ব্রহ্ম অতীশয় সূক্ষ্মবুদ্ধির গম্য—স্থূলবুদ্ধি-গম্য নহেন।]

স্বামীজীর নিকট শিষ্য প্রভৃতি উপবিষ্ট আছেন।

স্বা। (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) গরুর জন্য ঔষধ এনেছ কি?

শি। আজ্ঞে, হাঁ, এনেছি, ৫৷৷০ টাকা দাম নিয়েছে।

স্বা। তা এতই খরচ হচ্ছে, গরুর ঔষধের জন্যও না হয় কিছু টাকা গেল। গো-সেবা একান্ত কর্ত্তব্য। ডাক্তার গরুকে কি খেতে দিতে বলেছেন?

শি। খাবার কথা আবার কি বললে, এত আর মানুষ নয়!

---

* জপাৎ সিদ্ধিঃ।

স্বা। না বেটা, তা বলে থাকে। দেখ্ আকবর বাদসাহের রাজত্বের সময় একজন বড় হিন্দু কবিরাজ ছিলেন। মুসলমান হাকিমেরা বাদসাহের সভায় একদিন নিজেদের স্পর্দ্ধা দেখাবার জন্য তাঁকে বললেন, "ওহে কবিরাজ মহাশয়, তুমি আর চিকিৎসা শাস্ত্রের কি জান?" তারপর নিজেদের পারদর্শিতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার শ্লাঘা করতে লাগলেন। বাদসাহ খুব বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি বললেন, —"আচ্ছা, তোমাদের পরস্পর ঝগড়া করে কাজ নেই; আমি একজন রোগী দেখাব, তার ব্যারামটা কি, আর কি ঔষধ ও পথ্য দেওয়া দরকার, তা যে ঠিক ঠিক বলতে পারবে, তাকেই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে মানতে হবে। আমার বেগম পীড়িতা, তাঁর হাতে একটা সুতো বেঁধে পর্দ্দার ভিতর দিয়ে সেই সূতোটি তোমাদের হাতে এনে দেব। সেই সূতা পরীক্ষা করে যে রোগীর ব্যারাম ও ঔষধ ঠিক করে বলতে পারবে, তাকেই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য বলা যাবে। এই বলে বাদসাহ গোপনে নীচের তলায় একটা মহিষের শৃঙ্গে একটা সুতো বেঁধে চারতলার ঘরে হাকিমদের হাতে সূতোটি দিয়ে রোগ নির্ণয় করতে বললেন; কিন্তু হাকিমরা সূতো হাতে নিয়ে রোগ ঠিক করতে পারলেন না। তারপর সেই কবিরাজ মশায়ের হাতে সূতা দেওয়া হল। তিনি অনেক পরীক্ষা করে বললেন,—"জাহাপনা! এর পথ্য ৫ সের বনোলা, ৫ সের খইল ও ৫ সের চানা (বুট)।" হাকিমরা আর

বাদসাহের সভার অন্যান্য লোকেরা ত শুনে হেসেই খুন; বেগমের জন্য পথ্যের ব্যবস্থা হল খইল, বনোলা ও চানা— তাও আবার রোজ ১৫ সের করে! কিন্তু বাদসাহ কবিরাজকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন; তারপর ব্যাপারটা কি প্রকাশ করে বললেন। বাদসাহের কথা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল, আর কবিরাজকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগল এবং মুক্ত কণ্ঠে তাঁকে সকলে বৈদ্য-শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করল। সেইরূপ হে পুত্র! যাঁদের অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে, তাঁরা বিবেকবলে পঞ্চকোষের (১) পরে আছেন যে ব্রহ্ম, তাঁকে জ্ঞাত হয়ে থকেন; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি অজ্ঞানী লোকেরা ব্রহ্মকে কখনও জানতে পারে না।

তৎপরে অন্যান্য কথার পর স্বামীজী মহারাজ প্রশ্ন করিলেন—

[বিভিন্ন পন্থার সাধককে নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্বে উপনীত করিবার কৌশল—তাঁহাদিগের উপাস্য ও অভিমতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ধীরে ধীরে যুক্তির সাহায্যে উপদেশ করা।]

স্বা। আচ্ছা, তোর ত বেদান্তবাদী, কিন্তু বল ত যারা তোদের মত মানে না, তাদের কি করে নিজেদের মতে আন্‌বি? তাদের কাছে যদি বলিস্,—"তোমাদের মত বা ইষ্ট মিথ্যা, আমাদের মত বা ইষ্ট সত্য" তাহলে তারা

(১) অন্নময় কোষ স্থূলদেহ। প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষত্রয়ে সূক্ষ্মদেহ। আনন্দময় কোষ কারণশরীর।

ত তোদের কথা শুনবে না। ধর, আর্য্য সমাজীরা, তাদের কি করে বুঝাবি? তারা ত শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রেতকার্য্য মানে না; কিন্তু আবার সাকার নিরাকার মানে। জানিস্, তাদের সাকার কি?

শি। বোধ হয় অগ্নি, কারণ অগ্নিতে তারা হোম করে থাকে।

স্বা। না বেটা! তাদের সাকার—ঈশ্বর, নিরাকার-ব্রহ্ম।

শি। আচ্ছা! তারাও ঈশ্বর ও ব্রহ্ম মানে, তবে আমাদের সঙ্গে ত মিল আছে।

স্বা। না রে না! আগে শোন, তারপর বলিস্। তারা ঈশ্বর, ব্রহ্ম মানে বটে; কিন্তু বলে যে জীব চিরকালই ঈশ্বরের দাস থাকবে, জীব কখনও ঈশ্বর হতে পারে না, আর ঈশ্বরও কখনও ব্রহ্ম হতে পারে না।—যেমন ধানগাছ কখনও তুষ হতে পারে না এবং তুষ কখনও চাল হতে পারে না। এখানে ধানগাছ হল জীব, তুষ ঈশ্বর আর চাল ব্রহ্ম।

শি। আচ্ছা, তাদের মুক্তি কি রকম?

স্বা। তারা বলে যে সাধনায় সিদ্ধ হলে সিদ্ধপুরুষ ভগবানের কাছে কাছে লক্ষ বছর বাস করে আবার জন্মগ্রহণ করে। এই রকম বলার উদ্দেশ্য এই যে, পুনর্জন্ম স্বীকার না করলে ধীরে ধীরে সকল জীবই যখন মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সৃষ্টির লোপ হবে। কিন্তু তা হতে পারে না; কারণ সৃষ্টি অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, আর অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলবে। আমি দয়ানন্দ স্বামীজীকে (আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী) বলতাম,—দেখুন, আমরা দুজনেই সরকারী চাকুরী করেছি, তারমধ্যে আমি পেন্‌সন্ নিয়ে এসেছি, আমার আর কোন চিন্তা নেই; কিন্তু আপনি ছুটি নিয়ে এসেছেন মাত্র, আপনার এখনও চাকুরীর ভয় আছে, ছুটীর সময় কেটে গেলেই আপনাকে আবার চাকুরীতে যেতে হবে।

শি। তাদের শঙ্কা ত ঠিক। যদি মুক্ত পুরুষের পুনরায় আসতে না হয়, তাহলে ক্রমে ক্রমে সকলেই যখন মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সৃষ্টি কি করে থাকবে?

স্বা। মুক্ত পুরুষের পুনরায় আসতে হয় না—তা তোকে কে বলল?

শি। কেন, গীতায় আছে,—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

স্বা। তাহলে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে কি বলবি, তিনি কেন শরীর ধারণ করলেন? (১)

---

(১) এখানে স্বামীজী বলিলেন যে, মুক্তপুরুষও ইচ্ছা করিলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন এবং জগতের কল্যাণের জন্য তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।—"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"—এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, মুক্ত পুরুষ জন্ম-মৃত্যুর অধীন নহেন, পরন্তু ঈশ্বর যে প্রকার স্বেচ্ছায় লোকহিতার্থ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, মুক্ত পুরুষও সেই প্রকার জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীজীর মতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তদ্রূপ স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শি। তিনি পূর্ব্বে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না, এই শরীরেই সিদ্ধ হয়েছেন।

স্বা। আচ্ছা! শ্রীকৃষ্ণ কেন জন্ম নিলেন? তিনি কি মুক্ত পুরুষ ছিলেন না?

শি। বাঃ, তিনি ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"॥ গীতা ৪।৭

অর্থাৎ "যে যে সময়ে প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধন বর্ণ ও আশ্রমরূপ ধর্ম্মের গ্লানি (হানি) হয়, হে ভারত! এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান (উদ্ভব) হয়, তখনই আমি মায়াবশে আত্মদেহ সৃজন করিয়া থাকি।"—সেই জন্যই তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন।

স্বা। আচ্ছা, এখন আবার তুই ত' ঈশ্বরকে পৃথক মনে করে সৃষ্টির কর্ত্তা বলে মেনে নিয়েছিস্! আচ্ছা বল ত', ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর ও মায়ার উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ কি?

শি। ব্রহ্মই সকলের কারণ।

স্বা। তাহলে ব্রহ্মই ঈশ্বরকে সৃজন করেছেন?

শি। না, তা কেন? তাহলে ত' ব্রহ্ম কর্ত্তা হয়ে যায়।

স্বা। তবে তুই এর সমাধান কর।

শি। সমাধান ত শ্রুতি করেছেন—"যথা পুরুষাৎ স্বতঃ কেশলোমানি তথা অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।" (১) অর্থাৎ

(১) মুণ্ডকোপনিষদ্

যেমন পুরুষের শরীরে কেশ ও লোম আপনা হইতে জন্মায়, তার জন্য শরীরকে সেই সকল কেশ ও লোমাদির কর্ত্তা বলা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম হ'তে ঈশ্বর, মায়া এবং সমস্ত পদার্থের সহিত এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু সেজন্য ব্রহ্মকে কর্ত্তা বলা যায় না।

স্বা। তোর শ্রুতি ত' আর সাহেব লোক মানবে না, তাদের কি করে বুঝাবি?

শি। কেন, শরীর হতে কেশ-লোমের উৎপত্তি হয়, এ কথা তারাও স্বীকার করতে বাধ্য!

স্বা। দেখ্, কোন লোককে নিজের মতে আনতে হলে আগে সে যার উপাসক ও সে যে মতাবলম্বী সেই উপাস্য ও মতে শ্রদ্ধা দেখিয়ে ধীরে ধীরে তর্ক ও যুক্তির সাহায্যে তার নিজের উপাস্যকে তোর নিজের উপাস্যের পাশে দাঁড় করিয়ে দেখাতে হয় যে, বস্তুতঃ দুজনেই এক; তখন তোর কথায় তার শ্রদ্ধা হবে; আর যদি তা না করে আগে থেকেই তা'র মত ও উপাস্য মিথ্যা ও তোর মত ও উপাস্যই সত্য, এই রকম বুঝাতে চেষ্টা করিস্ তাহলে তোর কথায় তা'র শ্রদ্ধা আসবে না।

আচ্ছা, মত ত অনেক রকমের আছে,—এই দেখ্না গৌতম, পতঞ্জলি প্রভৃতি নানা ঋষির নানা মত—তারপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি কত মত। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই, এখন এই সব মতের শেষ পরিণাম কোথায়?

এই কথা বলিয়া স্বামীজী শিষ্যের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন,—এর শেষ পরিণাম হচ্ছে—(১) অধ্যারোপ ছেড়ে দিয়ে সকলের অপবাদ করে একমাত্র শিবস্বরূপে স্থিত হওয়া। বিভিন্নপথ শিষ্যদের (অজ্ঞানীদের) জন্য। যে যে রকমের অধিকারী, তা'কে সেই রকমের উপদেশ দিতে হয়। নিরেট মূর্খ চাষাকে যদি কাগজ, কলম ও কালির সাহায্যে উপদেশ দাও তবে সে বুঝবে না, তাকে লাঙ্গল, জমি, এই সকলের দৃষ্টান্ত দিয়ে উপদেশ দিতে হয়, তবেই উপদেশ তার হৃদয়ঙ্গম হবে। সেইরূপ লোহারকে (কর্ম্মকারকে) হাতুড়ি, অগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে উপদেশ দিতে হয়। এইরূপ বিভিন্ন রকমের অধিকারীকে বিভিন্ন রকমের উপদেশ দেওয়া দরকার; আর সেইজন্যই বিভিন্ন মতের সৃষ্টি। বস্তুতঃ এ সকলের অপবাদ করে যখন নিজস্বরূপে স্থিত হওয়া যায়, তখন—

ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম ॥

অর্থাৎ ভেদাভেদ কিছুই থাকে না। (২)

(১) ত্রয়ীসাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ মহিম্নস্তোত্র। ৭ ॥

(২) শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত "নির্ব্বাণ-ষট্‌কম্" ॥

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বার, ১লা পৌষ, ১৩৩৩ সাল, রাত্রি ৭৷৷০টা।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ গীঃ ২।৬ ॥

[সঙ্গদোষই মোহাদির কারণ]

জনৈক ভক্ত স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন—

বাবা! লোকের ছেলে হলেই তার উপর মায়া আসে কেন? জন্মাবার আগে ত' মায়া ছিল না।

স্বামীজী। তুমি তোমার জীবনের বিষয় আলোচনা করলেই বুঝতে পারবে। দেখ, তোমার যখন ৪।৫ মাস বয়স ছিল, তখন তুমি খুব হাসতে খেলতে, তখন তোমার কা'রও উপর স্নেহ-মমতা ছিল না; কিন্তু বাপ-মা, ভাই-বোন প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের আদর-যত্ন পেতে পেতে তাদের আপনার ভাবতে লাগলে; কাজেই ক্রমশঃ তাদের মায়ায় ফসে (আবদ্ধ হয়ে) গেলে। আবার দেখ, তখন পর্য্যন্তও তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার মায়া-মমতা কিছুই ছিল না; কারণ তখন বিবাহ হয়নি। যে তোমার স্ত্রী হবে, সে অন্য পরিবারে মানুষ হচ্ছিল। কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে থাকতে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা হল, এবং সেই ভালবাসায় মুগ্ধ হলে। সেইরূপ পুত্রের উপর মমতাও তার সঙ্গে থাকতে থাকতে, তাকে আদর-যত্ন করতে করতে

জন্মাল। আগে থেকেই যে হ'ল একথা বলা যায় না। বৎস! সঙ্গ-দোষই মায়ার কারণ।

ভক্ত। হাঁ, বাবা! আমি এবার ঠিক বুঝেছি।

[সংসারে কোথাও সুখ নাই, দেবতারাও সংসারী হইয়া সঙ্গদোষে দুঃখভাগী হন।]

স্বা। এক যুবক সাধু গুরুকে দুঃখ করে বল্‌ল,—"গুরুদেব, সাধু হ'য়ে ত কোন লাভ নেই, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খেতে হয়; এর চেয়ে গৃহস্থই সুখী, অতি দরিদ্র যে গৃহস্থ সেও আমার চেয়ে সুখী।" গুরুজী বললেন, "না বেটা। গৃহস্থরা তোর চেয়েও দুঃখী। ঐ তো গৃহস্থ দেখ্‌ছ, ধনবান্ শেঠ (জমিদার) বসে আছে, সেও তোর চেয়ে দুঃখী।" শিষ্য বল্‌ল,—"তা' কি করে হয়? শেঠের গাড়ী-ঘোড়া, দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও সে আমার চেয়ে দুঃখী হল কি করে?" গুরুজী বললেন, "আচ্ছা, তুই ঐ শেঠের ঘরে আজ ভিক্ষা করে আয়। ভিক্ষা হয়ে গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করবি-সে সুখী না দুঃখী" গুরুর কথামত শিষ্য শেঠের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করে তা'কে জিজ্ঞাসা করল,—"আচ্ছা, শেঠজী! আপনি সুখী না দুঃখী?" শেঠজী বল্‌ল,—"মহারাজ, আমার মত দুঃখী এ জগতে আর নেই; দেখুন, আমার ঘরে যুবতী বিধবা কন্যা ও যুবতী বিধবা পুত্রবধূ; তাদের মলিন মুখ অহরহ যতই আমার চোখে পড়ে, ততই আমার হৃদয়ে যে কি নিদারুণ শোকাগ্নি হুঁহুঁ করে জ্বলে, তা' আপনাকে আর কি ব'লব।" শিষ্য তখন

বুঝতে পারল যে বিষয়বৈভব সত্ত্বেও গৃহস্থেরা সাধুদিগের চেয়ে বাস্তবিক কত দুঃখ ভোগ করে।

অন্যের কথা কি, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত দেবতাদেরও গৃহস্থ হয়ে কত দুঃখ ভোগ করতে হয়। বিষ্ণু মহেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এক সময়ে কৈলাসে গিয়েছিলেন। মহেশ্বর বিষ্ণুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন—তার উত্তরে বিষ্ণু বললেন,—"দেবাদিদেব! আমার আবার কুশল কোথায় আমার ত' চিরকালই দুঃখ।" শিব বললেন,—"সেকি কথা দেব? আপনি এই ত্রিজগতের পালনকর্ত্তা, আপনাকে চিরকাল দুঃখভোগ করতে হয়, এ কি রকম কথা?" বিষ্ণু বললেন, "দেখুন আপনি আমার শয়নস্থান বিহিত করেছেন সাগরবক্ষে কালসাপের উপরে; একে পাশ ফিরলেই সমুদ্রে পড়্‌বার ভয়, আবার বাসুকী মাথার সহস্রফণা বিস্তার করে যখন ফোঁস্ ফোঁস্ করেন, তখন তাঁর মুখের ফেনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যায়। এই ত' গেল থাকার কষ্ট; তারপর আমার গৃহিণী যিনি, তিনি সদাই চঞ্চলা, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকতে পারেন না। তারপর দেখুন আমার একটি মাত্র পুত্র কামদেব, তা'কেও আপনি ভস্ম করেছেন। কাজেই আমার সুখ কোথায়?" বিষ্ণুর এই সকল কথা শুনে কোনও উত্তর না করতে পেরে মহাদেব চুপ করে রইলেন। তারপর বিষ্ণু মহাদেবের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় মহেশ্বর বল্‌লেন,—"সখে! আমার অবস্থাও তোমার মতন।" বিষ্ণু বল্‌লেন,—"সে কি! আপনি জগতের প্রলয়কর্ত্তা যোগিরাজ, আপনার

আবার দুঃখ?" মহেশ্বর বল্‌লেন,—"বলব আর কি, দুটি যে পুত্র আছে, তাদের ত' ঝগড়া লেগেই আছে। কার্ত্তিক বলে—গণপতির ইঁদুর তা'র ময়ূরের খাবার চুরি করে খায়। আবার গণেশ বলে, কার্ত্তিকের ময়ূর তা'র ইঁদুরকে খালি ঠোকরায়। এই নিয়ে ভাই ভাই ঝগড়ার আর বিরাম নাই, কাজেই আমার শান্তি কোথায়?"

বস্তুতঃ সংসারে কেহই সুখী নয়। কীট পতঙ্গ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই সঙ্গদোষে মোহাক্রান্ত হ'য়েছেন।

রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক যুবতী তাঁর মনোহর রূপ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—"মহারাজ! আপনি এই নবীন বয়সে বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করে কেন এ কঠিন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেছেন?" তদুত্তরে রাজা বললেন,—"মাতঃ! আমি বাপ, মা, স্ত্রী, পুত্র কাউকেও পরিত্যাগ করি নি। আমার মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী সকলেই সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যদি বলেন—আমার পিতা, মাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, তবে শুনুন,—

"ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সুনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।"
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনম্,
হ্যেতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"

বৈরাগ্যশতকম্ ৯৮ শ্লোক।

ধৈর্য্য যাঁহার পিতা, ক্ষমা যাঁহার জননী, শান্তি যাঁহার বনিতা, সত্য যাঁহার পুত্র, দয়া যাঁহার ভগিনী, মনঃসংযম যাঁহার ভ্রাতা, ভূতল যাঁহার শয্যা, দশদিক্‌ই যাঁহার বসন এবং জ্ঞানামৃত যাঁহার আহার—হে সখে! এতাদৃশ কুটুম্ব (সহায়) পরিবৃত সেই যোগিগণের আর কোন্ বিষয় হইতে ভয় হইতে পারে?

ভক্ত। হাতে টাকা নেই, বাড়ীতে অতিথি এসে ভিক্ষা চাচ্ছে, এ অবস্থায় অতিথিসৎকার করতে না পারলে কি পাপ হয়?

স্বা। না, সামর্থ্য থাক্‌তেও না দিলে পাপ হয় বটে, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে অতিথি সৎকার না করলে পাপ হয় না। সাধ্যানুসারে না দেওয়াই পাপ। যার যতদূর সাধ্য সে তদনুসারে দানাদি করবে।

ভক্ত। ছেলেদের পড়ার সময় শাসন করা কি অন্যায়?

স্বা। না, শাসন না করলে পড়াশুনা হয় না। দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া যেমন পাপ, দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড না দেওয়াও তেমনি পাপ। চোর, দুর্বৃত্ত, পাপী প্রভৃতি লোককে দণ্ড না দিলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়, সুতরাং সেটা পাপ। আবার সুশীল শান্ত ব্যক্তিকে অযথা কাজে বা কর্কশ কথায় বৃথা দুঃখ দিলে পাপ হয়।

[ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে হয়।]

ভক্ত। কা'রও উপর ক্রোধ হলে কি করা উচিত?

স্বা। যার উপর ক্রোধ হয়েছে, তার কাছ থেকে চলে যাওয়া উচিত, আর মনে মনে বিচার করা উচিত যে, ক্রোধ চণ্ডাল, চণ্ডালের দাস হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মূল কথা ক্রোধের উদয় হলে সর্ব্বান্তঃকরণে ধৈর্য্য ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। (১)

———

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে,
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্যতত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥

(শুকাষ্টক)

হরিদ্বার, ৬ই পৌষ, ১৩৩৩ সাল দিবা ১টা।

শিষ্য স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট।

[দান, গ্রহণ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি অজ্ঞানীর পক্ষে—জ্ঞানীর নিকট সকলই ব্রহ্মময়।]

(১) শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ গীতা ৫।২৩

অর্থাৎ এই লোকেই—(জীবিত অবস্থায়) যে ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ সহন করিতে সমর্থ হন, তিনিই যুক্ত (যোগী) এবং ইহলোকে তিনিই সুখী।

স্বা। (শিষ্যকে) তোদের ত' ভিক্ষা করে খেতে হয় ও হবে; অন্যের দান গ্রহণ করতে হয়। বল ত, দান গ্রহণ করলে পাপ হয়, না পুণ্য হয়?

শি। পাপ হয়।

স্বা। হাঁ, গ্রহীতার পাপ বৃদ্ধি হয়, আর দাতার পাপের লাঘব হয়। এ নিয়ম অজ্ঞানীর পক্ষে। জ্ঞানীর কিন্তু পাপও নাই পুণ্যও নাই; তার কাছে দাতা, গ্রহীতা সকলই শিব। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

শি। এ রকম জ্ঞান লাভ করা অতি দুষ্কর।

স্বা। বৃক্ষ পৃথিবী থেকে রস আকর্ষণ করে পুনরায় ফলফুলাদিরূপে পৃথিবীকেই দেয়। সেইরূপ এই শরীরও পঞ্চভূত হতে উৎপন্ন হয়েছে, পুনরায় তাতেই লয় পাবে। এইরূপ বিচার করে সর্ব্বদা শরীর থেকে আপনাকে পৃথক্ মনে করতে চেষ্টা কর, এতেই জ্ঞানলাভ হবে।

[আত্মদর্শনের ফল—একবার নিজের ঘর দেখা হয়ে গেলে আর অশান্তি প্রভৃতির ভয় থাকে না।]

শি। চিত্তে শান্তি সকল সময়ে থাকে না কেন?

স্বা। সাধনে পরিপক্ক না হলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি লাভ হয় না। একবার নিজের ঘর দেখা হয়ে গেলে আর কোন ভয় থাকে না। সময়ে সময়ে মন বিষয়ে ধাবমান হয়ে অশান্ত হলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। সাধন করতে করতে শেষে মন তৈলধারাবৎ আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকবে। সে অবস্থায় চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপাদি

তন্মাত্রার সংযোগ হলেও সাধকের মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় না। কেহ স্তুতি বা নিন্দা করলেও মনে বিক্ষেপ হয় না। সাধন করলে এই অবস্থা লাভ হয়। অতএব সাধন কর।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ গীতা ৯।২৭, ২৮

হরিদ্বার, ১০ই পৌষ, ১৩৩৩ সাল, রাত্রি ৭ টা।

[মায়ার শক্তি অতি মহীয়সী—অসম্ভবকেও সম্ভব করে]

স্বা। হাতী কখনও ঘাসের ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে কি? সমুদ্রকে কখনও ঘড়ার মধ্যে রাখা যায় কি?

শিষ্য। না।

স্বা। পারা যায়। এই দেখ্, সমুদ্রবৎ মহান্ আত্মাকে এই দেহরূপ ঘড়ার মধ্যে রাখা হ'য়েছে,—তুই এত বড় মহান্ সর্ব্বব্যাপক হ'য়েও আপনাকে সাড়ে তিনহাত লম্বা এই দেহের বেশী ভাব্‌তে পাচ্ছিস্ না। আর হাতীকেও ঘাসের ভিতর রাখা যায়—এই দেখনা, এত বড় হাতীরূপী মহান্

আত্মা ঘাসরূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর লুকিয়ে রয়েছে। ইন্দ্রিয়ভোগে মত্ত হয়ে নিজের প্রকৃত শৌর্য্য ভুলে গিয়েছিস্। অসম্ভব কিছুই নেই। মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, মায়া অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে।

[নিষ্কাম কর্ম্ম আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়]

শি। আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি?

স্বা। নিষ্কাম কর্ম্ম। যা' কিছু করি ভগবানের প্রীত্যর্থে; এই ভাবে কর্ম্ম করলে ভগবান প্রীত হন ও ধীরে ধীরে তাঁর কৃপায় অন্তঃকরণ শুদ্ধ হ'য়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয়; কিন্তু এ রকম কর্ম্মকেও ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায় না, কারণ এ রকম কর্ম্মেও মুক্তির ইচ্ছা লোকে করে থাকে। ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম্ম হয় তখন, যখন দেহে আত্মাভাব থাকে না।

[মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মতে মুক্তি মৃত্যুর পর লভ্য, কিন্তু হিন্দুমতে জীবন্মুক্তি আছে। হিন্দু শাস্ত্রের মতই ঠিক।]

স্বা। "জীবন্মৃতঃ কঃ? নিরুদ্যমো যঃ।"

জীবিতাবস্থায়ই মৃতবৎ হওয়া যায়, যখন কোনরূপ উদ্যম থাকে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, জীবিতাবস্থায়ই মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু মহম্মদ ও যীশু খৃষ্টের মতে মৃত্যুর পর মুক্তি।

শি। কোন মত সত্য?

স্বা। আমাদের বেদান্তের মতই ঠিক। আমাদের হিন্দুদের মধ্যেও কত মত আছে; ওরকম নানা লোকের নানা মত থাকেই, কিন্তু বস্তুতঃ 'আমিই সর্ব্বব্যাপী, সৃষ্টিস্থিতি

প্রলয়ের কর্ত্তা, জগতের আধার-স্বরূপ'—উপলব্ধি করাই সাধনার উদ্দেশ্য।

[মহাপুরুষেরা বিভিন্ন স্তরের অধিকারীদিগের জন্য বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন।]

শি। তবে যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি কি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন না, সিদ্ধপুরুষ হলে তাঁরা এ রকম বিকৃত মত প্রচার করবেন কেন?

স্বা। তাঁরাও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, কিন্তু অধিকারী ভেদে মতের বা উপদেশের পার্থক্য করা উচিত। মা ও ছেলেদের গল্প মনে আছে ত? ছেলেদের স্বাস্থ্য অনুসারে মা কোন ছেলেকে লাড্ডু খেতে দেন, কাউকে খিচুরী দেন, আবার কউকেও বা সাগু দিয়ে থাকেন। (১)

শি। আজ্ঞে হাঁ।

স্বা। সেইরূপ সিদ্ধপুরুষরাও বিভিন্ন স্তরের অধিকারী-দিগের জন্য বিভিন্ন মত প্রচার করে থাকেন।

[হিন্দুধর্ম্ম অনাদি অপৌরুষেয় বেদমূলক, সুতরাং অনাদি, অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের মত বা অনু-শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।]

হিন্দুধর্ম্ম বেদের শাসনে চলেছে, কোন ব্যক্তির শাসনে নয়; বেদ অনাদি, অপৌরুষেয় আর "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম" ও "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই চারিটি

(১) ৩৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

চারি বেদের মহাবাক্য। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আদি, আর এই ধর্ম্ম নিরাকার ব্রহ্মের সঙ্গে আপনার একত্বের শিক্ষা দিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ও খৃষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং অনাদি নয়।

[হিন্দুধর্ম্মই প্রধানতম ধর্ম্ম, তৎপরে এক এক মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বা ধর্ম্মের সৃষ্টি।]

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু- কুটিল- নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

মহিম্নস্তোত্র—৭ শ্লোঃ ।৭।

শি। খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতির জন্মের পূর্ব্বে খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল?

স্বা। পূর্ব্বে সকলেই আর্য্যজাতির (হিন্দুজাতির) অনু-শাসনে ছিল। আর্য্যদিগের মধ্যেও কেহ সাধনে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে উন্নতিলাভ করে অধিকারী বুঝে ও সময়ের উপযোগী করে এক একটা মত প্রচার করে গেছেন। তাঁদের সেই সেই মতের অনুযায়ী এক একটি সম্প্রদায়ের বা ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে। এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা আপন আপন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের পূজা করে থাকে। যেমন বৌদ্ধেরা বুদ্ধের পূজা করে; খৃষ্টানেরা যীশুখৃষ্টের, মুসলমানেরা মহম্মদের, জৈনেরা অর্হতের ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কোনও

ব্যক্তির অনুশাসনের দ্বারা চালিত নয়। হিন্দুরা অনাদিকাল থেকে অপৌরুষেয় বেদকে মেনে চলে আস্‌ছে। তবে হিন্দুদের মধ্যেও এই যে বিভিন্ন মত, তার কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন রুচি অনুসারে বেদের একই শব্দকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যেমন দ্বৈতবাদীরা "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের 'তস্য + ত্বম্ + অসি'—অর্থাৎ 'তাঁহার তুমি হও' এইরূপ অর্থ করেছেন; তাই থেকে তাঁরা শিক্ষা দেন যে, জীব ভগবানের চিরদাস। আর অদ্বৈতবাদীরা 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের 'তৎ + ত্বম্ অসি' অর্থাৎ 'তিনি তুমি (হও)' এই অর্থ করে আপনাদিগকে ব্রহ্ম হ'তে অভিন্ন বলে জানতে ইচ্ছা করেন। যেমন "ম" এই অক্ষরটি বিভিন্ন লোকের রুচি অনুসারে বিভিন্ন ভাবের সূচনা করে থাকে। এও সেই রকম। যে মাংসপ্রিয় সে 'ম' এই অক্ষরে মাংসকে লক্ষ্য করা হ'য়েছে মনে করে থাকে; আর যে মদ্যপায়ী সে 'ম' এই অক্ষরে মদের কথাই বলা হ'য়েছে মনে করে; কিন্তু যে মাতৃভক্ত সে 'ম' এই অক্ষর উচ্চারণের উদ্দেশ্য মাতৃচরণ-স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না। এইরূপে হিন্দুরা চিরকাল অপৌরুষেয় বেদ মেনে চ'লে আস্‌ছে এবং বেদবাক্যের নানা রকম অর্থ করে নানা রকম সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে সত্য, কিন্তু যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হ'লে বেদের অনুশাসনও চলে যায়। তত্ত্বদর্শী পুরুষ গুরু ও বেদও অতিক্রম করে থাকেন *

*যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ গীতা

শি। বাবা! এ রকম জ্ঞানলাভের উপায় কি?

স্বা। এ ত' ভাই, সাধনের জোরে মনের সংকল্প নষ্ট করিতে পারলে তবেই হ'তে পারে।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কা জাতির্বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্।
কুব্জায়াঃ কমনীয়রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনং,
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীতা—৯।২২

হরিদ্বার, ১৪ই পৌষ, ১৩৩৩ সাল, রাত্রি ৭ টা।

[উপাস্য বড় না উপাসক বড়?]

স্বামীজী। (জনৈক মাদ্রাজীসাধুর প্রতি) আচ্ছা বল ত' উপাস্য বড়, না উপাসক বড়?

মাদ্রাজীসাধু। উপাস্য বড়; উপাস্য বড় না হ'লে উপাসক সেই উপাস্যের উপাসনা করে কেন? উপাস্য শ্রেষ্ঠ, তাই উপাসক অন্নাদি তাঁকে নিবেদন করে তবে গ্রহণ করেন।

স্বা। তা'হলে প্রথমে উপাস্যকে স্নান করান হয় না

কেন? উপাসক আগে স্নান করেন, তারপর উপাস্যকে স্নান করান কেন?*

মাঃ সাধু। হাঁ!

স্বা। ব্যস্, তোমার মত খণ্ডন হয়ে গেল! (সহাস্যে) কথাটা কি জান, প্রকৃতপক্ষে উপাস্যের অর্থাৎ ভগবানের ভোগের জন্য অনেক সময় অন্ন দেওয়াই হয় না, ভগবান্‌কে দেওয়া হয় কেবল নামে। তার প্রমাণ এই দেখ, ভোগ আগে উপাসক আন্দাজ করে নেয় যে, সে নিজে কি পরিমাণ খেতে পারবে—ঠিক সেই বুঝে ভোগটা দেবে। তবেই বোঝ, উপাস্যকে ভোগ দেবার আগে নিজকেই ভোগ দেওয়া হল।

মাঃ সাধু। হাঁ স্বামীজী! এ ঠিক।

[ভক্তি ও প্রেমই মুখ্য সাধনা—কর্ম্ম নহে।]

স্বা। (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) দেখেছিস্ কর্ম্মকাণ্ডীদের দর্প এইভাবে চূর্ণ করতে হয়। (মাদ্রাজী সাধুর প্রতি) প্রকৃত কথা কি জান, মনে ভক্তি চাই। বাহিরে পূজা পাঠ হচ্ছে, কিন্তু অন্তরে ভক্তি নেই; দিনরাত নিজের শরীর পোষণেরই চিন্তা—কিসে শরীরে আরাম পাব, এই চিন্তাতেই মগ্ন—এরকম কর্ম্মে বিশেষ ফল হয় না। বাহিরে কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত না থাকলেও যদি অন্তরে ভক্তি থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আমাদের ত' অন্তরে ভক্তি নেই, শুধু বাহিরে ভক্তি দেখাচ্ছি। তা'তে কি কাজ

* ধ্যাতা প্রথমে ফুল নিজ মস্তকে দেয়; ধ্যান করিয়া পরে ফুল উপাস্যকে দেয়।

হবে? সরলভাবে ভক্তির সহিত ভগবানের উপাসনা করলে তবে মুক্তি পাওয়া যায়। আমরা ত' তা' করি না, আমরা ভগবান্‌কে আমাদের দাস ভেবে নিয়ে—ক্ষুধা পেলে, "ভগবান্ অন্ন দাও," ব্যারাম হলে, "ভগবান্ রোগ মুক্ত কর," এই রকম ফরমা'জ করে বিরক্ত করি; তিনি যেন আমাদের কাছে কতই ঋণী,—তাই যখন যা' দরকার হবে দিতে বাধ্য।

[ভগবান্ সত্য সত্যই ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন,—
জনৈক ভগবদ্ভক্তের কথা।]

মাঃ সা। তা'তে দোষ কি? অর্জ্জুন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন—সেই অর্জ্জুনও ত' ভগবানকে নিজের সারথ্যে নিযুক্ত করেছিলেন!

স্বা। হাঁ, অর্জ্জুনের মত প্রেম হলে সে প্রকার করা যায়, তাতে দোষ নেই;—প্রেমের রাজ্যে সকলই সম্ভব; প্রেমাস্পদের কাছে যে কোন রকমের আবদার করা যায়। প্রকৃত প্রেম যদি হয়, তবেই গীতায় যে আছে "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" সে বাক্যটি ঠিক উপলব্ধি করা যায়। ভক্তের কাছে ভগবান্ অন্নবস্ত্র প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে পিছু পিছু দৌড়ান। এক পণ্ডিত ও ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা লিখ্‌ছিলেন। "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই শ্লোকের টীকা লিখবার সময় তাঁর মনে খট্‌কা হল,—'ভগবান্ সত্যই কি অন্নবস্ত্রাদি ভক্তের যা কিছু দরকার চাকরের মত সেই সব ব'য়ে নিয়ে যান?—ভগবান

এত হীনের মত কাজ করেন, একথা আমি লিখতে পারব না।' মনে মনে এই রকম তোলপাড় করে টীকা লেখা বন্ধ করে চাল ডাল কিনতে বাজারে গেলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং ঐ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে চাল ডাল প্রভৃতি মাথায় করে এনে ব্রাহ্মণ-পত্নীকে দিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণপত্নী জিনিষগুলি রেখে দিলেন। তার পর কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ বাজার থেকে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনে বাড়ীতে এসে ব্রাহ্মণীকে সেগুলি রেখে দিতে বললেন। ব্রাহ্মণের আদেশ শুনে ব্রাহ্মণী বললেন,—"তুমি এইমাত্র এত জিনিষ পত্র দিয়ে গেলে, আমি সেগুলো সব হাঁড়ী কলসীতে ভরে রেখেছি। আবার কেন এত জিনিষ নিয়ে এলে? আর ত' রাখবার পাত্র নেই, এগুলি এখন রাখি কোথা?" ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন, বললেন,—"সে কি? কৈ আমি ত' এর আগে কোন জিনিষ পত্র নিয়ে আসিনি। তুমি কি বলছ?" ব্রাহ্মণ-পত্নী বলেন,—"তুমি এইমাত্র জিনিষ পত্র নিয়ে এসে এখনই আবার বলছ 'আমি আনিনি' এর কারণ কি আমি বুঝিতে পারছি না।" ব্রাহ্মণ তাই শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন—"ব্যঙ্গ করবার সময় ঠিক নয়, ঠিক করে বল—তুমি কোথা হতে এসব জিনিষ পেলে?" ব্রাহ্মণী বললেন,—"আমি শপথ করে বলতে পারি যে তুমিই এসব জিনিষ দিয়ে গেছ।" তখন ব্রাহ্মণের হুঁস হল। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য

সত্য সত্যই ভগবান্ নিজে মাথায় করে ভক্তের বোঝা বয়ে রেখে গেছেন। তারপর তিনি—"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই শ্লোকটির যথাযথ টীকা লিখলেন।

হৃদয় যত কোমল হবে—আপনাকে যত ছোট বলে মনে করবে, ততই শান্তির অধিকারী হবে। যে যত ছোট হতে পারে, সে ততই উচ্চে আসন পায়। দেখ, ধূলা সব চেয়ে ছোট কিন্তু সে বাদসাহের মুকুটের উপর যেয়েও বসে। নিজের মনে যদি কোন প্রকার হিংসা না থাকে তবে কেহ তোমাকে হিংসা দ্বেষ করবে না।

[ভগবান্ নিষ্কপট ও নিরভিমানী ভক্তের দাস হয়ে থাকেন।]

দুইজন সন্ন্যাসী ও এক বৈরাগী কথা।

দুইজন সন্ন্যাসী রামেশ্বরে যাচ্ছিলেন। ৭।৮ ক্রোশ পথ হেঁটে তাঁরা রাত্রে এক জায়গায় ধুনি জ্বালিয়ে পরস্পর বেদান্ত আলোচনা কচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটা থালায় পুরী, তরকারী, মোহনভোগ, দুধ প্রভৃতি সাজিয়ে এনে সাধুদের আহার করতে বললেন। সাধুরা বললেন, "তুমি কে আগে তার পরিচয় দাও, তারপরে তোমার অন্নগ্রহণ করতে পারি, কাউকে না জেনে শুনে তার অন্নগ্রহণ আমরা করি না।" সে ব্যক্তি উত্তর করলেন, "আপনারা দ্বিধা করবেন না, আমি নীচ জাতি নই, আমার অন্ন আপনারা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন; অদূরেই আমার ঘর, আপনারা ক্ষুধার্ত্ত দেখে এই খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এসেছি.

ভোজন করুন।" সাধুরা বাস্তবিকই ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিলেন; কাজেই আর কোন আপত্তি না করে সেই সকল খাদ্যসামগ্রী ভোজন করলেন। লোকটি থালা নিয়ে প্রস্থান করলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই একটি প্রকাণ্ড বাঘ এসে ধুনির কাছে উপস্থিত হল। সাধুদ্বয় বাঘকে বললেন, "দেখ্, তোর সামনে দুখানা রুটি রয়েছে, (অর্থাৎ ব্যাঘ্রের খাদ্য দুইটি মনুষ্য-শরীর—সেই সাধুদ্বয়) ক্ষুধার্ত্ত হয়ে থাকিস্ ত খেয়ে নে, আর যদি ক্ষুধা না থাকে তা'হলে চুপ করে বসে থাক্।" বাঘ সাধুদের কথা শুনে চুপ করে ধুনির কাছে বসে রইল। সাধুরা পূর্ব্বের ন্যায় আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনা শেষ হলে বাঘটি উঠে যেন সাধুদের নমস্কার করে অদূরে এক বৈরাগী ধুনি করে বসেছিল তার কাছে গেল। বৈরাগী বাঘ এসেছে দেখে, তাকে লোহার ছেঁকা দেবে এই মনে করে তার চিমটেটা ধুনিতে পোড়াতে লাগল। বাঘ সেইখানে বসে রহিল। তারপর চিমটেটা আগুনে পুড়ে যেই লাল হল, বৈরাগী সেই চিমটে নিয়ে যেই বাঘকে প্রহার করতে যাবে, বাঘ হঠাৎ বৈরাগীর পিছনে গিয়ে তার ঘাড়টি ধরে ধুনির ভেতর ঠেসে ধরল—বৈরাগীর দাড়ি, চুল, সব পুড়ে গেল। (১) তারপর বাঘটা সেখান থেকে চলে গেল। পরদিন ভোরে সন্ন্যাসীদ্বয় বৈরাগীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কিহে রামজী! তোমার কি

(১) "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

৪।১১, গীতা

হয়েছে"। বৈরাগী বলল,—"দেখ বাবা, রামজী কি করেছেন, আমাকে ধুনিতে ঠেসে ধরেছিলেন, চুল দাড়ি সব পুড়ে গিয়েছে।" সন্ন্যাসীদ্বয় বললেন,—"আমাদের কাছেও ত তোমার রামজী এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের কোনই অনিষ্ট করেন নি, তুমি কি করেছিলে ঠিক করে বল ত'?" তখন বৈরাগীটি যে বাঘকে চিমটে ছেঁকা দেবার সংকল্প করেছিল, তা বলল। এখন বুঝতে পারলে, সন্ন্যাসী দুজনের মনে বাস্তবিক কোনও কপটতা ছিল না, তাঁরা বেদান্ত যে এই শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে, তাহা যেমন ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেছিলেন, সেইরূপ কাজের সময় আপনাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ দুটি অকিঞ্চিৎকর জেনে বাঘের আহার্য্য বলে তাকে উপহার দিতে কুণ্ঠিত হন নি। বাঘও তাঁদের কোনরূপ অনিষ্ট না করে শিষ্যের মত আদেশ পালন করল; আর বৈরাগী দেহাভিমান ও কপটতা আশ্রয় করে মনে মনে বাঘের অনিষ্টসাধন করবার সঙ্কল্প করল; সুতরাং তার সমুচিত ফল লাভ করল। বস্তুতঃ সেই অন্তর্য্যামীই মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করে ঐ সন্ন্যাসী দুজনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য থালায় করে অন্ন বহন করে দিয়েছিলেন। (যেখানে সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালায়ে বসেছিলেন, তার ৫।৬ মাইলের মধ্যে লোকের বসবাস ছিল না) আবার তিনিই বাঘের মূর্ত্তি ধরে সন্ন্যাসীদের ও বৈরাগীকে পরীক্ষা করে বৈরাগীর কপটাচারের যথোচিত শাস্তি দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁকে যে যে প্রকারে ভাবে তিনি তাকে সেই

প্রকারই ফলদান করেন। যে নিষ্কাম ও নিরভিমান হয়ে তাঁর উপাসনা করে, তিনি বাস্তবিকই তার দাস হয়ে থাকেন।

———

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

৯।২৯, গীতা।

হরিদ্বার, ১৮ই পৌষ, ১৩৩৩ সাল। রাত্রি ৭টা।

মহিম্নাদি পাঠান্তে শিষ্য, জনৈক মাদ্রাজী সাধু ও অন্যান্য সকলে স্বামীজীর নিকট উপবিষ্ট আছেন।

[ভগবান্ ন্যায়বান্।]

মাদ্রাজী সাধু। (স্বামীজীর প্রতি) স্বামীজী! ভগবান্ ন্যায়কারী অথবা অন্যায়কারী?

স্বামীজী। ভগবান্ ন্যায়কারী, তাই সকল জীবকেই তিনি চোখ, কাণ, নাক, মুখ, যার যা দরকার, দিয়েছেন, এই তাঁর ন্যায়কারিতার প্রমাণ।

মাঃ সা। তবে কেহ দুঃখী, কেহ সুখী কেন?

স্বা। তা যার যেমন কর্ম্ম সে সেই রকম ফল ভোগ করে থাকে। পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ।

[শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি যাকে ইচ্ছা ভগবান্ বলা যায়—দেহ হ'তে আপনাকে পৃথক কর, দেখ্‌বে তুমিই সব।]

মাঃ সাধু। এক ব্যক্তি শিবের নাম জপ করতে করতে হঠাৎ তার মুখ দিয়ে "কৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ হতে লাগল।—এর অর্থ কি? শিবই ত' ভগবান্!

স্বা। যাকে ইচ্ছা ভগবান্ বলতে পার।

মাঃ সাধু। না, আমি ত শিবকেই ভগবান্ বলে জানি।

স্বা। তা হোক্! তুমিই শিব, তুমিই ভগবান্। আপনাকে দেহ হইতে পৃথক করিয়া ফেল, দেখবে তুমিই সব।*

মাঃ সাধু। দেহ হতে পৃথক না হলে জ্ঞান হয় না? বশিষ্ঠাদি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদেরও ত দেহ ছিল; তবে কি তাঁরা অজ্ঞানী ছিলেন?

[দেহ হতে আপনাকে পৃথক করার অর্থ দেহের মায়া পরিত্যাগ করা,—দেহ ত্যাগ করা নয়]

স্বা। দূর, তোমার কিছু বুদ্ধি নেই দেখছি! দেহ হতে পৃথক হওয়ার অর্থ দেহ পরিত্যাগ করা নয়, দেহের মায়া পরিত্যাগ করা। এক ব্যক্তির একটি কন্যা ছিল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দেশ থেকে নানা লোক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করতে এল। কিন্তু কন্যার পিতা তাদের কাউকেও পছন্দ করলেন না। তারপর অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ

* স্বদেহ হইতে আত্মা বিলক্ষণ ধারণা হইলে এ ধারণাও আসে যে, এইরূপ সব দেহ হইতে সব দেহী পৃথক, সব দেহে একই দেহী তাই দেখে সেই সব। "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।" গীতা

স্থির হল, আর বাগ্‌দান হয়ে গেল। কিছুকাল পরে এক-দিন কন্যাটি পিতার কোলে বসে আছে, এমন সময় তিনজন লোক এসে কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করল। কন্যার পিতা বললেন,—"আমার কন্যাদান হয়ে গেছে।" তারা বলল, "সে কি? মিছে কথা কন্যা আপনার কোলে বসে, আর আপনি বলছেন, কন্যাদান হয়ে গেছে?' এখন বল ত' কন্যার পিতা কি মিছে কথা বলেছেন?

মাঃ সাধু। না; কারণ পিতা যখন বাগ্‌দান করেছেন, তখন কন্যাদান হয়ে গেছে।

স্বা। এখানে যে প্রকার কন্যার পিতার কন্যার উপর কোন দাবী বা অধিকার নাই, কিন্তু কন্যার সঙ্গে খেলছে, তদ্রূপ এই শরীরের মায়া (শরীরের উপর দাবী বা অধিকার) ত্যাগ করে মহাত্মারা এই শরীর নিয়ে খেলা করে থাকেন। ইহাকেই বলে 'দেহ হ'তে পৃথক হওয়া।' আর দেখ, এই দেহ ত' পঞ্চভূতের, তোমার নয়, তবে তুমি এর মায়া পরিত্যাগ করতে পার না কেন?

[বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনার দ্বারা দেহের মায়া ত্যাগ করা যাইতে পারে]

সাধু কৃষ্ণাশ্রম ও ভূমাশ্রম। *

* ভূমাশ্রম স্বামীজী ১৩৩৫ সনের ভাদ্রমাসে কাশ্মীর অমরনাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তুষারপাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। লেখক, স্বামী ঈশ্বরানন্দ গিরি, স্বামী বৈদ্যনাথ গিরি, ৺স্বামী কেদারানন্দ গিরি প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

মাঃ সা। কি উপায়ে দেহের মায়া ত্যাগ করা যায়?

স্বা। তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনার দ্বারা দেহের মায়া ত্যাগ করা যায়।

মাঃ সা। ধরালীতে (গঙ্গোত্তরী হইতে ১২ মাইল নীচে) কৃষ্ণাশ্রম ও ভূমাশ্রম নামে দুটী সাধু আছেন; তাঁরা খুব কঠোর তপস্যা করছেন।

স্বা। হাঁ, তাঁদের মনোবৃত্তি উপরে উঠে গিয়েছে, লেংটা থাকেন, শীতে বরফের উপর দিয়ে খালি পায়ে চলে যান,—দেহের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই।

মাঃ সা। তা বলতে পারি না, দেহ থেকে পৃথক হ'তে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ধরালীর পাণ্ডারা ধরালীর অপর পার দিয়ে গঙ্গোত্তরী যাবার জন্য একটা রাস্তা প্রস্তুত করা হোক বলে টিহিরীর রাজার কাছে এক দরখাস্ত করবে মনে করে, সেখানকার সাধুদের দস্তখত নিয়েছিল। আমি তখন সেখানে ছিলাম। আমাকে তারা দস্তখত করতে বলেছিল। দস্তখত করলে যদি তাদের উপকার হয়, এই ভেবে আমি দস্তখত করেছিলাম। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রমকে দস্তখত করতে বলায় তিনি দস্তখত করলেন না। অধিকন্তু, "আমাকে এখানেও বিরক্ত করছ," এই বলে সেখান থেকে গঙ্গোত্তরীর দিকে চলে গেলেন। 'আমি শরীর থেকে পৃথক' এ রকম জ্ঞান যদি হয়ে থাকে তবে তিনি দস্তখত করতে আপত্তি করলেন কেন? তিনি ত' তাহলে ব্রহ্মস্বরূপ নিরাকার হয়ে গেছেন, তবে আর দস্তখত করলে তাঁর কি ক্ষতি বৃদ্ধি হতে পারে?

[আত্মারামের সকলই শোভা পায়; আত্মারামের বিধি নিষেধ নাই।]

স্বা। না ভাই, এ রকম বলা তোমার উচিত নয়। মহাত্মাদের খেলা বোঝা কঠিন। কৃষ্ণাশ্রম খুব উন্নত, তার কার্য্যকলাপে দোষ দর্শন করা আমাদের মূর্খতা। মহাত্মারা যাই করুন না কেন, তাই তাঁদের শোভা পায়। রাজার পোষাক পরে রাজগদীতে বসলেও যেমন শোভা পায়, আবার ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ালেও তাঁদের তেমনি শোভা পায়। আত্মারাম হতে পারলে তাঁর পক্ষে কোন বিধি নিষেধ থাকে না; তাঁর মাহাত্ম্য, বেদ, ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব পর্য্যন্তও বর্ণনা করতে পারেন না, আমি তুমি ত কোন ছার!

[হরিদ্বারের সাধুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য—গঙ্গা ও যমুনার সাধুর নিকট আগমন ও পদরজে পাপ প্রক্ষালন]

এই হরিদ্বারে তখন জঙ্গল ছিল, বড় বড় বাঘ, ভাল্লুক থাকত। তখন ৪।৫ শত লোক একত্র হয়ে বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হরিদ্বারে স্নান করতে আসত। সেই সময় এক রাজা অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে এসে বিল্ব-কেশ্বর শিবের কাছে আড্ডা করেছিলেন। তাঁরই কাছে এক পাহাড়ের গুহায় এক সাধু তপস্যা করছিলেন। রাজা সাধুকে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন,—"মহারাজ, আপনি বোধ হয় খুব ভোরে গঙ্গাস্নান করে এসেছেন?" সাধু উত্তর করিলেন,—

"না বৎস! আমি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করি না; কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ইচ্ছা হয় ত' করে থাকি। তবে এখানে বসেই রোজ আমার গঙ্গাদর্শন হয়ে থাকে। সেই কথা শুনে সাধুর উপর রাজার একটু অশ্রদ্ধা এল; তিনি ভাবলেন, 'আমরা এতদূর থেকে কষ্ট করে গঙ্গাস্নান করতে এসেছি, আর এ ব্যক্তি গঙ্গার কাছে থেকেও গঙ্গাস্নান করে না, এ কি রকম?' সাধু রাজার মনোগত ভাব বুঝতে পেরে রাজাকে বললেন,—"তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি শৌচ করে আসছি।" সাধু চলে গেলে রাজা দেখলেন একটি শ্যাম ও একটি লাল রংএর গরু ঐ গুহার কাছে এসে ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল! কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দেবার পর দুটি গরুরই রং সাদা হয়ে গেল। রাজা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন, কারণ কি কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপর সাধু যখন ফিরে এলেন, রাজা তাঁকে ঐ গরুদের বিষয় উল্লেখ করে তাদের রং সাদা হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাধু বললেন,—"ঐ গরুদেরই জিজ্ঞাসা করুন; ওরা সব বলবে"। গরু দুটি ইতিমধ্যে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। রাজা দৌড়ে তাদের কাছে গিয়ে, তারা কি করে সাদা হল জিজ্ঞাসা করলেন। গরু দুটির মধ্যে একটি উত্তর করল,—"বৎস, আমি গঙ্গা, আর ইনি যমুনা। পাপীরা আমাদের জলে স্নান করে বলে তাদের পাপে আমার শরীর শ্যামবর্ণ হয়ে যায়, আর যমুনার শরীর লালবর্ণ হয়; সেই জন্য প্রত্যহ আমরা উভয়ে এখানে

এসে একবার ঐ সাধুর চরণ-ধূলায় লুণ্ঠিত হই, তাতেই আমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়। তাইতে আমাদের রং সাদা হয়ে যায়।" গঙ্গার এই কথা শুনে রাজা আরও অবাক্ হয়ে গেলেন। আর সাধুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন ও তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধা দেখাতে লাগলেন।

[গঙ্গা সকলের পাপ গ্রহণ করেন, সাধুগণ গঙ্গার পাপ বহন করেন, সাধুদিগের পাপ জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়।]

বেটা! সাধুর মাহাত্ম্য বুঝা বড় কঠিন। ভগীরথ যখন পৃথিবীতে গঙ্গা নিয়ে এলেন তখন গঙ্গা বলেছিলেন,—"যত পাপী আমার জলে স্নান করবে; সুতরাং তাদের পাপ আমাকে গ্রহণ করতে হবে,—কিন্তু আমার পাপ কে গ্রহণ করবে?" তখন সাধুরাই গঙ্গাস্নান করবার ছলে গঙ্গার পাপ গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিলেন। সেই সময় গঙ্গা সাধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"আপনারা আমার পাপ গ্রহণ করবেন বটে, কিন্তু আপনাদের পাপ গ্রহণ করবে কে?" তাতে সাধুরা বললেন, "আমাদের পাপ জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম হয়ে যাবে, তা আর কাহারও গ্রহণ করতে হবে না —'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্'!"

[ইষ্টনিষ্ঠা রাখিলে সাধু হওয়া যায়।]

মাঃ সা। ঠিক ঠিক সাধু হবার উপায় কি?

স্বা। ইষ্টনিষ্ঠা রাখতে হয়, তবেই সাধু হওয়া যায়। রাম তাঁর ইষ্টদেবের পূজার একটি ফুল কম হওয়ায় নিজের চক্ষু দিতে উদ্যত হয়েছিলেন; আর আমরা পূজা করার

সময় ২।৪টি ফুল কম হলে বলি,—'তাতে আর কি হয়েছে।'

মাঃ সা। এ রকম ভক্তি ত্রেতাযুগেই সম্ভব, কলিতে হ'তে পারে না।

স্বা। কেন সম্ভব নয়? কবীর ত' এই কলিকালেরই লোক। তিনি ভগবানের পরম ভক্ত ছিলেন। হীনজাতি-সম্ভূত পরম ভক্তকে সকলে শ্রদ্ধা করে বলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁর প্রতি ঈর্ষাযুক্ত হয়ে তাঁকে লোকের কাছে অপদস্থ করবে বলে কবীরকে কিছু না বলে একদিন গ্রামের লোকদের 'কবীরের বাড়ী কাল নিমন্ত্রণ' বলে জানিয়ে এল।

[ভক্ত কবীরের গৃহে ভগবানের আগমন ও কবীরের লজ্জানিবারণ]

তাই শুনে পরদিন গ্রামবাসিগণ অভুক্ত হয়ে কবীরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল। কবীর তখন বাজারে কাপড় বেঁচিতে-ছিলেন; তিনি ব্যাপারটা কি বুঝতে পেরে ঘরে খাবার দাবার কিছু নেই কি করে এত লোককে খাওয়াবেন, এই ভেবে লোকলজ্জার ভয়ে একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ কবীরের দুরবস্থা দেখে, কবীরের মূর্ত্তি ধারণ করে এসে সকলকে খুব পরিতৃপ্ত করে ভোজন করালেন ও দক্ষিণা দিলেন; সকলে আপন আপন বাড়ীতে চলে গেলেন। পরে ভগবান্ খুঁজে খুঁজে কবীরকে একটা কাঁটার ঝোপের ভিতরে দেখতে পেলেন; সেখান থেকে কবীরকে নিয়ে এসে দুজনে একত্রে আহার করলেন।

[কলিযুগ মাহাত্ম্য—কলিযুগে ভগবান্ লাভ করা অল্প আয়াসসাধ্য।]

কলিতেই ভগবান্ লাভ করা সহজ। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জান্‌বার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেবের কাছে কতিপয় ঋষি এসে উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব তখন নদীতে স্নান করতে নেমেছেন। ঋষিরা নদীতীরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যাসদেব তিনটি ডুব দিলেন। প্রথম ডুব দিয়ে উঠে বললেন, "কলি ধন্য।" দ্বিতীয় ডুব দিয়ে উঠে বললেন, "শূদ্র ধন্য।" তৃতীয় ডুব দিয়ে উঠে বললেন, "নাম ধন্য।" ঋষিরা তখন ব্যাসদেবকে তাঁর ঐ তিনটি উক্তির অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় ব্যাসদেব বললেন,—'কলি ধন্য' অর্থাৎ অন্যান্য যুগে এক লক্ষ বৎসর সাধনা করে যা হয়, কলিকালে ১।০ ঘণ্টায় তাই হবে। 'শূদ্র ধন্য' এর অর্থ এই যে, কলিকালে শূদ্রদের পূজা হবে। 'নাম ধন্য' এর অর্থ এই যে, কলিকালে যাগ-যজ্ঞ না করেও কেবলমাত্র নাম (জপ করা) করলেই সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।" ঋষিরা বললেন,—"আমরা যে সকল প্রশ্ন করব মনে করেছিলাম, সে গুলির উত্তর পেয়েছি; আমরা কলির জীবের মঙ্গল লাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম; এখন বুঝলাম কলিকালে একমাত্র নামই সার—'নামৈব নামৈব নামৈব কেবলম্'।"

মাঃ সা। পুরাণে ভক্তির কথা আছে। পুরাণ না পড়ে খালি বেদান্ত পড়লে শুষ্ক জ্ঞান হয়।

স্বা। শুষ্ক জ্ঞানীকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ করবে। (১) তারা নিজেকেও ঠকায়, অন্যেরও সর্ব্বনাশ সাধন করে। তারা "ব্রহ্মবার্ত্তায়াং কুশলাঃ বিষয়ানুরাগিণঃ।" অর্থাৎ বেদান্ত-চর্চ্চায় খুব নিপুণ বটে, কিন্তু বিষয়াসক্ত।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তেঃ সমং তপো নাস্তি সন্তোষান্ন পরং সুখম্।
তৃষ্ণায়াঃ ন পরো ব্যাধির্ন ধর্ম্মো দয়ায়াঃ পরঃ॥

হরিদ্বার, ২৭শে পৌষ, ১৩৩৪ সাল। রাত্রি ৭টা।

স্বামী মুকুন্দগিরি ও রণজিৎ সিংহ

[কো বা দরিদ্রো?—বিশালতৃষ্ণঃ]

আরতি ও মহিম্নস্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য, যোগেশবাবু (দাস) প্রভৃতি স্বামীজীর নিকট বসিয়া আছেন। নানা প্রসঙ্গের পর স্বামীজী মহারাজ বলিলেন :—

স্বা। তখন চণ্ডীর পাহাড়ে * মুকুন্দগিরি নামে এক জন সাধু থাক্‌তেন। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিং একদিন এক

(১) যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র মোক্ষস্য কা কথা।
সংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মচেতাহস্মি বাদিনম্।
কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥

* হরিদ্বারে গঙ্গার অপর পারে এক পাহাড়ের উপর চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে, এইজন্য লোকে ঐ পাহাড়কে চণ্ডীর পাহাড় বলে।

থালা মোহর, কিছু ফল ও বস্ত্রাদি উপহার নিয়ে মুকুন্দ গিরিজীকে দর্শন করতে এলেন। রাজা রণজিৎ সিংয়ের উপহারের জিনিষগুলি দেখে মুকুন্দগিরিজী রণজিৎ সিংকে বললেন,—"বেশ ভালই হয়েছে! ঠাণ্ডা লাগলে বস্ত্রগুলি গায়ে দেওয়া যাবে, ক্ষুধা পেলে ফলগুলি খাওয়া যাবে, কিন্তু মোহরগুলি দিয়ে কি করব? আচ্ছা, ভাই! আমি ত' কোথাও গেলে একটা না একটা জিনিষ ভুলে ফেলে যাই; আর তুমি এত বড় রাজ্যটা কি করে চালাচ্ছ।" রণজিৎ সিং বললেন,—"এ আর কি কষ্ট! আমি যদি বিলাতটাও আমার শাসনাধীনে আনতে পারি, তাহলে বুদ্ধিপ্রভাবে বিলাতটাও সুচারুরূপে শাসন করতে পারি।" সেই কথা শুনে মুকুন্দগিরিজী বললেন,—"ওঃ! তোমার এখনও এত লালসা রয়েছে! তাহলে তোমার মত দরিদ্র আর কে আছে? এই মোহরগুলি তোমারই প্রাপ্য।" এই বলে মুকুন্দগিরিজী মোহরগুলি রণজিৎ সিংকে প্রত্যর্পণ করলেন। রণজিৎ সিং সেই অর্থে ঐ চণ্ডীদেবীর মন্দির তৈয়ারী করলেন। রণজিৎ সিং অত্যন্ত সাধুভক্ত ছিলেন। গৈরিক কাপড় পরা লোক দেখলেই তিনি প্রণাম করতেন। রণজিৎ সিংয়ের গৈরিক কাপড় পরা লোক মাত্রের উপর এই রকম অচলা ভক্তি দেখে, একদিন একটা লোক একটা গাধার গায়ে গেরুয়া কাপড় বেঁধে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। রণজিৎ সিং সেটাকেও প্রণাম করলেন।

যোগেশ। রণজিৎ খুব শূর-বীর ছিলেন?

স্বা। হাঁ, তাঁর সেনাপতি হরিসিংয়ের নামে এখনও কাবুল ও পেশোয়ারের লোক শিহরিয়া উঠে।

তৎপরে নানা প্রসঙ্গের পর স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

স্বা। আমিও রোজ ১২।১৪ মাইল ঘুরে ঘুরে আলোক * মেঙ্গে স্বহস্তে পাক করে সাধুদের খাইয়েছি।

যোগেশ। এত কষ্ট করার কি দরকার?

স্বা। কেন, এই শরীরটার দ্বারা যত কাজ নেওয়া যায়, ততই ভাল। শরীরের প্রতি সর্ব্বদা বীতস্পৃহ থাকতে হয়। শরীরটাকে যত কম আরামে রাখবে, শরীরটা তত সুস্থ থাকবে ও আত্মলাভের উপযোগী হবে। অলস ব্যক্তি দ্বারা আত্মলাভ হয় না।†

---

* সান্ন্যাসীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় 'আলেক' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। আলেক শব্দটি পরমার্থ শব্দবাচ্য।

† আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহান্ রিপুঃ।
নাস্ত্যুদ্যম-সমো বন্ধুঃ কুর্ব্বাণো নাবসীদতি॥ —ভর্ত্তৃহরি

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ১৭।৪, গীতা

[কল্পনাদ্বারাই অনেক সময় ভূতপ্রেতাদির সৃষ্টি হয়]

হরিদ্বার, ১লা মাঘ ১৩৩৪ সাল, রাত্রি ৭ টা।

মহিম্নাদি পাঠের পর ঃ—

কয়েক দিন হইল হরিদ্বারে মোহান্ত কর্ত্তার সিংয়ের আশ্রমে পূজারির গৃহে অগ্নিসংযোগ হওয়ায় পূজারির শরীর দগ্ধ হইয়াছিল। তিন দিবস হাসপাতালে অবস্থিতির পর উহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনা গেল, কর্ত্তার সিংয়ের পূজারির মৃতদেহ বাদ্যসহকারে শ্মশানঘাটে নীত হইতেছে দেখিয়া হরিদ্বারের হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারের বালক-পুত্র গৃহে ফিরিয়া তাহার মাতাকে ঐ শবের শ্মশান-যাত্রার কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু তাহার পরেও তিন চারি দিন যাবৎ আহার করিতে বসিলেই তাহার মূর্চ্ছা হইতেছিল। কম্পাউণ্ডারের স্ত্রীর আশঙ্কা হইলে যে পুত্রের শরীরে প্রেতের আবেশ হইয়াছে। কম্পাউণ্ডার কিন্তু প্রেতের অস্তিত্ব বা আবেশ মানিতে প্রস্তুত নন। অদ্য কম্পাউণ্ডার মহাশয় স্বামীজীর নিকট আসিয়া পুত্রের বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ—

স্বা। ভূতের ভয় ক'রো না, মনই যত অনর্থের মূল। ধর, একজনের ব্যারাম হ'য়েছে। ডাক্তার ম'শায়রা ব'ললেন, 'কফ খুব বেড়ে গেছে।' আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। তারপর ওঝারা এলেন; তাঁরা ব'ললেন, রোগীকে ভূতে পেয়েছে, ভূত ছাড়াবার জন্য অমুক অমুক জিনিষ চাই। এদিকে আবার জ্যোতিষীরা ব'ললেন,—'নিশ্চয় কোন গ্রহ কুপিত হয়েছেন, ৭॥০ বছর থাকবে।' তার মধ্যে একজন ব'ললেন, 'গ্রহ-শান্তির জন্য একটা কাল ঘোড়া ও কাল কম্বলের দরকার। রোগীর আত্মীয় সব জিনিষ এনে দিলেন, কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হ'ল না; তখন আর একজন জ্যোতিষী ব'ললেন, 'না হে, না, একটা মহিষ, একটা কাল পাঁঠা ও কাল কাল কতকগুলি কম্বল হ'লে ভাল হবে।' পুনরায় জ্যোতিষী মহাশয়ের হুকুম মত সব জিনিষ আনা হ'ল। কিন্তু ব্যারাম পূর্ব্ববৎ রহিল। তৃতীয় জ্যোতিষী ভাবলেন, তাই ত' সকলেই ত' একটা একটা কথা বলে কিছু না কিছু আদায় ক'রল, আমি বা ছাড়ি কেন? তিনি অনেক ভেবে চিন্তে শেষকালে ব'ললেন, "ওসব কিছু নয়। কাল পাঁঠা ও মুরগী হ'লে নিশ্চয়ই সারবে।" বেগতিক দেখে রোগী তখন ব'ললেন, "বাপু, গ্রহ ত ৭॥০ বছর পরে আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে, তোমরা দেখছি দু'দিনের মধ্যেই আমায় পথে দাঁড় করে দিতে চাও।"

এই প্রসঙ্গের পর স্বামীজী শিষ্যকে কিঞ্চিৎ ভস্ম আনিয়া "ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনা-

মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ।" এই মন্ত্র পড়িয়া কম্পাউণ্ডারকে দিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য ঐ ভস্ম লইয়া স্বামীজীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। জনৈক সন্ন্যাসীর অনুরোধে স্বামীজী ঐ ভস্মে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া কম্পাউণ্ডারের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমার ঔষধে তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস নাই; এই ভস্ম নিয়ে যাও, এতে বিশ্বাস হবে—ছেলের মাথায় লাগিয়ে দিলেই ব্যারাম সেরে যাবে। কি জান, বিশ্বাস না হ'লে কিছুই হয় না। যেখানে বিশ্বাস হবে, সেখানে ফল হবেই। গুরু ব'ললেন—'তুমি ব্রহ্ম।' শিষ্য গুরুর বাক্যে বিশ্বাস করে দিনরাত 'আমি ব্রহ্ম' এই ভাবে বিভোর হ'য়ে গেল। যতই শাস্ত্র পড়ুক—'আমি ব্রহ্ম' ভাব আর ছুটে না; ব্যস, জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল! শিশুর হাতের আঙ্গুল কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে—শিশু কাঁদছে। মা একটি ফুঁ দিয়ে ব'ললেন,—"যা, মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলাম, তোর ব্যথা সেরে গেছে।" শিশুর মাতৃবাক্যে বিশ্বাস হ'ল, আনন্দমনে খেলতে গেল, ব্যথা নাই। সঙ্গীরা ব'লল, "ওরে, তোর হাত থেকে রক্ত পড়ছে।" কিন্তু শিশু ব'লল, "যা, তোরা মিথ্যা বলছিস্, মা বলেছেন সেরে গেছে"। শিশুর বিশ্বাসের বলে বস্তুতঃই ব্যথা সেরে গেল। ভূত প্রেত ওসব মনের দ্বারাই অনেক সময় সৃষ্ট হয়। আমি তখন একটা জঙ্গলে; রোজ এক ব্যক্তি আমাকে দুধ দিয়ে যেত। —পথে শ্মশান পড়ে। একদিন শ্মশানে একটা মৃতদেহ দেখে লোকটি আমাকে ব'লল,—"স্বামীজী! আজ ভূতের হাত

থেকে বড় বেঁচেছি।" আমি বল্লাম, "আচ্ছা, ভাই! এই তাওয়ার নীচের কালী হাতের পাতায় মেখে যাও; যদি ভূত আসে, তবে জোরে তার দুই গালে দুই চড় দিও, তাহ'লে এই কালি তার গালে লাগবে; কোন্ ভূতটি তোমায় কষ্ট দিচ্ছিল জান্তে পেরে আমি তার শাস্তির বিধান ক'রব।" ঐ লোকটি শ্মশানে গিয়ে তাই করল। তারপর আমার নিকটে এসে ব'লল,—"স্বামীজী! আজ ভূতকে এমন করে চড় মেরেছি যে তার অনেকদিন মনে থাকবে।" আমি লোকটিকে একখানা আরসিতে মুখ দেখতে বলে ব'ললাম, "দেখ্‌ত, কালি দেখছি তোর মুখেই লেগেছে, তবে তুই ত' ভূত।" বস্তুতঃ মনের কল্পনা দ্বারাই অনেক সময় ভূতের সৃষ্টি হয়।

কম্পা। তবে কি ভূত প্রেত বস্তুতঃই নাই?

[ভূত-প্রেতাদি বাস্তবিক আছে—ভূতযোনি ও রুদ্রাক্ষ]

স্বা। না বেটা! আছে। একটি মুসলমান সিপাহীর ভাই সিপাহীর সঙ্গে দেখা করবার মানসে আসবাব নিয়ে জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল—জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় খুব নাচ, তামাসা ও বাদ্যাদি হচ্ছিল। সিপাহীর ভাই সকলকে জিজ্ঞাসা করল,—"এখানে কি হচ্ছে?" উত্তর হইল,—"আমরা সব ভূত। আজ আমাদের বড় আনন্দ, আমাদের মধ্যে একজন পেতনী আছে, তার আজ বিয়ে হবে। একটি লোকের আজ মৃত্যু হ'বে, মৃত্যুর পর সে ভূত হবে—তার সঙ্গে এই পেতনীর বিয়ে হবে।" সিপাহীর ভাই ব'লল,—"আচ্ছা, লোকটি কে? তার

বাড়ী কোথায়?" উত্তর হ'ল,—অমুক ব্যক্তি, অমুক জিলা, অমুক তহসিল,—ইত্যাদি। লোকটির যে পরিচয় পাওয়া গেল সে তার ভাইয়েরই, সুতরাং তার ভাইয়েরই আসন্নমৃত্যু। লোকটী তাই শুনে কালবিলম্ব না করে তার ভাইয়ের কাছে উপস্থিত হ'ল। সিপাহী ভাইকে যেই চেয়ে দেখ্‌ল, তৎক্ষণাৎ এক বন্দুকের গুলিতে তার মৃত্যু হ'ল। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দেহটি একটা গাছে ঠেকিয়ে রাখা হ'ল। অন্যান্য সিপাহীরা তার কবর দেবে মনে মনে স্থির করে সিপাহীর ভাই বিষণ্ণ মনে বাড়ী চলে গেল। পথে উক্ত জঙ্গলে আবার সেই ভূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল; কিন্তু এবার দেখল তাদের আর সে আনন্দ নেই, সকলেই নিরুৎসাহ ভাবে বসে আছে। তাই দেখে সিপাহীর ভাই বলল,—"কি হে তোমাদের এমনই বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?" ভূতেরা বলল,—"দেখ, যে লোকটি মরে ভূত হয়ে আমাদের পেতনীর সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল, সে লোকটি মরবার সময় যে গাছের গোড়ায় শুয়েছিল, সেইখানে রুদ্রাক্ষের অর্ধখানা আছে। সেই রুদ্রাক্ষের স্পর্শে শিবদূতেরা এসে সেই লোকটিকে শিবলোকে নিয়ে গেছে কাজেই আমাদের পেতনীর আর বিয়ে হ'ল না। এই কথা শুনে সিপাহীর ভাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল এবং কথাটা সত্য কিনা পরীক্ষা করবার জন্য পুনরায় মৃত ভ্রাতার নিকটে গিয়ে দেখল বাস্তবিকই সেই গাছটির নীচে রুদ্রাক্ষের আধখানা আছে। সে ঘরে এসে স্ত্রী, পুত্র, মোরগ, কুকুর যে যেখানে ছিল সকলের গলায় রুদ্রাক্ষ বেঁধে

দিল। সিপাহী ছিল মুসলমান; মুসলমান সমাজ তার এই কাণ্ড দেখে তাকে একঘরে করল। কিন্তু সে বল্‌ল যে, সে একঘরে হ'তেও রাজী আছে, রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য সে প্রত্যক্ষ দেখেছে, সে তা অস্বীকার করতে নারাজ।

জনৈক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী বলিলেন, "৺কাশীতেও নাকি অনেক ভূত আছে?"

স্বা। হাঁ, সেখানে লাট-ভৈরব আছেন, তিনি কাশীর ভূতদের শাস্তি দেবার জন্য অন্যান্য যোনিতে পাঠান। পাপের ফল ভুগ্‌তেই হ'বে। কাশীতে মর আর যেখানেই মর, পাপ, পুণ্য, বাসনা, কামনা, সঙ্গে সঙ্গে যায়— তার ফল-ভোগ অনিবার্য্য। কাশীতে ম'রলেই যদি মুক্তি হয়, দুশ্চরিত্র ও সাধুর গতি যদি একই হয়, তাহ'লে সৃষ্টির নিয়ম বদলে যায়, তাহ'লে আর কেউ সাধন ভজন ক'রত না। "কাশ্যাং মরণান্মুক্তিঃ"—এখানে কাশঃ অর্থ ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশঃ, অর্থাৎ যে অবস্থায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থায় দেহত্যাগ হ'লে মুক্তিলাভ হয়। সাধনবলে এই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়।

———

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হরিদ্বার, ১৪ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল, রাত্রি ৭টা।

[অজ্ঞানী সত্যবস্তু (আত্মা) মিথ্যা বলিয়া মনে করে এবং মিথ্যাবস্তু (জগৎ) সত্য বলিয়া মনে করে।]

"ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্॥"—উপনিষৎ

মহিম্নস্তবাদি পাঠান্তে শিষ্য, উত্তর-কাশী-নিবাসী স্বামী মনীষানন্দ গিরি প্রভৃতির সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—

স্বা। কাম অর্থ বাসনা। সংকল্প হইতে কামের উৎপত্তি হয়; যার কোন প্রকার সংকল্প নাই, তার বাসনাও নষ্ট হয়ে যায়। (হিন্দুস্থানী সাধু নারায়ণ গিরির প্রতি) আচ্ছা, তোমার নাম কি? প্রথমতঃ বল, তুমি কে,—তুমি হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কাণ, এইগুলির মধ্যে কোন্‌টি?

নারায়ণ গিরি। আমার নাম পূর্ব্বে ছেদীলাল ছিল, এখন নারায়ণ গিরি হয়েছে।

স্বা। (মনীষানন্দজীর প্রতি) দেখুন স্বামীজী! ভারি মজা, জগৎটাকে এক নিমেষেই উড়ান যায়—শ্রুতি, স্মৃতি, বেদেরও দরকার হয় না। এই দেখুন, এক প্রশ্নেই জগতের অস্তিত্ব চলে যাবে। (নারায়ণ গিরির প্রতি) আচ্ছা,

বল ত' তোমার নাম কি? হাতের নাম হাত, পায়ের নাম পা, কেমন? তবে ছেদীলাল কা'র নাম? একথাপে দু'খানা তলোয়ার ত' রাখা যায় না?—যদি বল শরীরের নাম ছেদীলাল, শরীরের নাম ত' হল শরীর, তা'র নাম ছেদীলাল আবার কি করে হল?

নারায়ণগিরি। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) তবে আমি কে?

স্বা। উল্টা জ্ঞান হচ্ছে, মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে।

মনীষানন্দজী। হাঁ মহারাজ।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। (গীতা ২।৬৯)

অজ্ঞানীর কাছে সত্য বস্তুর প্রকাশ নাই, জ্ঞানীর কাছে মিথ্যাবস্তু—জগতের অস্তিত্ব নাই।

স্বা। হাঁ স্বামীজী! যে জিনিষ সত্য, অজ্ঞানী তা' ধরতে পারে না; যে জিনিষ মিথ্যা তাই নিয়েই ব্যস্ত—তাই নিয়েই ভয়।

[জুজু যেমন আত্যান্তিক মিথ্যা, রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্তে সর্পও সেইরূপ আত্যান্তিক মিথ্যা]

(শিষ্যের প্রতি) রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্ত দিলে ত' বল্‌বি সর্প নামে কোন সত্য বস্তু আছে। আচ্ছা, জুজু নামে ত' কোন সত্য বস্তু নাই—কিন্তু জুজুর নামে শিশুর কত ভয় হয়! মা বলেছেন,—"জুজু এসেছে"; বাস্ অমনি ভয়ে অস্থির, সে ভয় আর যায় না। মা বললেন,—"বাবা, ও-ঘর থেকে একটা

পেয়ালা নিয়ে আয় ত'; পেয়ালা ভরে তোকে দুধ খেতে দেব।" শিশু বল্‌ল, "না, মা, ও ঘরে জুজু আছে, ও ঘরে আমি যাব না; গেলে জুজু খেয়ে ফেলবে।" তা'রপর মা বাবা বললেন, "না রে, জুজু নেই, মরে গিয়েছে।" কিন্তু তাতে শিশুর বিশ্বাস হ'ল না। জুজুর ভয় তবুও লেগে রইল। মা জুজু যে আকারের বলেছেন, জুজুর সেই আকৃতিই দাঁড়িয়ে গেল! কিন্তু বস্তুতঃ জুজুর কোনও আকার নেই; জুজু মিথ্যা। আচ্ছা, এই জুজুর ভয় কি করে যেতে পারে?

মনীষানন্দজী। বড় হলে জ্ঞান হলে আপনিই চলে যায়।

স্বা। হাঁ, তা ত' যাবেই, কিন্তু শৈশব অবস্থায় যাবার কোন উপায় আছে কি?

মনীষানন্দজী। না।

[সিপাহী যেরূপ শিশুর ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য প্রথমতঃ মিথ্যা জুজুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পশ্চাৎ তাহার বিনাশ সাধন করে, সদ্‌গুরু ও সৎশাস্ত্রও সেইরূপ অজ্ঞানীর নিকট প্রথমতঃ জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধির নিরসন করেন।]

স্বা। তা'ও আছে। শিশু জানে যে, সিপাহী (দ্বারবান্ প্রতীহারী প্রভৃতি) চোর ও দুশ্চরিত্র লোককে ধরে প্রহার করে। পিতা একজন সিপাহীকে আদেশ করলেন "ওহে! জুজু আমার বাচ্চাকে ভারি ভয় দেখাচ্ছে ও কষ্ট দিচ্ছে! জুজু ঐ ঘরে আছে, শীঘ্র গিয়ে তাকে মেরে ফেল।" প্রভুর আদেশ পেয়ে সিপাহী অমনি একটি লাঠিতে কাপড় জড়িয়ে জুজু প্রস্তুত করে সেই ঘরে গিয়ে হাতে হাতে খুব জোরে চড় মারতে লাগল, আর নিজে নিজে হুঁ হুঁ করে কাতর শব্দে চীৎকার করতে লাগল। পিতা শিশুকে বল্‌লেন,—"ঐ শোন্, সিপাহী জুজুকে মারছে, আর জুজু হুঁ হুঁ করে কাঁদছে"। পিতার কথা শুনে শিশুর মনে খুব আনন্দ হ'ল। তারপর সিপাহী বল্‌ল,—"বাবুজী! জুজুকে ত' মেরে ফেলেছি, এখন আর জুজু কাঁদছে না, জুজু মরে গিয়েছে।" বাবু বললেন,—"আচ্ছা জুজুকে এখানে নিয়ে এস"। তখন সিপাহী জুজুকে শিশুর কাছে এনে দেখাল। শিশু জুজু মরেছে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হল। মাকে, দাদাকে হেঁসে হেঁসে সংবাদ দিয়ে এল,—বল্‌ল, "মা, দাদা, সবাই দেখে যাও জুজু মরে গিয়েছে"। আবার নিজেও এসে জোরে জুজুকে প্রহার করতে লাগল, আর বলতে লাগল,—"কেমন, এতকাল আমায় ভয় দেখিয়েছিস্, আজ দেখ্ তোর কি গতি হয়েছে।" সেই দিন থেকে শিশু আনন্দে সকল ঘরে বেড়াতে লাগল, তার জুজুর ভয় নষ্ট হয়ে গেল। সেইরূপ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত কল্পিত বস্তু, সমুদয়ই মিথ্যা।

শি। শিশুর মা শিশুকে জুজুর ভয় দেখিয়েছে, আমাদের জগতের ভয় কে দেখাল?

স্বা। তোমাদের জগতের ভয় অনাদিকাল, বর্ত্তমান;

এই জন্যই মায়াকে অনাদি বলে। সদ্‌গুরুরূপী সিপাহী ঐ জগৎ-ভ্রমরূপ জুজুকে মারতে সক্ষম, অন্য কেহ নয়। বস্তুতঃ জুজু নাই; কিন্তু সিপাহী যেমন জুজুর কল্পিতরূপ প্রস্তুত করে পশ্চাৎ তাকে বিনাশ করে; তদ্রূপ জগৎ বস্তুতঃ নাই, কিন্তু চারি বেদ, ছয় দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ প্রথমতঃ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করে পশ্চাৎ যুক্তি তর্ক দ্বারা তার নিরসন করেছেন। কিন্তু এই প্রকার জ্ঞান হওয়া কঠিন।

মনীষানন্দজী। তবে "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু"—ক্বচিৎ কারও হয়।†

স্বা। হাঁ, স্বামীজী! ক্বচিৎ কারও হয়। যতই বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় করা যায়, ততই বন্ধন দৃঢ় হয়। সাধুরা জগতের ভোগ ত্যাগ করে দু'মুঠী অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। কুকুরবৃত্তি অবলম্বন করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। লোকে দিলে দু'মুঠো খায়। যেখানে সেখানে পড়ে থাকে, ভাল কাপড় পরে না, কত কষ্ট করে তিতিক্ষা করে। কিসের জন্য? তাঁরাও কি জাগতিক লোকের মত ভোগ সুখ করতে পারত না?—তা, পারত। তবে তাদের বৈরাগ্য হয়েছে—সেই বস্তুকে পাবার জন্য। কিন্তু এত কষ্ট

† "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
গীতা—সপ্তম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক।

করেও তা মিলে না—এমনই মায়া! মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী—এর কথা আর কি বলব!

স্বামী-শিষ্য প্রসঙ্গ সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

আলোর সাহায্য ব্যতীত চক্ষু দেখিতে পায় না। চক্ষু ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয় আলো বর্ত্তমানেও দেখিতে পায় না। তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সাহায্য বা কৃপা ব্যতীত ব্রহ্মলাভ বা ভগবদ্দর্শন করিতে পারে না; কিন্তু সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইলেও অ-মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মলাভ বা ভগবদ্দর্শন করিতে পারে না। অতএব মুমুক্ষু ও সদ্‌গুরুর সমন্বয়েই ঠিক ঠিক অধ্যাত্ম ভাবের স্ফুরণ হয়।

সাধনে বসিলে মন ছুটাছুটি করিলেও শরীরকে আসনে বসিয়ে রাখ্‌তে হয়। কিছুক্ষন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে আসনে বসে ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে মন শেষে স্বতঃই ধ্যানে লেগে যায়। অতএব প্রত্যহ অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা একাসনে বসে থাক্‌তে চেষ্টা কর।

প্রথমতঃ প্রকৃত ভক্ত হও—যাহা কিছু করি ভগবানের প্রীত্যর্থে করি, এই প্রকার দ্বৈতভাবে চল; তারপর অদ্বৈতভাব আসিবে।

নদী যে রাস্তা দিয়েই যাক্ না কেন সমুদ্রে পড়িবেই; তদ্রূপ সাধক যে কোন পন্থা অবলম্বন করেই সাধন করিতে থাকুক না কেন শেষে মুক্ত হবেই। সুতরাং অন্যের কথায় কর্ণপাত না করে যে কোন পথ ধরে সেই পথেই ধীরে ধীরে চলিতে থাক।

কন্যার বয়স পঁচিশ বৎসর হলেও পুরুষসঙ্গম ব্যতীত তাহার সন্তান হতে পারে না; তদ্রূপ তুমি যতই শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সাধন ভজন কর না কেন সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতীত তোমার জ্ঞান বা মুক্তি হতেই পারে না।

মন তোমার কি হয়—স্বামী, প্রভু, ভৃত্য বা অন্য কিছু? মন ত' ক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং সে স্বামী, প্রভু বা ভৃত্য কিছুই হতে পারে না। তুমি পুংলিঙ্গ হয়ে ক্লীবের কথা শুন্‌ছ কেন? মনের কথা শুনিও না, শান্তি মিলিবে।

ক্লীব ব্যক্তি যদি পুরুষ বা স্ত্রী জাতির মধ্যে যায়, তাহলে সে হাস্যাস্পদ হয় ও দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু ক্লীবজাতির (স্বজাতির) ভিতর গেলে আনন্দই পেয়ে থাকে; দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। মন ক্লীবলিঙ্গ—তাহাকে পুরুষ বা স্ত্রীর কাছে যেতে দিলে সে দুঃখ পাবেই। ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং মনকে ব্রহ্মে লয় করে দিলে তার কোন দুঃখ থাকে না।

কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে ভালবাসিও না, কারণ তাদের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী এবং তজ্জনিত দুঃখও অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আত্মা বা ঈশ্বরকে ভালবাস—তাহাদের সঙ্গে কোন দিন বিচ্ছেদ হবে না, সুতরাং চিরশান্তি মিলিবে।

মন চঞ্চল হলে প্রাণায়াম কর, নতুবা নসিকার অগ্রভাগ দেখ, অথবা ব্যায়াম কর; তাহলে মন শান্ত হবে।

গুরু গুরু জপ,
এই তোর তপ।

মুক্তি চাও ত' কোন পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে মিশিও না, নির্জ্জনে বসে ভগবানের চিন্তা কর।

সুখাসনে বা পদ্মাসনে বসে সাধন করিও।

মন চঞ্চল হলে একশ্বাসে ৩।৪ বার ইষ্টমন্ত্র জপ করিও, মন শান্ত থাকিলে একশ্বাসে দুই বা একবার জপ করিও।

সাধনের সময় দৃষ্টি নাসিকাগ্রে রাখিও।

নাম জপিবার সময় নামের অর্থ চিন্তা কর এবং ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান কর।

ধ্যানের সময় মন হৃদয়ে থাকিবে।

নাম প্রাণায়াম করিবার সময় নিজে শুনিতে পারা যায় এই প্রকার ধীরে ধীরে শব্দ উচ্চারণ করিতে পার; অন্যে যেন শুনিতে না পায়।

জপ করা এবং নাম করা একই জিনিষ।

(একাগ্র বৃত্তি)

বৃত্তির স্থিতিকে ধ্যান বলে। নাম ও ধ্যান একই সময় করিতে চেষ্টা কর। ধ্যান গাঢ় হলে বাহ্যিক জপ স্বতঃই বন্ধ বন্ধ হয়ে যায়।

চলিতে ফিরিতে সর্ব্বদাই জপ করিতে চেষ্টা কর; যে নাম তোমার ভাল লাগে (গুরু, শিব, বিষ্ণু, কালী

প্রভৃতি) তাহাই জপ কর, কিন্তু সব সময় একই নাম জপ করিও।

প্রাতঃকালে যখন শরীরের লোম দৃষ্টিগোচর হয় না; তখন সাধনে বস, সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হলে উঠিও। সন্ধ্যার সময় সূর্য্য দেখে বস, নক্ষত্র দেখে উঠ।

কামের উপদ্রব হওয়া মাত্রই ব্যায়াম কর, তাহাতেও উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হলে ব্যায়ামের পর প্রাণায়াম কর।

কাম রিপুর হাত হতে রক্ষা পাইতে চাও ত একান্তে শয়ন বা বাস করিও না, কোন লোকের কাছে (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) শয়ন করিও। একান্তে থাকিলে কুচিন্তা আসিতে পারে।

সর্ব্বদা লোক মধ্যে থাকিও; তাহলে মন চঞ্চল হলেও লোক লজ্জার ভয়ে কুকার্য্য হতে বিরত থাকিবে। একান্তে থাকিলে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল। *

বৈরাগ্যবানের সঙ্গ করিলে বৈরাগ্য লাভ হয়।

প্রকৃত ভক্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করেন—কালী-ভক্ত কালী, বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু, শিবভক্ত শিব এবং গুরুভক্ত গুরু।

---

* এ ব্যবস্থা বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির জন্য, কিন্তু বৈরাগ্যবানের পক্ষে নির্জ্জনে থাকাই যুক্তিযুক্ত। গীতায় শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

"একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ, সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ, বিবিক্ত-সেবী লঘ্বাশী"—ইত্যাদি।

শিশুর মধ্যে অহঙ্কার নাই, তাই তাকে সকলেই আদর করে ও ক্রোড়ে রাখে। তুমি যদি নিরভিমানী ও বিনয়ী হও তোমাকেও হরি ক্রোড়ে তুলে নিবেন।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত